ধর্মের বলি

প্রকাশিত হইল নতুন নাটক

শ্রীমনীন্দ্র মোহন দে প্রণীত

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় সংশোধিত

রক্তে ধোয়া মসনদ

যুগপ্রবর্তক কাল্পনিক নাটক

বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনীত

মানুষের স্বার্থের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিটি পদক্ষেপ জড়িত। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে স্বার্থহীন কোন দেশ-নেতা পাওয়া যায় না, যাবে না। আর তার জন্যেই এত অভাব-অভিযোগ-হাহাকার। রক্তের মূল্যে যে স্বাধীনতা, আত্মবলিদানে যে দেশপ্রেম, অসহযোগে যে দেশপ্রীতি একদিন বর্তমান ছিল—তা আজ লুপ্ত। বিক্ষোভ, ব্যভিচার, আত্মসুখ নিয়ে আজ সব মত্ত। এর কি শেষ নেই—নেই কি এই পুঞ্জীভূত অভিযোগের বিচার? হে বিচারক, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না তোমার বিচারশালায় অভিযোক্তাদের করুণ কান্না?

শেষ বিচারের দিন যেদিন আসে সেদিন শোষকের রক্তে ভেসে যায় তার সাধের গড়া মসনদ। স্বার্থপর বেইমান রক্তলোলুপ হয়ে ওঠে—কিন্তু মহীয়সী মাতা সত্য ও ন্যায়ের জন্য গর্ভজাত সন্তানকে স্বহস্তে ক'রে হত্যা। রক্তের ফোয়ারায় ভেসে যায় রাজপ্রাসাদ। জলিল খাঁর অতৃপ্ত আত্মা সেখানে কেঁদে কেঁদে ফেরে। বাহাদুর খাঁর রক্তাক্ত হস্ত কোথায় না হাত বাড়ায়। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী সিদিবদর কেন চায় মানুষের পর মানুষ হত্যা করতে, এটা কি তার রক্তের নেশা? মুসলমান আউলিয়া রোস্তমের সঙ্গে আছে কলিধর্মের প্রচারক কলিচরণ। তেমনি আশ্রিত রক্ষায় রামনগরের রাজা রুদ্রসেনের আত্মাহুতি। যেমন দিলবাহার তেমন গোবর্দ্ধন। উমেরা বেগম ও কাফেলা অদ্ভুত।

সৌখীন সম্প্রদায়ের জন্য রচিত সার্থক এই নাটকে প্রতিটি বিভিন্ন রসের চরিত্রে সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

DHARMER BALI
Five Act Drama
by
Brojendra Kr. Dey, M.A., B.T.

(c)
Nirmal Chandra Seal

: মুদ্রক :
এন, সি, শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬।২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

[ঐতিহাসিক নাটক]

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ,

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

আর্য অপেরায় সগৌরবে অভিনীত

—নির্মল-সাহিত্য-মন্দির—

২৬/২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা-

শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল কর্তৃক

প্রকাশিত

১৩৬১ সাল

যাত্রাসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠক ও

সুযোগ্য পরিচালক

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

প্রীতিনিলয়েষু

ভূমিকা

দুই বছর আগে আর্য অপেরার তাগিদে অতি অল্প সময়ে "ধর্মের বলি" রচিত হইয়াছিল; যথারীতি খোলাও হইয়াছিল, যশও হইয়াছিল অফুরন্ত। তবু আশ্চর্যের বিষয়, দলের একটি নগণ্য অংশের প্রতিকূলতায় নাকি নাটকখানি চাপা ছিল। পরে ফণী মতিলাল ও পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতাদের তাড়নায় এবং শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর প্রভাবে "ধর্মের বলি" যথারীতি অভিনীত হয়। তারপর এই এক বৎসর এই নাটককে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সমারোহ চলিয়াছে, যাত্রারসিকেরা সে খবর জানেন।

"বাঙালী" নাটকের পর "ধর্মের বলি"তে আর একবার দেখিলাম দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মের বিভেদ সত্ত্বেও গলাগলি করিয়া বাস করিতে চায়। উচ্চ আসনে আসীন মহারথীরা যখন ধর্ম বিপন্ন বলিয়া জিগির তোলে, বিপদ আসে তখনই। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত সহধর্মীকে যাহারা মুখের সহানুভূতিও জানায় না, শান্তির সময় তাহারাই সধর্মীর কল্পিত দুঃখে কাঁদে। মানবতার শত্রু এইসব অবাঞ্ছিত দরদীর ধর্মান্ধতার ফলে বহু মূল্যবান জীবন অকালে বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের শিক্ষা কবে ইহারা গ্রহণ করিবে? শান্তি আর কত দূরে? ইতি—

গ্রন্থকার

দর্পনারায়ণ — নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

সুদর্শন — ঐ পুত্র। পরে মুর্শিদকুলি খাঁ।

বজ্রনারাণ — নারায়ণগড়ের রাজা।

কীর্তিনারায়ণ — ঐ পুত্র।

ফরিদ খাঁ — মুর্শিদকুলির পুত্র।

খঞ্জন মিশ্র — পুরোহিত।

নাজির আহম্মদ — নবাবের কর্মচারী।

কেশরী রায় — ঐ।

চতুর্মুখ ঢালী — বজ্রনারায়ণের সেনাপতি।

মর্দান খাঁ — পাইক।

ফকির, জ্ঞানদাস, খোকন, বান্দা, ওসমান, হানিফ, প্রহরিগণ।

—স্ত্রী—

মরালী — সুদর্শনের স্ত্রী।

বারুণী — বজ্রনারায়ণের স্ত্রী।

দৌলত উন্নিসা — ফরিদ খাঁর স্ত্রী।

মাতংগিনী — খঞ্জন মিশ্রের পত্নী।

বংগলক্ষ্মী, বাঈজীগণ, নর্তকীগণ ইত্যাদি।

☞ অভিনয়কালে এই নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

ধর্মের বলি

সূচনা

দর্পনারায়ণের গৃহ

দর্পনারায়ণ, মরালী ও জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। তোমার সেবায় বড়ই প্রীত হয়েছি মা। আশীর্বাদ করি, তোমার ভাণ্ডারে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান হোক।

দর্প। আজই চলে যাবেন?

জ্ঞানদাস। হ্যাঁ পণ্ডিত, আর আমি থাকতে পারি না। কোন বাড়ীতে আমাদের তিন রাত্রি বাস করতে নেই। তোমার আয়ু শেষ হয়েছে পণ্ডিত। সর্বচিন্তা বিসর্জন দিয়ে শুধু তোমার নারায়ণকে ডাক।

দর্প। নারায়ণ মাথায় থাক বাবা। ঘরের নারায়ণকে রেখে যেন চোখ বুজতে পারি, এই আশীর্বাদ কর।

জ্ঞানদাস। তবে আসি মা-লক্ষ্মী। একটা কথা মনে রাখিস মা, যিনি ঈশ্বর, তিনিই আল্লা।

মরালী। এত কথা আপনি কেন বলছেন সাধু?

জ্ঞানদাস। ঝড় আসছে বেটি, ঝড় আসছে। দেখেছিস—আকাশে কত মেঘ জমেছে দেখেছিস? টলিসনে মা। মানুষকে ঘৃণা করিসনে! নারায়ণ তোকে রক্ষা করবেন।

জ্ঞানদাস।— **গীত**

আসুক যত বর্ষা নেমে, বহুক যত ঝড়,
প্রাণপণে তুই নারায়ণের চরণ চেপে ধর।
ভক্তিভরে যে ডাকে তায়,
শমন তাহার লুণ্ঠিত পায়,
দুঃখ জ্বালা গলার মালা, স্বর্গ তাহার কুঁড়েঘর।
আসে যদি বজ্র নেমে,
ভয়ে মা তুই যাসনে থেমে,
দীনের শরণ শংকাহরণ শুধু স্মরণ কর।

খোকনের প্রবেশ।

খোকন। চলে যাচ্ছ ঠাকুর। আবার কবে আসবে?

জ্ঞানদাস। তুমি যেদিন রাজা হবে, সেইদিনই আসব।

খোকন। আমিও রাজা হব না, তুমিও আসবে না।

জ্ঞানদাস। মা, তোমার এই ছেলেটি বেঁচে থাকলে একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হবে। কিন্তু—[খোকনের কপাল দেখিলেন]

দর্প। কিন্তু কি ঠাকুর?

জ্ঞানদাস। না—তেমন কিছু নয়, তবে—যাকগে, আমি এখন আসি।

মরালী। বলে যাও ঠাকুর, কি দেখলো তুমি ওর কপালে।

জ্ঞানদাস। যদি পারিস মা, ওর বাবার কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখিস। তাহলে পৃথিবীতে ও অজেয় হবে। নইলে পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর সে সংঘর্ষে হয় পিতা মরবে, না হয় পুত্র মরবে। খুব সাবধান মা, খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

মরালী। বাবা, সাধু কি বললেন শুনেছেন?

দর্প। আরে দূর দূর, একথা তুমি বিশ্বাস কর বৌমা? কপালের লেখা কেউ পাঠ করতে পারে? সব বুজরুকি। শুনলে না আমায় বললে,—আয়ু ফুরিয়েছে, নারায়ণের নাম কর। ওই যে দেখেছে, অসুখে ভুগে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, তাতেই আঁচ করে নিয়েছে। আমি যদি আরও বিশ বছর না বাঁচি ত আমার নাম দর্পনারায়ণ শর্মা নয়।

মরালী। কি জানি কি আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। খোকন—

খোকন। ঠাকুর কি বলে গেল মা? বাবা আমায় কি করবে? মেরে ফেলবে? দূর দূর, এ আবার হয় নাকি? হ্যাঁ দাদু, বাপ কখনো ছেলেকে মারে?

দর্প। অসম্ভব।

খোকন। বাবা কেন আর আসছে না দাদু? কতদিন বাবাকে দেখিনি। তোমার এত অসুখ, তবু ত বাবা দেখতে এল না।

মরালী। কি জানি, কি হলো। এমন তো কখনো হয় না। এক পক্ষ তাঁর দেখা নেই। এতই কি রাজকাজ যে বৃদ্ধ পিতাকে মনে থাকে না, শিশু পুত্রকে পর্যন্ত ভুলে যেতে হয়।

দর্প। তুমি যে আমায় যেতে দিচ্ছ না। কিই বা এমন দূরের পথ? আমি গিয়ে কি খবরটাও নিয়ে আসতে পারি না? অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। হয়ত বিশেষ কোন জরুরী কাজে আটকা পড়েছে। নইলে কি আর অমনিই আসছে না? বুঝলে বৌমা আমার ছেলের মত অমন পিতৃভক্ত আর পুত্রবৎসল জগতে জুটি মেলে না।

মরালী। সব জানি বাবা, তবু মন সান্ত্বনা মানে না। সকাল

থেকে একটা কাক চালের উপর বসে কেবলই ডাকছে, কতবার তাড়িয়েছি, ঘুরে ঘুরে আবার ফিরে আসে। বাবা আপনি খোকনকে নিয়ে থাকুন। আমিই না হয় খবর নিয়ে আসি।

দর্প। তুমি যাবে কি? আরে রাম রাম, রাজবাড়ী ত নয়, নরক। সেখানে আবার মেয়েছেলে যায়? শুনেছি, মোগল হারেম থেকে কেউ সসম্মানে ফেরে না।

খোকন। তুমি যেও না মা, তারা তোমায় কেটে ফেলবে। কিচ্ছু ভেব না তুমি। আমাকে না দেখে বাবা কতদিন থাকতে পারবে? তুমি দেখে নিও, হয়ত আজই আসবে।

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। তুমি বললে কি আমি না এসে পারি?

সকলে। এসেছ? যাক, নিশ্চিন্ত।

[সুদর্শন খোকনের মুখচুম্বন করিলেন]

খোকন। বাবা, মা কি বলছিল জান? তুমি নাকি—

মরালী। চুপ। যাও, খেলতে যাও।

খোকন। যাব না, যাও। কেন তুমি আমার বাবার নিন্দে করলে। আমি বলবই বলব।

সুদর্শন। বেশ ত বাবা; আমি এখন সাতদিন কোথাও যাব না; তোমার সব নালিশ আমি বসে বসে শুনব। এখন যাও, তোমার জন্য কি সুন্দর গাড়ী এনেছি দেখে এস।

খোকন। কই বাবা কই গাড়ী? ও দাদু দেখবে এস।

দর্প। তুমি যাও ভাই, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

খোকন। তুমি মর। [প্রস্থান।

সুদর্শন। [পিতাকে প্রণাম করিলেন] এ কি বাবা? আপনাকে যে চেনাই যায় না। কি হয়েছে বাবা? অসুখ করেনি ত?

দর্প। ব্যস্ত হয়ো না সুদর্শন। অসুখ করেছিল বটে, কিন্তু তোমাদের ফেলে কি আমি এত সহজে মরতে পারি?

সুদর্শন। আমার দুর্ভাগ্য, অসুখের সময় আমি কোন সেবা করতে পারিনি।

দর্প। কিছু যায় আসে না রে বাবা। ও বৌমা সেবা করলেই তোমারও সেবা করা হলো। বুঝলে সুদর্শন, এমন লক্ষ্মী মেয়ে হয় না। তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি এমন স্ত্রী পেয়েছ।

মরালী। কেন বাবা আমায় অপরাধী কচ্ছেন? [সুদর্শনের পদধূলি গ্রহণ]

দর্প। কে যে অপরাধী, কে জানে? হয়ত স্বয়ং জগদম্বাই ছলনা করে তোমার পায়ের ধূলো নিচ্ছে সুদর্শন।

সুদর্শন। [কৃত্রিম গাম্ভীর্যে] আমারও তাই মনে হয়।

মরালী। আঃ, কি পাগলামী কচ্ছ?

দর্প। যেতে দাও—যেতে দাও। কিন্তু তুমি এত দেরী করে এলে কেন বাবা? ছিলে কোথায় এতদিন?

সুদর্শন। কয়েকজন তাতার দস্যুকে বন্দী করতে গিয়ে আমি নিজে তাদের হাতে বন্দী হয়েছিলুম।

দর্প। সে কি!

মরালী। কি সর্বনাশ! কোন অনিষ্ট করেনি ত?

সুদর্শন। তারা আমায় সাতদিন পাতালপুরীতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চাবুক মেরেছে, এককণা খাদ্য দেয়নি, এক ফোঁটা জল দেয়নি। অষ্টম দিনে তারা আমায় জবাই করতে উদ্যত হয়েছিল।

মরালী। বল কি তুমি?

দর্প। ভগবান রক্ষা করেছেন।

সুদর্শন। ভগবান নয় বাবা, খোদা রক্ষা করেছেন। তাদের কাছে আমি জীবন ভিক্ষা পেয়েছি ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে।

মরালী। অ্যাঁ!

দর্প। কি বললে বৌমা? শুনতে ভুল করিনি ত?

সুদর্শন। ভুল নয় বাবা, আমি বাধ্য হয়ে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেছি।

মরালী। তুমি—তুমি ধর্ম ত্যাগ করে এসেছ! পিতৃপিতামহের সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে এসেছ তুমি! এ কি সত্য, না তুমি রহস্য কচ্ছ? বল—বল, দেখ বাবার পা কাঁপছে। অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে তুলেছি, এখনি বিপর্যয় ঘটবে। ছি-ছি এমন রহস্য কি করতে আছে?

সুদর্শন। রহস্য নয় মরালি। আমি কলমা পড়ে কোরান স্পর্শ করে গোমাংস ভক্ষণ করে—

দর্প। ওঃ—পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও!

মরালী। বাবা,—বসুন বাবা এই আসনে। কেন অমন কচ্ছেন। কি হয়েছে? আমি ত ধর্ম ত্যাগ করিনি। আমিই আপনার ছেলে।

দর্প। তাই সারাদিন কাক ডাকছে বৌমা। ওরা সব অমংগলের খবর রাখে। ওঃ—কত আশা, সবই কি ছাই হয়ে গেল? খেটে খেটে তোমার জগদ্ধাত্রীর মত রূপ মলিন হয়ে গেল, ভেবেছিলুম ছেলে বাড়ী এলে এবার একটা রাঁধুনি রাখতে বলব। কবে মরি ঠিক নেই, ভেবে রেখেছি—একটা রাঙা টুকটুকে নাতবৌ এনে দুজনকে পাশা-

পাশি বসিয়ে দেখে যাব। মেয়ের বাপকেও কথাও দেওয়া হয়েছে। সব শেষ—সব শেষ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দর্পনারায়ণ রায়ের ছেলে মুসলমান।

মরালী। বাবা!

সুদর্শন। কেন আপনি বিচলিত হচ্ছেন বাবা? ইসলাম-ধর্মও ধর্ম। আর আমি ত স্বেচ্ছায় এ ধর্ম গ্রহণ করিনি। প্রাণের দায়ে—

মরালী। প্রাণ কি তোমার এতই প্রিয়? ধর্মের চেয়ে কি তার মূল্য এতই বেশী?

সুদর্শন। সে অবস্থায় তুমি যদি পড়তে, তুমিও ধর্মের বিনিময়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে।

মরালী। যার মা-ভগ্নী বিধর্মীর স্পর্শ এড়ানোর জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে, তাকে এসেছ তুমি প্রাণের মূল্য বোঝাতে? ধিক তোমাকে। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে তোমার জন্ম, হিন্দুসমাজের মাথার মণি তোমার পিতা—সামান্য প্রাণের জন্য তুমি ধর্ম হারিয়ে এলে? তোমার ওই কলংকিত দেহের পরিবর্তে তোমার মৃত্যু সংবাদ যদি আমার কাছে আসত, তাতে ত এত দুঃখ হতো না।

দর্প। বৌমা, চুপ কর বৌমা। খোকনকে নিয়ে এস। এ বিধর্মীর ঘর, আমরা এখানে থাকব না মা।

সুদর্শন। বাবা, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনিও কি বলতে চান আমি অপরাধী?

দর্প। অপরাধী আমারই অদৃষ্ট, আর কেউ নয়। যদি ইসলাম ধর্মকে ভালবেসে তুমি গ্রহণ করতে সুদর্শন, আমার কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু—যাক যাক, বৌমা আমার পুঁথি কখানা আর নারায়ণের বিগ্রহ নিয়ে এস। আর কিছুই সংগে নিও না।

সুদর্শন। ঘর ছেড়ে চলে যাবেন! এই রুগ্ন শরীরে! আপনি কি বলছেন বাবা? থাকবেন কোথায়?

দর্প। গাছতলায়।

সুদর্শন। খাবেন কি তিনজনে?

মরালী। ছাই খাব। এতদিন তোমার যত অন্ন খেয়েছি, সব যে হজম করে ফেলেছি, নইলে যাবার সময় উগরে দিয়ে যেতুম। কপালে যখন ছাই দিয়েছ, তোমার রাজভোগ আর মুখেও তুলব না।

সুদর্শন। তোমার তিরস্কার আমার প্রাপ্য মরালি। যত পার আরও তিরস্কার কর। কিন্তু যাবার কথা মুখে এনো না। বাবা, আমার পিঠে কসে চাবুক মারুন। আমি আপনাকে যেতে দেব না। আপনি জানেন না, ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেছি বলে সম্রাট আলমগীর আমায় দেওয়ানের পদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। বাইরে আমি যাই হই, অন্তরে আমি হিন্দুই আছি। প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠলে দেওয়ানির সংগে প্রাণটাও যাবে।

খোকনের পুনঃ প্রবেশ।

খোকন। ও বাবা, আমি ভুলে গিয়েছিলুম—তোমায় ত প্রণাম করা হয়নি। [প্রণাম করিবার উপক্রম]

মরালী। সরে আয় হতভাগা। কাকে প্রণাম কচ্ছিস?

খোকন। কেন বাবাকে?

মরালী। তোর বাবা মরেছে।

সুদর্শন। ওঃ—মরালি, ছেলেটাকেও তুমি বিষিয়ে তুলছ?

দর্প। খোকন, আর আমাদের এ বাড়ীতে থাকতে নেই দাদু। এক মুহূর্তে পৃথিবীর রং বদলে গেছে, আশার সৌধ চূরমার হয়েছে,

এ বাড়ী আর আমাদের নয়, এর কোন কিছুতেই আর আমাদের অধিকার নেই। নারায়ণ শেষে এই করলে? একজন নিরুদ্দেশ, আর একজন বিধর্মী। দেহে শক্তি নেই, মৃত্যুর পদধ্বনি কানে ভেসে আসছে, তবু সংসারের জোয়াল আবার কাঁধে তুলে নিতে হবে। কারও দোষ নয়, কোন জন্মে কার ভরাডুবি করেছিলুম, তারই এই শাস্তি।

খোকন। দাদু, বাবার কি হয়েছে দাদু?

দর্প। জাত গেছে। সরে আয়। বৌমা, খোকনকে নিয়ে পালিয়ে এস। সাধুর কথা সত্যি। এ রাহু, তোমার সোনার চাঁদকে গ্রাস করবে। এ তারই সূচনা।

খোকন। হ্যাঁ বাবা, সত্যি তোমার জাত গেছে? কই দেখছি না ত। আগেও তুমি যা ছিলে, এখনও তাই, তবে কিসে জাত গেল?

সুদর্শন। তোমার দাদুকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর। বাবা—

দর্প। থাক বাপু। চল মা। শাস্ত্রানুসারে ধর্মত্যাগী মৃত। কুশ পুত্তলিকা দাহ করতে হবে, শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে হবে। আমি ত নিঃস্ব, পুত্রের মৃতদেহ সৎকারের অর্থও আমার নেই। ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। চল, চল—

সুদর্শন। আমি জীবিত থাকতে আপনি ভিক্ষা করবেন?

দর্প। কে বলে তুমি জীবিত? তুমি সুদর্শনের প্রেতাত্মা।

সুদর্শন। বাবা, এতই যদি আমি অস্পৃশ্য হয়ে থাকি, আমি আপনাদের ছায়াও স্পর্শ করব না। মরালি, তোমরা সমস্ত বাড়ী অধিকার করে থাক, আমি এসে বাইরের ঘরে পড়ে থাকব।

মরালী। বিধর্মীর সংগে এক বাড়ীতে আমরা থাকব না।

সুদর্শন। তোমার ত কুকুর আছে। সে তো তোমার স্বধর্মী নয়। সে যদি থাকতে পারে আমি কেন পারব না?

মরালী। ধর্মত্যাগী কুকুরের চেয়েও অধম।

সুদর্শন। এ দর্প থাকবে না ব্রাহ্মণকন্যা। আজ তুমি আমাকে বিনা দোষে ত্যাগ করে যাচ্ছ, আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করে হয়ত দুচারদিন বৈধব্য আচরণও করতে পার। কিন্তু একদিন এ ধর্মত্যাগীর পায়ে তোমায় মাথা নোয়াতেই হবে।

মরালী। আকাশে সেদিন সূর্য উঠবে না। [খোকনের হাত ধরিয়া আকর্ষণ] চলুন বাবা।

খোকন। কোথায় যাব মা?

দর্প। গাছতলায়।

খোকন। এ বাড়ীতে আর থাকতে পারব না? আমার ফুল-গাছে ফুল ফুটেছে, কুকুরের তিনটে বাচ্চা হয়েছে, উঠোনে কি সুন্দর খেলাঘর বানিয়েছি—এ সবই ফেলে যাব? বাবা আমায় যেতে দিও না। [পিতার দিকে অগ্রসর]

সুদর্শন। খোকন! [অগ্রসর হইলেন]

দর্প। [মাঝখানে দাঁড়াইয়া] থাক—থাক।

সুদর্শন। বাবা, দোহাই আপনার—[পদধারণের উদ্যোগ]

দর্প। [পিছাইয়া গেলেন] থাক বাবা, আমি অমনি আশীর্বাদ কচ্ছি, যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, সে ধর্ম যেন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পার। নারায়ণ—নারায়ণ—

[প্রস্থান।

খোকন। মা, তুমিও কাঁদছ, বাবাও কাঁদছে। তবু গোলমাল

মিটছে না? বাবাকে ক্ষমা কর মা। বাবা বড় ভাল, একদিন ভুলে দুষ্টুমি করেছে, আর করবে না।

[মরালী খোকনকে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করতে লাগিল ; খোকন পিতার দিকে যাইবার জন্য ছাড়া পাইতে চায় ; সুদর্শন একবার আগাইয়া আসেন, আবার সরিয়া যায়]

সুদর্শন। যাও বাবা, মায়ের অবাধ্য হয়ো না ; মাকে কখনো ত্যাগ করো না।

খোকন। তোমায় কে দেখবে বাবা?

সুদর্শন। যিনি অনাথের নাথ, যাঁর দয়ায় মরেও আমি মরিনি, তিনিই আমায় দেখবেন বাবা? তুমি যাও, তুমি যাও। আমি রাহু,—আমার কাছ থেকে যত দূরে পাব, চলে যাও।

খোকন।—

গীত

হে অনাথের নাথ!
লক্ষ নয়ন রাখিও জ্বালায়ে এ ভবনে দিনরাত।
কেহ নাই যার, তুমি হয়ো তার জীবনে মরণে সাথী,
দুর্গম পথে চলিতে দয়াল, তুমিই ধরিও বাতি ;
তুমি ঈশা, তুমি খোদা, নারায়ণ,
দীন দুনিয়ার তুমিই শরণ,
পাতকী বলিয়া যেও না দলিয়া, করো না অশনিপাত।

[মরালী খোকনকে টানিয়া লইয়া গেল।

সুদর্শন। খোকন! খোকন!

খোকন। [নেপথ্যে] বাবা!

সুদর্শন। কি আমার অপরাধ? হে অন্তর্যামি, আমার অন্তরের কথা সবই ত তুমি জান? বাইরের অনুষ্ঠানটাই এত বড় হলো, অন্তরের ভাষা কেউ বুঝল না। জন্মদাতা পিতা,—তাঁর কাছেও আমি অস্পৃশ্য! বারো বছর ধরে নিজের সত্তা আমার মধ্যে যে হারিয়ে ফেলেছিল, এক মুহূর্তের ব্যবধানে সেও আমায় ত্যাগ করে চলে গেল? এই হিন্দুধর্ম? শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান? ছি-ছি-ছি!

জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। তুমিই সুদর্শন রায়?

সুদর্শন। কে সুদর্শন? আমি সুদর্শন নই।

জ্ঞানদাস। তুমি দর্পনারায়ণ রায়ের ছেলে নও?

সুদর্শন। না—না, কেন বিরক্ত কচ্ছ? যাও, বেরিয়ে যাও। দাঁড়িয়ে রইলে যে? শুনতে পাওনি? আমি সুদর্শন নই। আমি মুর্শিদকুলি খাঁ।

জ্ঞানদাস। ধর্মত্যাগ করলেই কি জন্মটা ধুয়ে-মুছে যায়?

সুদর্শন। কি বলতে এসেছ, বলে বিদায় হও।

জ্ঞানদাস। শীগগির এস বাবা, তোমার বাবা রাস্তায় পড়ে আছেন।

সুদর্শন। কেন? কেন?

জ্ঞানদাস। বোধহয় মরেই গেছেন। লোকের ভীড়ে ভাল বুঝতে পারলুম না। আহা, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, মুখে একটু জলই বা কে দেয়? এস বাবা, শীগগির এস।

[প্রস্থান।

সুদর্শন। বাবা, বাবা,—[দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ ; ফিরিয়া] না, গিয়ে

বা কি করব? আমায় ত স্পর্শ করতে দেবে না। আমি বেঁচে থেকেও মৃত। আমার ছেলে আমার শ্রাদ্ধ করবে; আমি দেখব, নিজের শ্রাদ্ধ নিজের চোখে দেখব, নিজের চোখে স্ত্রীকে বিধবার সাজে দেখে চোখ জুড়োব। এত ভাগ্য কার? নারায়ণ, রসাতলে যাও; মন্দির, ধ্বংস হও; তেত্রিশ কোটি দেবতা, ভারত ছাড়; মুর্শিদকুলি খাঁ আসছে।

[প্রস্থান।

—পঁচিশ বছর পরে-

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

নারায়ণগড়—রাজপ্রাসাদ

রায় বজ্রনারায়ণ ও বারুণীর প্রবেশ।

বারুণী। তারপর কি করলে?

বজ্র। এতবড় শোক দাদুর সহ্য হলো না; বাবা ছুটে এলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছেলের দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না। আমি মুখে একটু জল দিলুম; মা নারায়ণের নাম করতে লাগলেন। সেই নাম শুনতে শুনতে দর্পনারায়ণ রায় পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। পুত্র যাঁর সম্রাটের দেওয়ান, তাঁর মৃত্যু হলো প্রকাশ্য রাজপথে।

বারুণী। আহা!

বজ্র। তারপর একই চিতায় দাদুর মৃতদেহ আর পিতার কুশ-পুত্তলিকা দাহ করে সেই যে মার সংগে চলে এসেছি,—আজ পঁচিশ বছর আর সেখানে যাইনি।

বারুণী। আর কখনও তোমার পিতাকে তুমি দেখনি?

বজ্র। না বারুণী। মা আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন, কখনও তাঁর সন্ধান যেন আমি না করি। আমারও আর কোন কৌতূহল নেই। নিজের হাতে যাঁর শ্রাদ্ধ করেছি, আমার কাছে তিনি মৃত।

বারুণী। ধর্মত্যাগ করে কি নাম হয়েছিল তাঁর?

বজ্র। আমরা কেউ তা জিজ্ঞাসা করিনি। হয়ত এতদিন তিনি আর জীবিত নেই।

বারুণী। এ তোমাদের বড় অন্যায়। তাঁর ত কোন অপরাধ ছিল না। বাধ্য হয়েই তিনি ধর্মত্যাগের ভান করেছিলেন। তোমরা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়েও কি ঘরে তুলতে পারতে না?

বজ্র। প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু হিন্দু সমাজের বড় কঠোর অনুশাসন বারুণী। একবার ধর্মভ্রষ্ট হলে আর ফিরে আসবার উপায় নেই।

বারুণী। অন্যায়, ঘোর অন্যায়।

বজ্র। সহস্রবার। ধর্মান্ধ সমাজপতিরা বুঝতে পাচ্ছে না, তাদের এ গোঁড়ামির জন্য দেশের বুকে ধ্বংসের কি মহাপ্লাবন নেমে আসছে। সম্রাট আলমগীর আমাদের এ দুর্বলতার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেছেন। নানা কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পর হয়ে গেল। সমাজ আর তাদের ফিরিয়ে নিলে না।

বারুণী। এই নিষ্ঠুরতাই একদিন দেশের সর্বনাশ করবে। ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুরা এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করবে না।

বজ্র। সেদিন এসেছে বারুণী। ধর্মত্যাগী হিন্দুরাই বেশী মন্দির ভাঙছে, দেবতার বিগ্রহ তারাই বেশী চূর্ণ কচ্ছে।

বারুণী। নইলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বেছে বেছে ব্রাহ্মণ জমিদার-দের উপর এত অত্যাচার করবেন কেন? নিজে তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান কিনা।

বজ্র। হ্যাঁ, তাই।

বারুণী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে—

বজ্র। অথচ হিন্দুর এতবড় শত্রু বাংলায় আর নেই। শোন

বারুণি, আমি যদি আর দশ বছর বেঁচে থাকি, অন্তত দশ হাজার ধর্মত্যাগী হিন্দুকে সমাজে ফিরিয়ে আনব।

বারুণী। চুপ কর, মা শুনলে অনর্থ হবে।

বজ্র। মাকে তুমি চেন না বারুণী। মা আমার বাইরে যত কঠিন, অন্তরের তত কোমল। কিন্তু তুমি অত দেরী কচ্ছ কেন? নারায়ণ পূজোর ভোগ সাজাবে না? মা যে এবার তোমারই উপর ভার দিয়েছেন, সে কথা কি ভুলে গেছ?

বারুণী। তুমি বলছ, আমি যাব ঠাকুরের ভোগ সাজাতে?

বজ্র। কি আশ্চর্য, অনেক আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল।

বারুণী। হ্যাঁ গা, স্ত্রীর আর এক নাম না সহধর্মিনী? তবে?

বজ্র। তবে কি?

বারুণী। স্বামীর যে ধর্ম, স্ত্রীরও ত তাই। স্ত্রীর নিশ্চয়ই পৃথক সত্তা নেই।

বজ্র। নেই বলেই তার নাম অর্ধাংগিনী। কিন্তু এমন সময় একথা তোমার মনে উঠল কেন?

বারুণী। বেশ করবে উঠবে, আমার খুশী। [স্বামীকে প্রণাম]

বজ্র। হলো কি তোমার? যখন তখন প্রণাম কর কেন?

বারুণী। সেও আমার খুশী।

বজ্র। স্ত্রীজাতির মন—দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ। যাও, খুশী মনে ঠাকুরের ভোগ সাজাওগে।

বারুণী। তুমিই আমার ঠাকুর, তুমিই আমার—

বজ্র। কুকুর।

বারুণী। মারব এক—

সহসা খঞ্জন মিশ্রের প্রবেশ।

বারুণী। [জিভে কামড় দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

খঞ্জন। সর্বনাশ হয়েছে রাজা!

বজ্র। কি ঠাকুরমশায়?

খঞ্জন। এ প্রতিমার পূজো হতে পারে না।

বজ্র। কেন?

খঞ্জন। এক ফকির মন্দিরে প্রবেশ করে—

বজ্র। ঠাকুরের জাত মেরে দিয়েছে? ছত্রিশ জাতি মন্দিরে প্রবেশ করলে দোষ নেই,—ফকির প্রবেশ করলেই ঠাকুরের জাত যাবে?

খঞ্জন। আরে বাবা, কথাটাই আগে শোন।

বজ্র। কি শুনব আর? আমি ত আপনাকে বহুবার বলেছি, আমাদের দেবতার জাত নেই। যে কোন জাতি ইচ্ছা করলে দেব মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। যান, আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

খঞ্জন। না শোন, আমিও বাড়ী চললুম। যাকে দিয়ে পার পূজো করাওগে যাও। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বারুণী। বাবাঠাকুর—

খঞ্জন। কথাটা শুনেছ? আমায় হাভাতে পূজারি বামুন পেয়েছে! খঞ্জন মিশ্রকে চোখ রাঙিয়ে কথা কয়। সোনার কলসী আর রূপোর ছাতা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে? দূর—দূর—

বারুণী। কি হয়েছে বাবাঠাকুর? কথাটা বুঝিয়ে বলুন।

খঞ্জন। বলব আমার মাথা! এক ব্যাটা ফকির মন্দিরে ঢুকে লাঠির খোঁচা দিয়ে ঠাকুরের একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে।

বজ্র ও বারুণী। কী ?

খঞ্জন। বলে,—এত পয়সা খরচ করে ভূত পুজো কচ্ছ কেন ? তোমাদের ঠাকুরের যদি প্রাণ থাকে, করুক দেখি আমার কি করতে পারে। এই কথা বলেই অকস্মাৎ ঠাকুরের ডান চোখটার ওপর সজোরে লাঠিটা বিঁধিয়ে দিলে।

বজ্র। আপনারা কি সব মরেছিলেন ?

খঞ্জন। মরব কেন ? দাঁড়িয়েই ত ছিলুম। ব্যাটা ফকির কি কিছু বুঝতে দিলে ? তাহলে কি আর তাকে অত কাছে এগুতে দিই ?

বারুণী। ফকির এখনো বেঁচে আছে ?

খঞ্জন। না থাকবে কেন ? মর্দান খাঁ ধরে আছে ত ধরেই আছে ! এত করে বললুম, মার না দু ঘা। কে কার কথা শোনে ? লোকটার গাময় দাদ, নইলে আমিই মাথায় খড়মের বাড়ি মারতুম।

বজ্র। একটা ফকিরের এত স্পর্ধা ! এরা ভেবেছে কি ? দেশটা কি শুধু মুসলমানেরই, হিন্দুর কি এতে কোন দাবি নেই ? নবাব-বাদশা মুসলমান বলে এরা যা খুশী করবে, আর আমরা তাই মুখ বুজে সহ্য করব ? এদের খেয়ালখুশীর জন্য হিন্দুরা মন্দির গড়বে না, উৎসবানুষ্ঠানে বাজনা বাজবে না, পিতৃ-পিতামহের আচার অনুষ্ঠান সব বিসর্জন দিতে হবে ? আমি এই ফকিরকে চরম শিক্ষা দেব। কে আছ ? আমার বন্দুক, আমার বর্শা—চতুর্মুখ, মকর সিং, মর্দান খাঁ,—[প্রস্থানোদ্যোগ]

বারুণী। দাঁড়াও। ঠাকুর মশায়, আপনি গিয়ে মর্দান খাঁকে বলুন—ফকিরকে যেন এখানে নিয়ে আসে।

খঞ্জন। ওই যে ফকির নিজেই আসছে। বুকের পাটা দেখেছ ?

ব্যাটাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পষে মার। ঠাকুরের এত বড় অসম্মান করেও সে যদি শাস্তি না পায়, আমি তোমাদের অভিশাপ দেব। চেহারাটা দেখছ? আমি জোর করে বলতে পারি, ওর সাতপুরুষে কেউ ফকির ছিল না।

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। রাজা কই? রাজা?

খঞ্জন। ইনিই রাজা বজ্রনারায়ণ। চোখ নেই তোমার? কাণা?

ফকির। বেয়াদবি করো না ঠাকুর। রাজা বজ্রনারায়ণ, তোমার প্রহরীদের সামলাও। তারা আমায় বাইরে যেতে দিচ্ছে না। বলে, আমার বিচার হবে।

বারুণী। তুমি সংসারত্যাগী ফকির?

ফকির। দেখতেই ত পাচ্ছ।

বারুণী। তোমার ধর্মকে তুমি ভালবাস?

ফকির। বাসি না ত কি?

বারুণী। তোমার ধর্ম কি বলে দিয়েছে অপর ধর্মের মাথায় পা তুলে দিতে?

ফকির। অপর ধর্ম আবার কি? ধর্ম কটাই, সে ইসলাম ধর্ম।

খঞ্জন। আর মানুষ একই শ্রেণীর, নাম তার মুসলমান।

ফকির। শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

বারুণী। কোন শাস্ত্রে ফকির সাহেব? শাস্ত্র পড়েছ তুমি? দেখাতে পার, কোন পবিত্র গ্রন্থে মানুষ বলতে শুধু মুসলমানকে বুঝিয়েছে?

ফকির। কাফেরের সংগে যে শাস্ত্রালোচনা করে, আমাদের শেষ নবী হজরত মহম্মদ—

বজ্র। থাম ভণ্ড ফকির। নবীর পবিত্র নাম তুমি আর উচ্চারণ করো না। এখন আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, শুধু তারই উত্তর দাও। বল—কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কি উদ্দেশ্য তোমার?

খঞ্জন। কেন তুমি মন্দিরে ঢুকেছিলে ব্যাটা?

ফকির। আমি ফকির, এসেছিলুম মেলা দেখতে; তোমাদের পূজো দেখতে। দলে দলে লোক আসছিল, আমিও তামাসা দেখতে এলুম।

বারুণী। আমাদের ঠাকুরপূজো তোমার কাছে তামাসা?

ফকির। এর চেয়ে তামাসা আর কি হতে পারে?

বজ্র। আমার ঘরে আমি তামাসাই যদি করি, তোমার তাতে কি যায় আসে?

ফকির। কিচ্ছু না। খুব ঘটা করে তামাসা কর। প্রজাদের রক্তশোষণ করে হাজার হাজার টাকা রাজকোষে জমিয়েছ ত এই জন্যেই। সরাপের নদী বইয়ে দাও, বাঈজী এনে নাচাও, বামুন ব্যাটাদের সোনার পৈতে গড়িয়ে দাও।

খঞ্জন। একশোবার দেবে। তোমার বাবার পয়সা খরচ হচ্ছে ব্যাটা?

ফকির। তবে রে বেয়াদব, বাপ তুলে কথা? [লাঠি উঠাইয়া খঞ্জনকে প্রহারোদ্যোগ]

বজ্র। [লাঠি কাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন] বল ভণ্ড ফকির, কেন তুমি আমার ঠাকুরের চোখ বিদ্ধ করেছ?

ফকির। পরখ করে দেখলুম, যাকে তোমরা দেবতা বলে এত ঘটা করে পূজো কচ্ছ তার প্রাণ আছে কিনা।

বারুণী। প্রাণ থাক কি না থাক, তা পরখ করার অধিকার কে দিয়েছে তোমায়?

ফকির। জ্ঞানী লোকেরাই অজ্ঞানকে বোঝাবে, তার আবার অধিকার কি। তোমরা কাফেরের দল—চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে ত বুঝবে না। খড়মাটির পুতুল—তার মধ্যে নাকি মালিক আছে!

বজ্র। নিশ্চয়ই আছে।

ফকির। আছে ত নেমে আসুক না আমার সামনে।

খঞ্জন। প্রয়োজন হলেই আসবেন। নিস্তার নেই ফকির। যা করেছ তুমি,—এর শাস্তি যদি তুমি না পাও আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নই, আমার ঠাকুর মিথ্যা, আমার সনাতন ধর্ম শুধু ধর্মের ছলনা।

[প্রস্থান।

ফকির। আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি প্রহরীদের সংযত করবে কি না?

বজ্র। আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কি তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

ফকির। শাস্তি! মুসলমানের রাজত্বে ফকিরের শাস্তি!

বারুণী। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুরা ত বানের জলে ভেসে আসেনি ফকির। আগুনে হাত দিলে বাদশারও হাত পোড়ে, ফকিরও বাদ যায় না।

ফকির। কাফেরের বুদ্ধিই এই রকম।

বজ্র। মর্দান খাঁ,—

মর্দান খাঁর প্রবেশ।

মর্দান। মেহেরবান!

বজ্র। যে হাতে এই ভণ্ড ফকির আমার দেবতার অপমান করেছে, এর সেই হাতখানা সমূলে ছেদন কর।

মর্দান। আহ ফকিরের পো!

ফকির। কি? আমি একে ফকির, তার উপর বাদশার জাত, আমার সংগে এই ব্যবহার!

বজ্র। স্বয়ং বাদশা যদি আমার ঘরে এসে আমার দেবতাকে অপমান করতেন, তাঁরও এই শাস্তি হতো।

মর্দান। আমি রাজা অইলে তোর ক্যাল্লাডা এতক্ষণ মাডিতে গরাগরি যাইত। হালা তুমি মোছলমান! মোছলমানের জাইত মারছ তুমি। আমি তোমার মাথায়—

ফকির। থাম বেয়াদব! মুসলমান হয়ে তুই মুসলমানের অপমান করিস? ওরে হিন্দুর পা-চাটা কুত্তা,—

মর্দান। ওরে ব্যাটা ভূপেয়ে জানোয়ার, আয়—তোরে দেহাইয়া দিই মোছলমান কার নাম।

মরালীর প্রবেশ।

মরালী। দাঁড়াও। বজ্রনারায়ণ।

বজ্র। কেন মা?

মরালী। গুরুপাপে লঘুদণ্ডই দিতে হবে বাবা।

বারুণী। কেন মা? নবাবের ভয়ে? ভয় করে ত হিন্দুসমাজ অনেক পিছু হটে এসেছে মা। আরও পিছু হটলে পাতালে নেমে যেতে হবে যে।

মরালী। ভয়ে নয় মা, ভয়ে নয়। অহিংসার দেবতা যিনি, তাঁকে উপলক্ষ করে জীবরক্তপাত করো না রাজা। ফকির যা-ই করে থাক, সংসারত্যাগী পুরুষ। তাকে আর যে শাস্তিই দাও, তার অংগচ্ছেদন করো না পুত্র।

মর্দান। তুমি কও কি মা-ঠান? এ ব্যাভার শাস্তি যদি না হয়, হ্যাশে বাস করতে পারবা? আইজ মারছে ঠাকুররে, কাইল মারব তোমারে। কথাডা বোঝ?

মরালী। তুই থাম মর্দান। রাজা, অংগহীন প্রতিমার পূজো হবে না। প্রতিমা নদীতে ফেলে দাও।

বজ্র। কে ফেলবে মা? পূজো না হলে কেউ ঠাকুর বিসর্জন দেবে না।

ফকির। কি তোমরা একশোবার ঠাকুর ঠাকুর কর? ও ত শুধু খড় আর মাটি।

মরালী। তুমি ঠিক জান, এ শুধু খড়মাটি?

ফকির। নিশ্চয় জানি।

মরালী। এর মধ্যে খোদাও নেই, ভগবানও নেই?

ফকির। না—না, নেই। ও ভূত।

মরালী। মর্দান খাঁ,—

মর্দান। কও না ক্যান্, মাথাডা ছিরি!

মরালী। ফকিরের কাঁধে ভূত তুলে দাও, নদীতে ফেলে দিয়ে আসবে।

ফকির। কি? আমি ফেলব তোমাদের মড়া?

মরালী। মড়া ত সে ছিল না। তুমি মেরেই ত তাকে মড়া করেছ ফকির! তোমারই জন্য ঠাকুর ভূত হয়ে গেল। প্রাণ পেলে

না, বর দিলে না, দুচোখের করুণাধারায় আমাদের অবগাহন করতে দিলে না। অবগাহন করলে তুমি, বিসর্জনও তুমিই দিয়ে এস।

ফকির। আমি এ অপমান সইব না বলে দিচ্ছি।

মর্দান। কোন ছাতা করবি তু কি ক্ষ্যামতা আছে তোর? পরতি শক্ত মাইনসের পাল্লায়, বুঝতে পারতি কত ধানের কত চাউল। আয়, ভূত নিবি আয়।

ফকির। এখনও সাবধান কচ্ছি রাজা। আমি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে নালিশ করব। তোমাদের ভিটেয় আমি ঘুঘু চরাব. তবে আমার নাম জালাল ফকির।

মর্দান। তুই জালাল ফকি না, জালাল কুকুর।

[ফকিরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

বজ্র। এতবড় অপরাধের এইমাত্র দণ্ড হলো মা?

মরালী। কি করবে বাবা? এ ত রামরাজত্ব নয়। এইটুকুর জন্যই হয়ত নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কৈফিয়ৎ তলব করবেন।

বজ্র। তলব করেন, আমি তার উত্তর দেব অস্ত্র দিয়ে। বাঁচতে যদি হয়, বাঁচার মত বাঁচব ;· নইলে জগতটাকে একটা নাড়া দিয়ে মহোৎসবে মরব। বাঁচামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মত পলে পলে বিভীষিকা আর দেখব না।

[প্রস্থান।

বারুণী। জান মা? এই হিন্দুদ্বেষী নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ আগে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মরালী। তাই নাকি? তুমি কি করে জানলে?

বারুণী। আমার বাপের বাড়ীর একজন লোক নবাব-সরকারে চাকরি করতেন, তাঁর কাছেই শুনেছিলুম।

মরালী। তোমার বাপের বাড়ীর কি কেউ বেঁচে নেই? সবাই ডাকাতের হাতে প্রাণ দিলে, তুমি বেঁচে রইলে কেমন করে?

বারুণী। বিধাতার বিধান মা। তিনিই আমায় বাঁচিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সংগে আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তুমি যে আমায় এত সহজে ঘরে নেবে, আমি তা আশা করিনি।

মরালী। আমার পরলোকগত শ্বশুর যে তোমায় পাঁচ বছর বয়সে বাগদান করে গেছেন; মৃতের কথা কি আমি অমান্য করতে পারি? কত তোমায় খুঁজেছি মা, কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। তারপর একদিন অকস্মাৎ তোমায় দেখলুম কাশীতে কাঙালের বেশে। চিনতে একটুও দেরী হলো না। বুকে করে ঘরে নিয়ে এলুম। সে আজ দশ বছর।

বারুণী। হাঁ মা, আমার শ্বশুর—তুমি জান মা, তিনি বেঁচে নেই?

মরালী। জানবার উপায় নেই, প্রবৃত্তিও নেই। আমাদের কাছে তিনি মৃত।

বারুণী। মুসলমান হয়ে কি নাম নিয়েছিলেন তিনি, তাও তোমরা জান না?

মরালী। না। যে আমাদের কেউ নয়, তার নাম জানার কৌতূহল আমাদের নেই।

কীর্তিনারায়ণের প্রবেশ।

কীর্তি। ঠাকুরমা, শীগগির এস।

মরালী। কি সংবাদ দূত?

কীর্তি। সংবাদ বড় খারাপ। মর্দান খাঁর হাত থেকে ফকিরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

বারুণী। কে ছিনিয়ে নিলে রে?

কীর্তি। ওপার থেকে চাষীরা এসে নিয়ে গেল।

বারুণী। এঃ—এতবড় অপরাধ করে পালিয়ে গেল?

মরালী। যেতে দাও মা, যেতে দাও। ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে সে শাস্তি পায়। তোর বাবা পিছে পিছে ছুটে যায়নি ত?

কীর্তি। বাবা তো গেছেই, আমিও যাচ্ছি।

মরালী। থাম—থাম। 'আমিও যাচ্ছি'—কত বড় বীর পুরুষ। হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়।

কীর্তি। তুমি এসব রাজনীতির মধ্যে কেন আস বল ত? এসব গভীর জিনিস কি বুঝবে তুমি?

মরালী। মিনসের কথা শুনছ বৌমা? রাজনীতির কথা আমি বুঝব না, উনি বুঝবেন।

কীর্তি। বুঝবই ত। আমি হচ্ছি রাজার ছেলে, আর তুমি পূজুরী বামুনের মেয়ে। অতএব—

গীত

তোমাতে আমাতে বহু ব্যবধান শোন গো প্রাণের রাই,
আমার কপালে রসকলি আঁকা, তোমার কপালে ছাই।

বারুণী। চুপ কর হতভাগা ছেলে।

[প্রহারোদ্যোগ; মরালীর বাধা দান]

কীর্তি।—

পূর্ব গীতাংশ

ক্ষীর ননী খেয়ে দিনে দিনে মোর বাড়িছে উদরে ভুঁড়ি,
তুমি খেয়ে মর কুটিনার গাল,—হতভাগি মুখপুড়ি,

মরালী। তাই বটে।

কীর্তি।—

পূর্ব গীতাংশ

চাঁদের জোছনা আমি গো,
(তুমি) অমাবস্যার মাসী গো,
(আমি) বাঁশরী বাজাই কদমের তলে, তুমি বসে তোল হাই।

মরালী। এ গান কার কাছে শিখেছ?

কীর্তি। আমি আবার কার কাছে শিখব? আমার কাছেই গাঁয়ের ছেলেরা শিখতে আসে। আরও কত গান আমি লিখেছি দেখবে?

মরালী। চল দেখি, সব গান আমি শুনব।

কীর্তি। এস। ও হরি—তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখবে? সেটি হবে না। এই আমি চললুম।

বারুণী। যেতে হবে না, ফেরো।

কীর্তি। বাহরে, দোষ করে অমনি পালিয়ে যাবে?

মরালী। তাই কি যেতে পারে পাগল? একজন সহস্র চক্ষু মেলে চেয়ে আছেন। ভয় কি তোমাদের? পাপীর শাস্তি ভগবান নিশ্চয়ই দেবেন।

কীর্তি। ভগবানের বাবার নিকুচি করেছে।

[পলায়ন।

মরালী। ধর বৌমা, ধর। আমি বজ্রনারায়ণকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা কচ্ছি। বুঝতে পাচ্ছি এ অন্যায়। কিন্তু কি করব? মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বে ন্যায়ধর্মের চেয়ে অনেক বড় ইসলাম ধর্ম।

[প্রস্থান।

বারুণী। হে হিন্দুর ভগবান, হে মুসলমানের আল্লা, তোমরা কি কখনো মিলিত হবে না? তুজনের মিলিত শক্তি দিয়ে তোমরা কি পার না একটা মানুষের জাতি গড়ে তুলতে? হিন্দু নয়, মুসলমান নয়,—মানুষ, শুধু মানুষ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

ফরিদ। মানুষ, শুধু মানুষ চাই; হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, ক্রেস্তান নয়, ইহুদি নয়, তুনিয়া শুধু মানুষে মানুষে ভরিয়ে দাও। হে খোদা, হে ভগবান, হে গড, হে জিহোভা, সবাই মিলে এমন গোটাকতক মানুষ সৃষ্টি কর, যার দাড়িও থাকবে না, টিকিও থাকবে না, থাকবে শুধু দরদভরা প্রাণ।

দৌলতের প্রবেশ।

দৌলত। হ্যাঁগা, নমাজ পড়তে গেলে না?

ফরিদ। তুমি পড়েছ ত?

দৌলত। পড়েছি বইকি। জুম্মা নমাজ পড়ব না? এইত পড়ে আসছি।

ফরিদ। ব্যস, ব্যস; তাহলেই হলো। রোজ রোজ নমাজ পড়তে

ভালও লাগে না, আর স্বাস্থ্যেও কুলোয় না। দুজনের একসংগে নমাজ পড়ার দরকারই বা কি। একদিন তুমি পড়বে, একদিন আমি পড়ব।

দৌলত। এ তুমি বলছ কি? আমি পড়লেই তোমার কাজ হবে।

ফরিদ। না হলে অর্ধাংগিনী বলেছে কেন?

দৌলত। আশ্চর্য! এমন কথা তো কখনো শুনিনি।

ফরিদ। এইবার তবে শোন। তুমি যখন পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ছ, তখন বেহেস্তে ত যাবেই, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখছি। যাবার সময় আমাকে অবশ্যই ল্যাজে বেঁধে নিয়ে যাবে, কারণ আবহমানকাল থেকে সতী-সাধ্বীরা এইভাবেই পতিকে বেহেস্তে নিয়ে যাচ্ছে।

দৌলত। এত রহস্য আমি ভালবাসি না। ছি-ছি-ছি, তুমি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পুত্র হয়ে জুম্মা নমাজও পড়লে না! এত পাপ কি খোদা সহ্য করবেন?

ফরিদ। এ রকম পাপ ছেলেবেলা থেকেই আমি কচ্ছি দৌলত। পিতার ভয়ে বাধ্য হয়ে ওঠাবসা করেছি সত্য, কিন্তু মনে মনে কখনও খোদাকে ডেকেছি, কখনও বলেছি—হরেকৃষ্ণ হরি বল, রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ বল; কখনও বা ভেবেছি—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীচাপা পড়ে সেই। তবু ত খোদাতালা আমার মাথায় বাজ হানেননি দৌলত।

দৌলত। তুমি তাহলে কাফের।

ফরিদ। তা হবে।

দৌলত। জাঁহাপনা জানেন যে তুমি রীতিমত নমাজ পড় না?

ফরিদ। না। এই প্রথম তোমাকেই বললুম।

দৌলত। ফেরো শাহজাদা, এখনও সময় আছে। যদি জীবনে শান্তি পেতে চাও, পরলোকে বেহেস্তে যেতে চাও, যদি সংসারের মানুষ বলে পরিচয় দেবার আকাঙ্খা থাকে, তাহলে আজ থেকেই সেই নিরাকার দীন দুনিয়ার মালিকের শরণাপন্ন হও।

ফরিদ। তাঁকে না ডেকেও নিরাপদে যখন এতবড় হয়েছি, তখন শুধু শুধু কেন আর কষ্ট করা? বোঝাই ত যাচ্ছে, ধর্মটা ওসব ডাকাডাকির মধ্যে নেই।

দৌলত। তুমি যে আমায় অবাক করলে গো! নমাজ না পড়ে গা ঘিন ঘিন করে না তোমার?

ফরিদ। কই না; বরং বেশ আনন্দ লাগে।

দৌলত। হা আল্লা,—এই কাফের আমার খসম! [কপালে করাঘাত]

ফরিদ। হাঁ-হাঁ-হাঁ, কর কি? দোষ 'আমার', কপালটাকে ভাঙছ কেন?

দৌলত। ছি-ছি-ছি, বাদশার বংশের মেয়ে আমি, একটা কাফেরের সংগে আমার সাদি হলো? এ মুখ আমি লোকসমাজে দেখাব কি করে?

ফরিদ। না দেখালে ত চলবে না। সমাজের লোকগুলো যে তোমার মুখ দেখবার জন্যে হাহাকার করে মচ্ছে।

দৌলত। কি, আমি কালো বলে তুমি আমায় ঠাট্টা কচ্ছ।

ফরিদ। ছি, তা কি পারি? তুমি বাদশার বংশের মেয়ে, তোমাকে কি আমি ঠাট্টা করতে পারি? একটা ত প্রাণের ভয় আছে!

দৌলত। থাম।

ফরিদ। রাগ করো না দৌলত। তুমি রাগ করলে আমার যাবে মাথা, পিতার যাবে নবাবী, আর সবার সব ক্রোধ গিয়ে পড়বে অভাগা হিন্দুগুলোর ওপর।

দৌলত। খবরদার, হিন্দুর নাম আমার কাছে করবে না। হিন্দুরা উচ্ছন্নে যাক।

ফরিদ। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। খোদার মেহেরবানিতে আমার বাপজান আর কিছুদিন টিকে গেলে অন্ততঃ বাংলাদেশে হিন্দুর 'হ'ও আর থাকবে না। তুমি ভেব না দৌলত। খসম তুমি ভাল পাওনি বটে, কিন্তু যা শ্বশুর পেয়েছ,—তোফা।

নর্তকীগণের প্রবেশ।

ফরিদ। এই যে তোমরা এসেছ। সেদিন যে গানটা গাইছিলে, সেই গানটা গাও দেখি।

নর্তকীগণ।—

গীত

যমুনা-পুলিনে বাজিছে বাঁশরী, কদমে চলিছে রাই,
চলিছে বৃন্দা বিশাখা ললিতা, কোন দিকে হুঁস নাই।
খুলেছে কবরী, লুটায় বসন,
কণ্টকে ক্ষত কমল চরণ,
পিছনে হাঁকিছে জটিলা কুটিলা, "ওলো, তোর মুখে ছাই।"
প্রেমের সাগরে ডাকিছে বান, বাঁশরী ডাকিছে "রাধা,"
পারেনি ফিরাতে নাগরীরে আজ পিছনের শত বাধা,
রসিক যে জন, সেই জানে হায়,
এ বাঁশী না শোনা কি বিষম দায়
আয় লো সজনী, আসিছে রজনী পানীয়া ভরনে যাই।

দৌলত। ভেড়ীকা বাচ্চা। আভি সব কইকো গর্দান লেউঙ্গি।

[নর্তকীগণের পলায়ন।

ফরিদ। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী তুমি শুনেছ দৌলত?

দৌলত। আমি ত আর কাফের নই যে রাধাকৃষ্ণের গল্প শুনব।

ফরিদ। কেন, গল্প শুনলেও কান অপবিত্র হয়?

দৌলত। হয় না? মুসলমান হয়ে হিন্দুর ঠাকুর দেবতার নাম শুনলেও মহাপাপ হয়।

ফরিদ। তাহলে উপায়? আমি যে না বুঝে মহাপাপের পাহাড় জমিয়ে ফেলেছি। খোদার নামের সংগে আমি যে ভগবানের নাম মিশিয়ে ফেলেছি। হরিনাম আর কালীকীর্তন কত যে শুনেছি, তার সংখ্যা নেই। পবিত্র কোরানের সংগে ভুল করে গীতাও যে পড়ে ফেলেছি ছাই। তুমি স্ত্রী—গুরুজন—তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, ছেলেবেলায় হিন্দুছেলেরা কৃষ্ণলীলা করেছিল, আমি তাতে রাধিকা সেজেছিলুম।

দৌলত। রাধিকা সেজেছিলে? গলায় দড়ি জোটেনি তোমার? এসব কথা কেন তোমরা আমায় আগে বলনি? কেন তুমি আমার মাথা খেতে আমায় সাদি করেছ?

ফরিদ। করে যখন ফেলেছি, তখন আর কি করা যায়? যাতে মহাপাপ খণ্ডন হয়, তাই কর।

দৌলত। ধিক তোমাকে কাফের! নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পুত্র তুমি, সুবে বাংলার ভাবী শাসনকর্তা তুমি—তুমি পড়বে গীতা, তুমি সাজবে রাধিকা, তুমি শুনতে যাও হিন্দুর কালীকীর্তন? তোমার অধঃপতনের কথা শুনে আমার যে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ফরিদ। ইচ্ছাটা দমন কর, মরে গেলে আমার উপায় কি হবে দৌলত ?

দৌলত। তুমি জাহান্নামে যাও কাফের। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ফরিদ। শোন—শোন।

দৌলত। আমি এখনি জাঁহাপনার কাছে গিয়ে তোমার কথা সব বলছি।

ফরিদ। না দৌলত, দোহাই তোমার। পিতাকে এসব কথা বললে আমার কিছু হোক আর না হোক, হিন্দুদের উপর আরও তিনি খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন। মানিনি, ধৈর্য ধর।

দৌলত। আমি যা বলব করবে ?

ফরিদ। একশোবার করব।

দৌলত। পাঁচ ওক্ত রোজ নমাজ পড়বে ?

ফরিদ। সাত ওক্ত পড়ব। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আর আমি কীর্তন শুনব না, আর রাধিকা সাজব না, আজ থেকে তুমি যা চাও আমি তাই করব।

দৌলত। খোদা তোমার কসুর মাপ করুন।

[প্রস্থান।

ফরিদ। খোদা মেহেরবান, বর্তমানে মড়কে ত বহু লোক মরছে। ওই সংগে এই নারীটিকেও খরচের খাতায় লিখে নাও প্রভু ; আমার আর দরকার নেই।

নাজির আহম্মদের প্রবেশ।

নাজির। আসতে পারি শাহজাদা ?

ফরিদ। বিলক্ষণ! তুমি কুটুম্ব লোক, তুমি আসবে না ত

আসবে কে? যে স্ত্রীরত্ন তুমি আমায় জুটিয়ে দিয়েছ, তার জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ নাজির আহম্মদ।

নাজির। আমি কে শাহজাদা, সব খোদার মর্জি।

ফরিদ। খোদাকে তুমিই চিনেছ নাজির আহম্মদ! আর সেই জন্যই এই হিন্দু জমিদারগুলোকে সায়েস্তা করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারেনি। তুমি যখন ওদের বিষ্ঠাকুণ্ডে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখ, তখন যে কি আনন্দ হয়, সে আমি বলতে পাচ্ছি না।

নাজির। আপনি মহিমান্বিত নবাবের যোগ্য পুত্র।

ফরিদ। আমি নবাব হলে তোমাকে আশাতীত পুরস্কার দেব।

নাজির। লজ্জা দেবেন না শাহজাদা; আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি। কাফের জমিদারগুলোকে যখন পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখি, তারা আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে, আমার মনে হয়, আল্লাতালার আশীর্বাদ আমার মাথায় ঝরে পড়ছে।

ফরিদ। তা আর পড়বে না? তোমার মত পুণ্যবান লোক পৃথিবীতে কজন আছে? তামাম দুনিয়ায় ইসলামের খাঁটি ভক্ত যদি দুটি থাকে—তার একটি আমার পিতা, আর একটি তুমি।

নাজির। শাহজাদা গুণগ্রাহী।

ফরিদ। এখানে কি মনে করে শুভাগমন হয়েছে?

নাজির। জাঁহাপনা এখনি আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ফরিদ। কেন, আবার সাদি করতে হবে নাকি? এবার কি স্বয়ং বাদশার মেয়ে?

নাজির। সাদি নয় শাহজাদা। ভীষণ ব্যাপার।

ফরিদ। তুমি যখন খবর নিয়ে এসেছ, তখন ব্যাপার যে ভীষণ, তা বুঝতেই পাচ্ছি।

নাজির। এক ফকিরকে রাজা বজ্রনারায়ণ অপমান করেছে।

ফরিদ। বজ্রনারায়ণ? সেই পদ্মাপারের বাঙাল রাজা? ফকিরকে অপমান করেছে? তবে আর কি! গেল রাজ্য, গেল মান। তুমি তৈরী হও নাজির আহম্মদ। এর জন্য নূতন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে লবণের মধ্যে বসিয়ে রাখলে কেমন হয়?

নাজির। তা আপনি মন্দ বলেননি, আমারও এই রকমই মনে মনে মতলব আছে। খোদার মর্জি। আপনি আসুন, জাঁহাপনা ফকিরকে নিয়ে দরবারে যাচ্ছেন।

[প্রস্থান।

ফরিদ। বিশ্বের পিতা যদি তুমি,—হিন্দু মুসলমান উভয়েই তো তোমার সন্তান। এদের আর্তনাদে তোমার আসন কি টলে না খোদা? হে দীন দুনিয়ার মালিক, হে করুণার অফুরন্ত পারাবার, এ মহামারণ যজ্ঞের অবসান কর—অবসান কর।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

খঞ্জন মিশ্রের কুটিরাংগন

চতুর্মুখের প্রবেশ।

চতুর্মুখ। এ ঠাকুর, এ খঞ্জঠাকুর—

খঞ্জন। [নেপথ্যে] কোন ব্যাটা রে?

চতুর্মুখ। বেরিয়ে দেখ না।

খঞ্জনের প্রবেশ।

খঞ্জন। চতুর্মুখ! তুই বেটা সকালবেলা আমার উঠোনে মরতে এয়েছিস? এখনও যে ঠাকুরকে ফুলজল দিইনিরে ব্যাটাচ্ছেলে।

চতুর্মুখ। তার আর হয়েছে কি?

খঞ্জন। হয়েছে কি? চান করে এসেই প্রথমে ছোটলোকের চোপা দেখলুম?

চতুর্মুখ। তাইত ঠাকুর, না বুঝে তোমার স্বর্গের পথে কাঁটা দিলুম নাকি? মাফ কর ঠাকুর। [পদধূলি গ্রহণ]

খঞ্জন। দিলে ব্যাটা ছুঁয়ে। আবার আমায় নাইতে হবে। কখন যে ঠাকুরপুজো করব, তার কি ঠিক আছে।

চতুর্মুখ। ঠাকুরপুজো করে আর কি হবে? ঠাকুর কুকুর এখন জলে ফেলে দাও। কবে তোমায় ধরে নিয়ে গিয়ে মোছলমান করে দেয়, তার কি ঠিক আছে?

খঞ্জন। কি বললি ব্যাটা? মোছলমান করবে আমাকে?

চতুর্মুখ। তোমাকে, তোমার বামনীকে, আর যে যেখানে আছে সবাইকে।

খঞ্জন। মারব ব্যাটাকে খড়মের বাড়ি। আমি কি তোদের নমঃশূদ্র জাত যে চৌকিদারীর আশায় সগুষ্টি মিলে মসজিদে কলমা পড়ে টুপি মাথায় দিয়ে ঘরে আসব? আমি খঞ্জন মিশ্র—ব্রাহ্মণ সন্তান।

চতুর্মুখ। ব্রাহ্মণ-সন্তান তো মুর্শিদকুলি খাঁও ছিল। আজ তাকে দেখলে জাত মোছলমানও লজ্জা পায়।

খঞ্জন। তুই বেরো শূয়ার, আমি উঠোনে গোবরছড়া দেব।

চতুর্মুখ। শুধু উঠোনে দিলে হবে না। আমার ছায়াটা যে পাঁচিলে পড়েছে, দেখেছ?

খঞ্জন। ইস, তাইত বটে! পাঁচিলটাও গোবর দিয়ে নাইয়ে দিতে হবে দেখছি।

চতুর্মুখ। তুমি নিজে গোবর দিয়ে চান করবে না? নমঃশূদ্র ছুঁয়ে ফেলেছে যে।

খঞ্জন। সে যা হয় করব এখন; তুই বেরো।

চতুর্মুখ। আরে, তুমি এস না।

খঞ্জন। কোথায়?

চতুর্মুখ। মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে গিয়ে নাকখৎ দিয়ে আসবে।

খঞ্জন। শূয়ার বলে কি?

চতুর্মুখ। ফকির নবাবের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে। নবাব রেগে শাহজাদাকে তলব দিয়েছেন। এই পর্যন্ত শুনেই আমি ছুটে এসেছি।

খঞ্জন। বেশ করেছিস। এখন বাড়ি গিয়ে কাছিমের মাংস দিয়ে ভাত খেগে যা।

চতুর্মুখ। তুমি যাবে না?

খঞ্জন। ক্ষেপেছিস? ওই পাপিষ্ঠ নবাবের মুখ দেখব আমি?

চতুর্মুখ। কে বলেছে তোমায় নবাবের মুখ দেখতে? পেছন ফিরে নাকখত দিয়ে চলে আসবে। নাও, জামা পর, চাদর নাও। তোমার জন্য একটা বংশ উচ্ছন্ন যাবে, সে আমি হতে দেব না ঠাকুর। মরতে হয় তুমি মর, তোমার বামনী মরুক, রাজার সর্বনাশ হবে কেন?

খঞ্জন। রাজার সর্বনাশটা কিসে হলো?

চতুর্মুখ। কিসে হলো? মনে নেই কিছু? কেন তুমি রাজাকে ফকিরের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলে?

খঞ্জন। দেব না? দেবতার অসম্মান করে অমনি পালিয়ে গেল?

চতুর্মুখ। কেন, তুমি ঘরে বসে অভিশাপ দিতে পারলে না? পারলে না তাকে ভস্ম করে ফেলতে? এতদিন ধরে ঘটা করে মন্ত্র পড়ে ঠাকুরকে জাগিয়েছ, সে কি সব মিথ্যে হয়ে গেল? কি করলে তবে এতদিন? প্রহ্লাদের ডাকে থামের ভেতর থেকে নৃসিংহ বেরিয়ে এসেছিল, আর তোমার ডাকে একটা পিঁপড়েও এল না?

খঞ্জন। আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

চতুর্মুখ। সূর্য সেদিন উঠবে না ঠাকুর। মানুষকে যে ভালবাসতে পারে না, দেবতা তার ডাকে সাড়া দেয় না। জগতের সবাই ছোটলোক, আর ভদ্রলোক শুধু তুমি আর তোমার বামনী। আগে ত হিন্দুরা পুজো করত, মুসলমানেরা নমাজ পড়ত। হিন্দুর ঠাকুর মুসলমানেরা চেয়ে চেয়ে দেখত, কখনও ত ঠাকুরের অপমান করত না।

খঞ্জন। আজ কচ্ছে কেন?

চতুর্মুখ। তোমরা তাদের অপমান কচ্ছ বলে। তোমরা তাদের কুকুর-ছাগল বলে দূর ছাই করবে, আর তারা তোমাদের কামড়াবে না?

খঞ্জন। ব্যাটা নমঃশূদ্র ন্যায়শাস্ত্র গিলে এসেছ। ন্যায়শাস্ত্র রাজাকে শোনা গিয়ে।

চতুর্মুখ। তুমি ত আগে চল। যেতে তোমাকে হবেই। না হয় তোমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব। নবাবের কাছে না যাও মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলবে,—"আমরা তোমাদের ঘৃণা করব না ভাই, আজ থেকে আমরা একই মায়ের দুটি সন্তান।" দেখবে ফকিরকে ধরে এনে তারাই শাস্তি দেবে। চল, চল।

খঞ্জন। তার চেয়ে তোর রাজাকে বলগে যা, আমি পৌরহিত্যই ত্যাগ করব।

চতুর্মুখ। সে ত পরের কথা। আগে যে আগুন জ্বালিয়েছ, তা নিভিয়ে দাও।

খঞ্জন। আমি জ্বালিয়েছি ব্যাটা?

চতুর্মুখ। তুমি জ্বালিয়েছ, তোমার বাবা জ্বালিয়েছে, তোমার চৌদ্দপুরুষ ধরে জ্বালিয়েছ। তোমাদেরই জন্য হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। হাজার হাজার তাঁতী জোলা নমঃশূদ্র ক্রেস্তান-ধর্ম নিয়েছে।

খঞ্জন। বেশ করেছে, তুইও নিগে যা। তবু জানোয়ারকে আমি কখনও মানুষ বলে স্বীকার করব না।

মাতংগিনীর প্রবেশ।

মাতংগিনী। কার সংগে দাপাদাপি কচ্ছ? ঠাকুরকে ভোগ দেবে, না কুকুরকে ধরে দেব?

চতুর্মুখ। তাই দাওগে ঠাকরুণ!

মাতংগিনী। এ মড়া আবার কে?

খঞ্জন। ব্যাটা চতুর্মুখ ঢালী, রাজার সেনাপতি। নবাবের নাম শুনেই ব্যাটা মাঠময় করে ফেলেছে। নমঃশূদ্র কিনা, বেশী আর কি হবে?

মাতংগিনী। নমঃশূদ্দুর এসে আমার উঠোনে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি মড়া তার সংগে গালগল্প কচ্ছ?

খঞ্জন। নামছে না যে।

মাতংগিনী। [ভ্যাঙাইয়া] নামছে না যে! তুমি মর না কেন?

খঞ্জন। তোমার মুখ চেয়ে। হতভাগীর মুখ নয় যেন আঁস্তাকুড়।

মাতংগিনী। আমায় রাগিও না বলচি। ছোটলোকের ছায়াটা যে তুলসীগাছে লেগেছে, দেখতে পাচ্ছ না মড়িপোড়া মিনসে? এই তুলসীপাতা দিয়ে পূজো হবে কি করে?

খঞ্জন। এক ঘটি গংগাজল ঢেলে দাও।

মাতংগিনী। ছোটলোকের ছোঁয়া এক ঘটি গংগাজলে ধুয়ে যায় কখনও?

চতুর্মুখ। কেন দোব! ছাগলে মুখ দিলে তো অপবিত্র হয় না, কুকুরে যে দিনে দশবার স্নান করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তবু ত তুলসীর মাহাত্ম্য লোপ পায় না? আমরা কি কুকুর ছাগলেরও অধম?

মাতংগিনী। পোকামাকড়ের চেয়েও অধম।

খঞ্জন। না হে অতটা নয়।

চতুর্মুখ। এ জাত মরবে না ত মরবে কে? গোবরজল আন ঠাকরুণ, গোটা বাড়ীটা ভাল করে ধুয়ে দাও। তুলসীগাছটা আমিই উপড়ে নিয়ে যাচ্ছি। শোন খঞ্জন মিশ্র, আজ থেকে যে ঠাকুরকে

'তুমি' পূজো করবে, সে ঠাকুরকে চতুর্মুখ ঢালী আর প্রণাম করবে না। তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মহাপাপ করেছি; স্নান না করে আর ঘরে যাব না। আরও শোন, নবাবের হাতে রাজার যদি একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগে, তাহলে তোমাকে আমি খুন করব, নইলে আমি পবন ঢালীর ছেলে নই।

[প্রস্থান।

মাতংগিনী। এই ছোটলোকটা তোমার পায়ের ধূলো নিয়েছে?

খঞ্জন। নিলে কি করব?

মাতংগিনী। 'নিলে কি করব?' গলায় দড়ি দিতে পারলে না?

খঞ্জন। দড়ি জোগাড় করতে হবে ত।

মাতংগিনী। বেরোও, বেরোও বাড়ী থেকে। গংগাস্নান না করে যদি ঘরে ঢোক ত ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

খঞ্জন। এখানে গংগা কোথায় পাব?

মাতংগিনী। যেখানে পাও সেখান থেকে নিয়ে এস।

খঞ্জন। পদ্মার জলে স্নান করলে হয় না?

মাতংগিনী। সে কায়েত-বদ্যি ছুঁলে হতো। এ যে নমঃশূদ্দুর। যাও, বেরোও,—এক্ষুনি বেরোও।

খঞ্জন। আরে চুলোমুখি, নমঃশূদ্র হলেও হিন্দু ত।

মাতংগিনী। হিন্দু নয় ছোটলোক।

খঞ্জন। ছোটলোকও ত লোকরে বাবা; তাকে ছুঁলে পদ্মায় চান করলেই যথেষ্ট। দাও—তুমি তেলগামছা দাও।

মাতংগিনী। যা নয় তাই। হাজারবার বললেও কথা গেরাহ্যি হয় না! যাও, মরগে যেথায় খুসী, গংগাস্নান না করে এলে যদি তোমায় দোর খুলে দিই ত আমায় কুকুর বলে ডেকো।

খঞ্জন। প্রিয়ে, এতদিন তোমায় ঠিক বুঝতে পারিনি, আজ মনে হচ্ছে, আমি তোমার কাছে খোকা।

মাতংগিনী। অহংকার কচ্ছিনে; কিন্তু আমি যদি রাজবাড়ীর পুরুত হতুম, ফকির যখন মন্দিরে ঢুকেছিল, তার দু'ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলতুম। হিন্দুর মন্দিরে ঢুকবে বেজাত!

গীতকণ্ঠে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস।— **গীত**

তোরা দেখেছিস কি তারে?
হারিয়ে গেছে আমার আমি কোন অতল অন্ধকারে!
কত খুঁজি পুঁথির পাতায় মাটি-জলে চন্দ্র-তারায়
কত ডাকি আয় ফিরে আয়, হারামণি ফিরল না রে!
চারিধারে কালোয় কালো, আলোর নাই ঠিকানা,
ভরে গেছে সব অচেনায় জানা সরাইখানা;
কেউ জানে না পথের দিশা, মিটল নারে খোঁজার তৃষা,
অকালে কি ডুববে চাঁদ অমানিশার পারাবারে?

খঞ্জন। কাকে খুঁজছ সন্ন্যাসি?

জ্ঞানদাস। সেই ভারত, সেই যুধিষ্ঠিরের ভারত, শ্রীচৈতন্যের ভারত, জাতি-গোত্রহীন মানুষের ভারত। হারিয়ে গেছে গো। তোরা দেখেছিস? তোরা পারিস তাকে ফিরিয়ে আনতে?

মাতংগিনী। ঘরে ঢুকলি যে বড়? কি জাত তুই?

জ্ঞানদাস। আমার জাত নেই।

মাতংগিনী। সে আমি দেখেই বুঝেছি। বেরো অজাত, বেরো।

[জ্ঞানদাসকে তাড়া করিয়া প্রস্থান, পরে খঞ্জনের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দরবার

মুর্শিদকুলি খাঁ, ফকির, নাজির আহম্মদ ও কেশরীর প্রবেশ।

মুর্শিদ। একথা সত্য হজরত? অকারণ তারা আপনাকে অপমান করেছে?

ফকির। এর একবর্ণও যদি মিথ্যা হয়, জাহান্নামেও আমার স্থান হবে না। আমি সংসারত্যাগী ফকির, খোদার দোয়ায় আমার অভাব কিছু নেই, আর বিত্তব্যাসাতে কোন লোভও আমার নেই। কিসের জন্য আমি মিছে কথা বলব জনাব?

কেশরী। এত স্পর্ধা একটা জমিদারের যে, মুসলমান রাজত্বে বাস করে ফকিরকে অপমান করে?

ফকির। শুধু অপমান? রাজা বজ্রনারায়ণের লেঠেলরা আমার হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছে জাঁহাপনা! এর বিচার আপনি যদি না করেন, খোদার কসম, আমি এইখানে রক্তগংগা হব; আমার এক এক ফোঁটা পবিত্র রক্ত দিনের পর দিন আপনাকে অভিশাপ দেবে, আর সেই অভিশাপে আপনার জীবনের সুখশান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কেশরী। কিছুই আপনাকে করতে হবে না ফকির সাহেব। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বে অন্যায় করে কেউ নিস্তার পায়নি।

নাজির। বিশেষত এই হিন্দু-জমিদার। বাংলাদেশের জমিদারদের

উপর জাঁহাপনা হাড়ে হাড়ে চটা। আপনি কি শোনেননি, কত ব্রাহ্মণ-জমিদারকে বেঁধে এনে তিনি বৈকুণ্ঠে রেখে দিয়েছেন?

ফকির। বৈকুণ্ঠ কি?

কেশরী। বড় চমৎকার জায়গা। একপাশে তার বিষ্ঠাকুণ্ড,—ভদ্রলোকদের দিনে একবার করে সেই বিষ্ঠাকুণ্ডে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়।

ফকির। বহুৎ আচ্ছা কাম। দুনিয়ার তামাম কাফের মরে গিয়ে এই বিষ্ঠাকুণ্ডেই ঠাঁই পাবে।

মুর্শিদ। আপনি যান হজরত। কোন চিন্তা নেই। ফকিরের অপমানে সমগ্র মুসলমান সমাজের অপমান, পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপমান। ইসলাম ধর্মের সেবক এই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তার রাজত্বে ধর্মের বিন্দুমাত্র অপমান কখনও সহ্য করেনি, আজও করবে না।

নাজির ও কেশরী। জাঁহাপনা সহ্য করলেও আমরা করব না।

মুর্শিদ। যদি প্রয়োজন হয়, নারায়ণগড়ের মাটিশুদ্ধ তুলে নিয়ে পদ্মার জলে নিক্ষেপ করব; বুঝিয়ে দেব এই বজ্রনারায়ণ রায়কে যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তার স্বজাতি স্বধর্মীর উপর তিলমাত্র অবিচার সহ্য করবে না।

ফকির, কেশরী ও নাজির। বংগেশ্বরের জয় হোক।

[ফকিরের প্রস্থান।

মুর্শিদ। বংগেশ্বর! বংগেশ্বর! বৃথাই আমি বংগেশ্বর, যদি বাংলার ঊষর জমিনে ইসলামের চাষ করতে না পারি। হল চালিয়েছি, বীজ ছড়িয়েছি; সবুজ শস্যে দিকদিগন্ত ছেয়ে গেছে, কিন্তু বাধা দিচ্ছে এই কাঁটাগাছগুলো, পৈতেধারী বামুনের দল। উপড়ে ফেলব, সমূলে উপড়ে ফেলব। নাজির আহম্মদ!

নাজির। মেহেরবান !

মুর্শিদ। রাজা বজ্রনারায়ণ কি জাত ?

নাজির। ব্রাহ্মণ।

মুর্শিদ। ও আমি শুনেই বুঝেছি। রাজস্ব বুঝিয়ে দিয়েছে ?

নাজির। এক কপর্দকও বাকি নেই জনাব। তাহলে কি আর কথা ছিল ? পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে চাবুক মারতুম।

মুর্শিদ। রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের কোন নালিশ নেই ?

নাজির। নালিশ কি বলছেন জাঁহাপনা ? প্রজারা ভালবেসে রাজা খেতাব দিয়েছে।

মুর্শিদ। তুমি ত তার প্রজা ছিলে কেশরী রায়। সে তোমার জ্ঞাতি নয় ত ?

কেশরী। একথা বললে আমাকে অপমান করা হয় জনাব।

মুর্শিদ। কেন ? সে ত ব্রাহ্মণ।

কেশরী। ব্রাহ্মণ ; কিন্তু পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তার মা নাকি কোথায় গুপ্তধন পেয়েছিল। সেই টাকা দিয়েই বিশ বছর আগে এই জমিদারী কিনেছে।

মুর্শিদ। এক পুরুষের জমিদার ?

নাজির। জী হাঁ। একবার যে বাগে পাচ্ছি না, তাহলে বুঝিয়ে দিতুম, কেমন সে ব্রাহ্মণ, আর আমিই বা কেমন মুসলমান।

মুর্শিদ। তোমাকেও অপমান করেছে নাকি ?

নাজির। অপমান নয় জাঁহাপনা ? রাজ্যের তামাম জমিদার খাজনা দিতে এসে আমাকে সেলাম দেয়, আর এই লোকটা সেলাম ত দেয়ই না, বরং আমাকে দেখলেই হাসে আর পেছন ফিরে থুতু ফেলে।

মুর্শিদ। কেন? হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছ বলে? আমিও ত তাই।

কেশরী। সেইজন্যই আপনার নিমন্ত্রণে সব জমিদার দরবারে আসে, কিন্তু বজ্রনারায়ণ রায় কখনও আসে না।

মুর্শিদ। তা আসে না বটে। লোকটা তাহলে অত্যন্ত দাম্ভিক।

কেশরী। তার চেয়ে বেশী দাম্ভিক তার স্ত্রী। বজ্রনারায়ণ যদি ধরে আনতে বলে, সে বলে বেঁধে আনতে।

নাজির। ফকিরসাহেব বললেন, এই মাগীই নাকি—

মুর্শিদ। [সপদদাপে] চোপরাও বেয়াদব। বিধর্মী হলেও তিনি মহিলা; তাঁর নামে কটূক্তি করলে তোমাকে আমি জ্যান্ত কবর দেব।

নাজির। কসুর মাপ কিজিয়ে জনাব।

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আমায় স্মরণ করেছেন পিতা?

মুর্শিদ। হ্যাঁ ফরিদ খাঁ। তোমাকে এখনি নারায়ণগড় যাত্রা করতে হবে। নারায়ণগড়ের জমিদার বজ্রনারায়ণ রায় এক ফকিরকে অসম্মান করেছে, তার আদেশে তার লাঠিয়ালরা তাকে গুরুতর প্রহার করেছে।

ফরিদ। কেন?

মুর্শিদ। ফকির তাদের মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, এইমাত্র তার অপরাধ।

ফরিদ। ফকিরের মন্দিরে কি প্রয়োজন ছিল?

কেশরী। কৌতূহল,—আবার কি?

নাজির। অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে, ফকিরও তাদের সংগে—

ফরিদ। ঠাকুর দর্শনে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোন ফকিরকে হিন্দুর ঠাকুরের দিকে চোখ তুলে চাইতে দেখিনি। যদি অনুমতি হয়, আমি সেই ফকিরের সংগে একটু কথা বলতে চাই পিতা।

মুর্শিদ। তিনি চলে গেছেন। নারায়ণগড়ে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।

কেশরী। অভিযোগ যে সত্য, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বজ্রনারায়ণ রায়কে আমি চিনি।

ফরিদ। আপনার জ্ঞাতিশত্রু বুঝি ?

কেশরী। রাম রাম। ওর না আছে জাতের ঠিকানা, না আছে পিতার পরিচয়।

ফরিদ। হুঁশিয়ার হিন্দু! তিনি আমাদের সামন্ত জমিদার, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সামান্য একটা মনসবদারের মুখে তাঁর বংশের কলংক আমরা শুনতে চাই না।

কেশরী। শাহজাদা আমায় অপমান কচ্ছেন জাঁহাপনা।

মুর্শিদ। চাবুক মারলেই ঠিক হতো।

নাজির। কিন্তু—

মুর্শিদ। আর কিন্তুর সময় নেই। যাও পুত্র, জীবনে এই তোমার প্রথম অভিযান। আমার কবরের ডাক এসেছে। যাবার আগেই আমি দেখে যেতে চাই যে আমার একমাত্র পুত্র আমার মসনদে বসে আমার আদর্শের অমর্যাদা করবে না।

ফরিদ। কি আপনার আদর্শ পিতা ?

মুর্শিদ। ইসলাম—ইসলাম, বাংলার মাটিতে পবিত্র ইসলামের

আবাদ আরম্ভ করেছি পুত্র। একা আমি শেষ করে যেতে পারব না। আরও অনেক সার দিতে হবে, আরও অনেক আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে; তারপর নয়ন ভরে দেখবে, সোনালী শস্যে গোটা বাংলা হেসে উঠেছে।

নাজির। আপনার এ স্বপ্ন সফল করতে শাহজাদা কি করবেন জানি না, কিন্তু এই গরীব বান্দার জান কবুল।

মুর্শিদ। খোদা তোমাদের সহায় হোন। শোন ফরিদ খাঁ, ইস-লামের অবমাননাকারী এই বজ্রনারায়ণকে শৃংখলিত করে রাজধানীতে নিয়ে আসবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তার মৃতদেহটা গো-শকটে বেঁধে নগর প্রদক্ষিণ করাবে, তার রক্ত দিয়ে সেই লাঞ্ছিত ফকিরের পা ধুয়ে দেবে, আর তার প্রাসাদে আগুন জালিয়ে ভস্মসাৎ করে সেই ভস্মস্তূপের উপর মসজিদ নির্মাণ করে আসবে।

ফরিদ। প্রাসাদের মধ্যে যদি মন্দির থাকে?

মুর্শিদ। মাটির সংগে মিশিয়ে দেবে।

ফরিদ। দেবতার বিগ্রহ?

মুর্শিদ। সেগুলোকে টেনে নর্দমায় ফেলে দেবে। কী বল কেশরী রায়?

কেশরী। জাঁহাপনা ঠিকই বলেছেন। এতবড় অপরাধের এই উপযুক্ত শাস্তি।

ফরিদ। আপনার মত ইসলাম-ভক্ত হিন্দুরাই আমাদের বলভরসা কেশরী রায়। পিতা আপনাকে কি পুরস্কার দেবেন জানি না; আমি যেদিন নবাব হব, সেদিন আপনাকে আশাতীত বখশিশ দেব। যদি আপত্তি না থাকে আপনি আমার সংগে যাবেন। মন্দির ভাঙার পবিত্র কর্তব্য আপনাকে দিয়েই আমি সম্পাদন করাব।

কেশরী। এ আর বেশী কথা কি? শাহজাদার প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মতি দিচ্ছি।

ফরিদ। কিন্তু পিতা, যদি রাজা বজ্রনারায়ণ নিরপরাধ হন?

নাজির। এ প্রশ্ন অবান্তর শাহজাদা।

ফরিদ। আমার প্রশ্ন পিতাকে, তোমাকে নয়।

মুর্শিদ। আমি বাংলার এই জমিদারদের বিশেষ ভাবে চিনি ফরিদ খাঁ। আর এও জানি,—জমিদার যদি হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়, তার অসাধ্য কিছু নেই। মানুষকে এরা কৃমিকীটের চেয়ে বেশী ঘৃণা করে, বিশেষত মুসলমানকে।

নাজির। সেইজন্যই আমি এ সংকীর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেছি জনাব।

ফরিদ। [ব্যংগে] বেশ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল, তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছেন ত?

নাজির। হেঃ-হেঃ-হেঃ। আত্মীয়-স্বজন অনেকেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কেবল মেয়েটাই বাগ মানলে না—ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ফরিদ। কবে আমায় রওনা হতে হবে পিতা?

মুর্শিদ। আজই। কত সৈন্য তোমার চাই?

ফরিদ। ক্ষুদ্র নারায়ণগড় ধ্বংস করতে এক হাজার সৈন্যই যথেষ্ট।

মুর্শিদ। নাজির আহম্মদ, তুমিও শাহজাদার সংগে যাবে।

নাজির। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য।

মুর্শিদ। মনসবদার কেশরী রায়, শাহজাদার অনুবর্তী হও। সীতারামের যুদ্ধে বক্স আলি খাঁ আহত, দয়ারাম, সিংহরাম, রামজীবন রায়কে এত ক্ষুদ্র অভিযানে আমি পাঠাতে চাই না। তোমরা

তিনজন নারায়ণগড়ের মাটিতে লিখে দিয়ে এস যে, জীবন্ত মানুষকে পশুর মত ঘৃণা করার শাস্তি মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু।

কেশরী। জাঁহাপনার জয় হোক। [স্বগত] ব্যাটা ভগীরথ, এইবার তোমায় দেখিয়ে দেব, কেশরী রায় শেয়াল নয়—সিংহ। তাকে চাল কেটে তুলে দেওয়ার অপরাধ সে কখনও ভুলবে না।

[প্রস্থান।

নাজির। [স্বগত] সবাই আমাকে সেলাম দেয়, আর তুমি ব্যাটা পেছন ফিরে থুথু ফেল! এতগুলো জমিদারকে চাবকে লাল করে দিলুম, আর তোমার অপমান আমি হজম করব! সে বান্দা নাজির আহম্মদ নয়।

[প্রস্থান।

ফরিদ। পিতা!

মুর্শিদ। গলাটা কাঁপছে কেন? ভয় হচ্ছে তোমার ফরিদ খাঁ।

ফরিদ। ভয় কাকে বলে আমি জানি না পিতা।

মুর্শিদ। তবে কেন তোমার এ আনত-দৃষ্টি পুত্র? তুমি কি চাও, বজ্রনারায়ণকে এতবড় অপরাধের পরও আমি ক্ষমা করি?

ফরিদ। এ অসম্ভব কল্পনা আমি করিনি পিতা।

মুর্শিদ। তবে? কি চাও তুমি?

ফরিদ। জানতে চাই আমার পিতামহের কি নাম?

মুর্শিদ। এতদিন পরে আজ একথা কেন পুত্র?

ফরিদ। একি সত্য যে আপনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনার পিতা ছিলেন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত? আর এও কি সত্য যে স্ত্রী পুত্র আর বৃদ্ধ পিতাকে আপনি জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন?

মুর্শিদ। আমি তাদের ত্যাগ করিনি ফরিদ। তারাই আমাকে বর্জন করেছে। বাধ্য হয়েই আমি একদিন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলুম, হিন্দুসমাজে ফিরে আসতেও চেয়েছিলুম। পিতাকে কত অনুরোধ করেছি, স্ত্রীর কাছে কত কাকুতি-মিনতি জানিয়েছি। কেউ গ্রাহ্য করেনি। এত যারা আপন ছিল, হিন্দুসমাজের অনুশাসনে এক মুহূর্তে তারা সব পর হয়ে গেল। আমার শিশুপুত্রকে নিয়ে তারা সেই দণ্ডেই আমার গৃহ ত্যাগ করলে। অসহায় রুগ্ন পিতা অনাথের মত রাজপথে গিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, আমায় স্পর্শ করতেও দিলে না।

ফরিদ। তারপর।

মুর্শিদ। একই চিতায় আমার কুশপুত্তলিকার সংগে পিতার দেহ ছাই হয়ে গেল। পুত্র আমার মুখাগ্নি করলে, দাঁড়িয়ে দেখলুম। স্ত্রী বিধবা হলো, তাও চেয়ে দেখলুম।

ফরিদ। কোথায় আমার সে মা? কোথায় আমার ভাই?

মুর্শিদ। আমি জানি না, জানার প্রয়োজন নেই।

ফরিদ। আমার প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর যেখানেই থাক তারা, আমি তাদের খুঁজে বের করব।

মুর্শিদ। ঘরে নেবে না মূর্খ।

ফরিদ। বাইরে থেকেই মাকে দেখব—যেমন করে হিন্দুরা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে মাকে দর্শন করে। ভাই যদি পায়ে হাত দিতে না দেয়, সে যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথের ধূলো কুড়িয়ে মাথায় দেব। আমি দেখব, স্বামীর ঘর থেকে যে বেরিয়ে গেছে, ছেলের ঘরে সে না এসে কেমন করে পারে?

মুর্শিদ। ফরিদ খাঁ!

ফরিদ। ও কণ্ঠস্বর আমি চিনি পিতা। আপনার ভয় নেই। ইসলাম ধর্মকে আপনি আর কতটুকু ভালবাসেন? আমি ভালবাসি তার সহস্র গুণ। আপনার ইসলামপ্রীতি গজিয়ে উঠেছে হিন্দুবিদ্বেষের বীজ থেকে। আমার তা নয় পিতা। আমি খোদাকে বাসি ভাল, ভগবানকে করি শ্রদ্ধা।

মুর্শিদ। ফরিদ!

ফরিদ। হুঁশিয়ার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, খোদা আপনার বহু দূরে। হিন্দুর ভগবানকে আপনি যত আঘাত করেছেন, সব আঘাত আল্লা-তালাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

মুর্শিদ। এ তুমি কি বলছ কুলাংগার?

ফরিদ। মিথ্যা বলিনি জনাব। হাজার হাজার মন্দির ভেঙে আপনি মসজিদ বানিয়েছেন। ইতিহাস খুঁজে দেখুন, কোন হিন্দু রাজা মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরী করেননি। আপনি জানেন না মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর যে মসজিদ গড়ে ওঠে, তার মধ্যে ভগবানের নিশ্বাস আছে, খোদার করুণা নেই।

মুর্শিদ। কি বললে?

ফরিদ। বিশ্বপ্রেমের ধর্ম ইসলামের এ পথ নয় পিতা। ইসলামের সেবক বলে যতই আপনি নিজেকে জাহির করুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, খোদা আপনার বহু দূরে—বহু দূরে।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। নাজির আহম্মদ, কেশরী রায়, নারায়ণগড়কে রসাতলে দাও, মন্দির ভেঙে দেবতার বিগ্রহ গো-ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এস। ইসলামের আবাদ কর, ব্রাহ্মণ্যদর্পের লীলাভূমিতে ইসলামের আবাদ কর।

ক্ষতবিক্ষত বংগলক্ষ্মীর আবির্ভাব।

বংগলক্ষ্মী।—

গীত

হায় সহিতে পারি না আর।
নয়নের জল শুকাল নয়নে, বহিল না পারাবার।
অংগে আমার জ্বালালে অনল যত শেলাঘাত দিয়া,
বিক্ষত তত করিয়াছ প্রিয়, তোমার খোদার হিয়া ;
অভিন্ন ওরে খোদা-নারায়ণ,
সাধুর হৃদয়ে দুইয়ের আসন,
হে প্রিয়বর কান পেতে শোন মিনতি এ দুনিয়ার।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। সত্যই কি আমার হাতে সোনার বাংলা শ্মশান হয়েছে ?

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। সত্য জনাব।

মুর্শিদ। কে বলে সত্য ? সংকীর্ণমনা হিন্দুরা কি বলে আমি শুনতে চাই না।

বান্দা। আমি ত হিন্দু নই, আমিও বলছি, বাংলার যে সর্বনাশ আপনি করে গেলেন, শত শত বছর ধরে তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে। এ শুধু আমার কথা নয়, দেশের হাজার হাজার শান্তিকামী মুসলমানেরও ওই একই অভিযোগ জনাব।

মুর্শিদ। তারা বেইমান। তাদের জন্য আমি শত শত মন্দির ভেঙে মসজিদ তুলে দিয়েছি।

বান্দা। সে মন্দিরে ধর্মসভা জমে ভাল, নমাজ জমে না।

মুর্শিদ। কেন ?

বান্দা। দেয়ালে দেয়ালে নির্বাসিত দেবতা কাঁদে জাঁহাপনা।

মুর্শিদ। কাঁদে কি মূর্খ ?

বান্দা। আমি নিজের কানে শুনেছি।

মুর্শিদ। তুমি তাহলে কাফের।

বান্দা। কাফের বলেই সমাজে আমার স্থান হয়নি জনাব। কোন মসজিদে কেউ আমায় জুম্মা নামাজ পড়তে দেয় না। আমি মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, সমাজও ত্যাগ করেছি, তবু আপনার মত মুসলমান হতে পারিনি জাঁহাপনা ? মানুষকে ভালবাসলে যদি কাফের হতে হয়, আমি আজীবন কাফেরই থাকব।

মুর্শিদ। তাহলে মুর্শিদকুলি খাঁর চাকরী ছাড়তে হবে।

বান্দা। আমারও আর ইচ্ছে নেই জনাব। আপনি অনুমতি দিলেই চলে যাই। কিন্তু একথা সত্য,—আমি যদি চলে যাই, আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নবাবকেও দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে।

মুর্শিদ। এই কথাই তুমি বলতে এসেছ ?

বান্দা। না জাঁহাপনা। উজীর সাহেব বললেন ঢাকার কাজী খবর পাঠিয়েছেন।

মুর্শিদ। কি খবর ?

বান্দা। কুখ্যাত গুণ্ডা আবদুল জব্বরকে তিনি মুর্শিদাবাদে চালান দিয়েছিলেন। পঞ্চাশজন প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে সে পালিয়ে গেছে।

মুর্শিদ। পালিয়ে গেছে! উজীরকে বল আজই ঘোষণা করে দিতে, যে কেউ তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দশ হাজার আসরফি পুরস্কার দেওয়া হবে। সে জীবিত থাকলে আমার নবাবী শুধু অভিনয়।

বান্দা। কেউ তাকে ধরতে পারেনি। ধরা সে পড়েছিল রাজা বজ্রনারায়ণের চেষ্টায়। আর আপনি তাকেই ধ্বংস করতে ফৌজ পাঠাচ্ছেন! দেশের দুর্ভাগ্য, আপনারও দুর্ভাগ্য!

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। ইসলাম—ইসলাম, মুর্শিদকুলি খাঁ যশ চায় না, মান চায় না, চায় শুধু ইসলামের অভ্যুদয়। যে কেউ আমার সাধনার পথে এসে দাঁড়াবে, তার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

ভেঙে মস।

বান্দা।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

নারায়ণগড়—রাজপ্রাসাদ

মরালী ও বজ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বজ্র। এমন অসময়ে কেন ডেকে পাঠালে মা?

মরালী। যে-সব চাষী ফকিরকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে নাকি তুমি ধরে এনেছ?

বজ্র। হ্যাঁ মা, আজ তাদের বিচার করব।

মরালী। ফকিরকে কি বেঁধে এনেছ?

বজ্র। ফকির কোথায় চলে গেছে, কেউ তার সন্ধান পেলে না, বোধহয় এই চাষীদের চাবুক মারলে তার সন্ধান মিলবে।

মরালী। অমন কাজ করো না বজ্রনারায়ণ। সাধারণ চাষীদের বুদ্ধি নেই; ধর্মের নামে মোড়ল তাদের ক্ষেপিয়েছে। সমাজপতিরা চিরদিনই এমনি করে ধর্মের নামে অজ্ঞ লোকেদের তাতিয়ে তোলে। তারা যখন মার খায়, গুলি খেয়ে মরে, সমাজপতিরা তখন নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়।

বজ্র। না বুঝে আগুনে হাত দিলেও হাত পোড়ে।

মরালী। মানুষ ত আগুন নয়। সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, অনুভূতি-শীল। অপরাধীর অপরাধের সংগে সে তার মনের অবস্থাও বিবেচনা করবে।

বজ্র। তুমি ভুল বুঝেছ মা। এ তাদের অজ্ঞতা নয়, সহজাত হিন্দুবিদ্বেষ। তারা কি জানে না যে ফকিরের মত রাজাও তাদের শ্রদ্ধার পাত্র? তারা কি জানে না যে, এইসব ধর্মধ্বজীদের চেয়ে আমি তাদের বেশী আপনার জন? দুর্ভিক্ষে যখন তারা উজোড় হতে বসেছিল, তখন তাদের সেবা করতে কটা ফকির কজন মোড়ল এগিয়ে এসেছিল? আমিই কি তখন তাদের ক্ষুধার অন্ন জোগাইনি? এ জেনেশুনেও বেইমানী? আমি এর সমুচিত প্রতিফল দেব।

মরালী। অভিমান করো না বাবা! ভুলে যেও না, এ বিধর্মীর রাজত্ব। এ রাজত্বে তোমার সব প্রাপ্য তুমি কখনও পাবে না। যেটুকু পেয়েছ, তাই নিয়ে খুশি থাকতে হবে।

বজ্র। কেন? তাদের প্রাপ্য আমি আঠার আনা মেটাতে পারি, আর তারা আমাকে ষোল আনাও দেবে না।

মরালী। না।

বজ্র। না দিলে তারা মরুক।

মরালী। তারা মরবে না, মরবে তুমি।

বজ্র। এই কি বাঁচার লক্ষণ মা? এর চেয়ে মরাই কি ভাল নয়? নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথম যেদিন মন্দির ভেঙেছিলেন, সেদিন যদি হাজার হাজার হিন্দু একজোট হয়ে তাঁর হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিত, তাহলে আজ বাংলাদেশে এত দেবমন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যেত না। অন্যায় যে করে, অপরাধী শুধু সে নয়, যে সহ্য করে—সেও সমান অপরাধী।

মরালী। জীবনটা কাব্য নয়। কঠিন বাস্তবে আগে অনুভব কর, তারপর যেও মুর্শিদকুলি খাঁর বাহু ভেঙে দিতে। যে ফকির তোমার দেবতার অসম্মান করেছে, তার মাথাটা তুমি উড়িয়ে দিতে

পার; যারা তাকে তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদেরও তুমি আজ জ্যান্ত কবর দিতে পার। কিন্তু তারপর? নবাবী সৈন্য যখন বন্যার জলের মত ছুটে আসবে, কে রক্ষা করবে তোমায়?

বজ্র। নবাব আমাদের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করবেন কেন?

মরালী। ধর্মান্ধ যারা, তাদের ছলের অভাব হয় না।

বজ্র। বাংলার নবাব এত নির্বোধ নন যে এতবড় অপরাধীকে তিনি সমর্থন করবেন।

মরালী। বাবা, ধর্ম যখন আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখন ভক্তিও থাকে না, যুক্তিও থাকে না।

বজ্র। খঞ্জন ঠাকুরকে দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তুমি যাই বল মা, ফকির আর এই চাষীদের আমি আর স্থান দেব না; আমি তাদের উচ্ছেদ করব।

মরালী। মুর্শিদকুলি খাঁ তাহলে তোমাকেই উচ্ছেদ করবেন।

বজ্র। সে কি এতই সহজ? আমারও সৈন্য সামন্ত আছে।

মরালী। কটা সৈন্য আছে তোমার? রাজা সীতারাম রায়ের অসংখ্য সৈন্য ছিল, মেনাহাতির মত সেনাপতি ছিল, কালে খাঁ, ঝুমঝুম খাঁ, জাহানকোষা কামান ছিল। তবুও মুর্শিদকুলি খাঁর সংগে তিনি এঁটে উঠতে পারলেন না। অসংখ্য হিন্দু-জমিদার নবাবের কারাগারে আবদ্ধ; যারা বাইরে আছে, তারা নবাবের পা-চাটা গোলাম। তোমাকে একখানা ভাঙা তলোয়ার দিয়েও কেউ সাহায্য করবে না। না বজ্রনারায়ণ, চাষীদের দণ্ড দিয়ো না, ফকিরকে উচ্ছেদ করো না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে; ভক্তিভরে নারায়ণকে ডাক।

বজ্র। কলিযুগে নারায়ণ ঘুমিয়ে আছেন।

মরালী। ওরে না, সে চোখে ঘুম নেই, তিনি সব দেখছেন।

বজ্র। একটা চোখে আর কতই বা দেখবেন? আর একটা ত ফকির নষ্ট করেই দিয়েছে। চোখ হারিয়েও যে দেবতা কথাটি কইলে না, তার ঘুম আর ভাঙবে না।

গীতকণ্ঠে কীর্তিনারায়ণের প্রবেশ।

কীর্তি।—

গীত

হায় নিদ্রিত নারায়ণ!
ওঠ দেব, মাথা তোল, চাহ মেলি দুনয়ন।
তস্করে হরি নিল যাহা কিছু হরিবার,
কপালে হানিয়া কর কাঁদে তব পরিবার,
হে দেবতা, ওঠ হে,
লাঠি নিয়ে ছোট হে,
কত আর ঘুমঘোরে রবে তুমি অচেতন?

মরালী। তুমি বড় বাচাল হয়েছ।

কীর্তি। দেখ ঠাকুরমা, মা আমায় শুধু শুধু মারতে আসছে। আমি ভালমানুষ বলেই এখনো সয়ে যাচ্ছি; এর পর কিন্তু আর আমি সহ্য করব না।

বজ্র। কি করবে?

কীর্তি। যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাব।

মরালী। বীরপুরুষই বটে। কোথায় কি করে এসেছ, বল দেখি।

কীর্তি। কিছুই করিনি ত? মর্দান খাঁ এসে নালিশ করেছে, আর মা অমনি ভেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে। বলে,—তোকে কেটে দুখানা করব। অথচ তোমার কাছেই শুনেছি,—কুপুত্র যদ্যপি হয়,

কু-মাতা কখনও নয়। বৃন্দাবনে মা যশোদা—ওরে বাবা, ওই আসছে। [মরালীর পিছনে লুকাইল]

বারুণীর প্রবেশ।

বারুণী। কোথায় গেল ছেলেটা? আজ ওরই একদিন, কি আমারই একদিন।

বজ্র। কি হয়েছে? অত ক্ষেপে উঠলে কেন? ছেলেটাকে দেখছি তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না।

বারুণী। কিছুই ত দেখবে না। বাইরের শত্রু দমন করতে উঠে পড়ে লেগেছ, ঘরে যে তোমার কতবড় শত্রু গজিয়ে উঠেছে, সেদিকে তোমাদের কারও দৃষ্টি নেই। এই ছেলে মানুষ হয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করবে? স্বপ্নেও তা মনে করো না। ও মুসলমান হয়ে বসে আছে।

বজ্র। কি পাগলের মত বকছ? যাও, নিজের কাজে যাও।

মরালী। কি করেছে মা, বল দেখি।

বারুণী। মর্দান খাঁ মুর্গীর মাংস আর ভাত রেঁধে স্নান করতে গিয়েছিল, হতভাগা ছেলে দরজা খুলে সব নিঃশেষ করে এসেছে।

বজ্র। তবে আর কি? জাত গেছেই। মর্দান খাঁকে বল, ওকে মোল্লার কাছে নিয়ে যাক।

মরালী। কীর্তিনারায়ণ, একথা সত্য?

কীর্তি। সত্য।

মরালী। তুমি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশধর হয়ে মুর্গীর মাংস খেয়ে এলে?

কীর্তি। তুমি জান না, মর্দান খাঁ বেশ রাঁধে। আর মুর্গীর

মাংস যে কি চমৎকার জিনিষ, তুমি যদি একবার খেয়ে দেখতে—
[জিভে কামড় দিল]

বারুণী। থাম অসভ্য ছেলে!

কীর্তি। দেখ মা, তোমার যদি কোন নালিশ থাকে, উপস্থিত কর; আমি পারি, কেটে বেরিয়ে আসব, না পারি, মাথা পেতে শাস্তি নেব। তা বলে আমায় অপমান তুমি করতে পার না।

বারুণী। অপমান! খঞ্জন ঠাকুরকে খবর পাঠিয়েছি। তোমার মাথায় ঘোল ঢেলে নগর প্রদক্ষিণ করানো হবে।

বজ্র। তুমি আবার খঞ্জন ঠাকুরকে খবর দিলে কেন?

বারুণী। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

বজ্র। কিসের প্রায়শ্চিত্ত? ধর্মটা এত ঠুনকো জিনিষ নয় যে, সামান্য অত্যাচারের ঘায়ে ভেঙে যাবে।

বারুণী। কি বলছ তুমি?

বজ্র। ঠিকই বলছি। মুসলমানের অত্যাচার আমি বরদাস্ত করব না, তা বলে হিন্দুর গোঁড়ামিও আমি সইব না।

বারুণী। তুমি কি বল মা?

মরালী। আমারও ওই কথাই মা। উচ্ছৃংখলতা ভাল নয় বটে, গোঁড়ামিও ভাল নয়।

বারুণী। হিন্দুশাস্ত্রে কুক্কুটমাংস নিষিদ্ধ নয়?

মরালী। হতে পারে। কিন্তু মানুষের জন্যই শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়। যুগের প্রয়োজনে শাস্ত্রের বিধানের রদবদল করতেই হবে।

কীর্তি। হেরে গেলে বলে দুঃখ করো না মা। এমন সুযোগ তুমি আরও পাবে।

[প্রস্থান।

বারুণী। আচ্ছা মা, এত উদার তুমি, তবে আমার শ্বশুরকে ত্যাগ করেছিলে কেন মা? তিনি ত প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন।

বজ্র। আর ধর্মত্যাগও তিনি বাধ্য হয়েই করেছিলেন,স্বেচ্ছায় নয়।

মরালী। আবার সেকথা কেন তুললি তোরা? সে আগুন যে আমি কত যত্নে ছাইচাপা দিয়ে রেখেছি। কত দেবদেবী দর্শন করেছি, কেউ আমায় শাস্তি দিতে পারেনি। সবাই আমায় দেখে মুখ ফিরিয়েছে, সবারই চোখে দেখেছি আমি তাঁরই সে দরবিগলিত অশ্রুধারা। এক মুহূর্তে আমরা সবাই তাঁর পর হয়ে গেলুম, তাঁর পিতা তাঁর প্রণামটাও নিলেন না। ছেলেটা তাঁকে জড়িয়ে ধরলে, আমি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এলুম। ওঃ, বৌমা—

বারুণী। থাক মা থাক, আর আমি শুনতে চাই না।

বজ্র। বসো মা, স্থির হও।

মরালী। শ্মশানে যখন তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হলো, চেয়ে দেখি একধারে নিশ্চল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে তাঁর শ্রাবণের ধারা বইছে। সে কি করুণ, সে কি মর্মস্পর্শী! আজ মনে হচ্ছে, তাঁর কোন দোষ ছিল না। সমাজের চেয়ে মানুষের দাম অনেক বেশী।

বজ্র। তুমি যদি অনুমতি দাও মা, আমি দিল্লী গিয়ে তাঁর সন্ধান নিয়ে আসি।

মরালী। না-না-না, ভুলেও তাঁর কথা মনে করিসনি বাবা। তোর ললাটের লিখন—না-না, তা হবে না। সন্ধান করেই বা কি হতো? এত দুঃখ সয়ে নিশ্চয়ই তিনি আর বেঁচে নেই। আঃ— বুকটা কেন কেঁপে উঠলো? সব গোলমাল করে দিলে!

চতুর্মুখের প্রবেশ।

চতুর্মুখ। মহারাজ—

বজ্র। কি চতুর্মুখ, মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এলে ? খাজনা দিয়েছ ?

চতুর্মুখ। দিয়েছি।

মরালী। তবে তোর মুখে এমন আষাঢ়ের মেঘ জমেছে কেন চতুর্মুখ ? কেউ কিছু বলেছে ?

চতুর্মুখ। না জ্যাঠাইমা ! কিন্তু এক ফকির—

বারুণী। ফকির বুঝি মুর্শিদাবাদে গেছে ?

চতুর্মুখ। নবাবের কাছে সে নালিশ করেছে যে, আমাদের মহারাজ তাকে অপমান করেছেন, তাঁর হুকুমে পাইক বরকন্দাজেরা ফকিরকে প্রহার করেছে।

বজ্র। বটে ! নবাব তা বিশ্বাস করেননি ত ?

চতুর্মুখ। বিশ্বাস ত করেছেনই, তার উপর এইমাত্র সংবাদ পেলুম—আপনাকে বন্দী করার জন্য সৈন্য পাঠাতে হুকুম দিয়েছেন ?

মরালী। কি সর্বনাশ ! তুমি বললে না যে ফকিরের কথা সর্বৈব মিথ্যা ?

চতুর্মুখ। বলবার চেষ্টা করেছিলুম, নবাব আমার কথা শুনলেন না। রামজীবন রায় গোপনে আমায় ডেকে বললেন,—নারায়ণগড়ের হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে যদি মহারাজের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাহলে তিনি সে আবেদন নবাবের কাছে পৌছে দেবেন। একমাত্র এই উপায়েই মহারাজের রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

বজ্র। তাই নাকি ?

বারুণী। এই বাংলার নবাব ? কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যবিধাতা

এমনি চঞ্চলমস্তিষ্ক? একটা ফকির রাজার বিরুদ্ধে নালিশ করলে, আর অমনি তিনি হুকুম দিলেন, রাজাকে বন্দী করে নিয়ে এস। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হলো না?

মরালী। নবাবের বিচার এমনই অদ্ভুত বৌমা। চতুর্মুখ, যত অর্থ লাগে নিয়ে যাও। শত্রুদের মুখ বন্ধ কর, মিত্রদের সংঘবদ্ধ কর। পারবে না তোমাদের রাজাকে রক্ষা করতে?

চতুর্মুখ। পারব জ্যাঠাইমা; কিন্তু শুধু অর্থে হবে না, খঞ্জন ঠাকুরকে আমার সংগে যেতে হবে! যত অনিষ্টের মূল ওই লোকটা। মুসলমানদের রাগ রাজার উপর কিছুমাত্র নেই; রাগ শুধু এই খঞ্জন ঠাকুরের উপর।

মরালী। ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই তাঁর কাছে অস্পৃশ্য। দীর্ঘকাল এ অন্যায় সহ্য করে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বজ্র। মা-ঠাকরুণের নিষ্ঠা আরও সাংঘাতিক; তিনি নৈকষ্য কুলীনের মেয়ে, স্বামীকে স্পর্শ করলেও তাঁর স্নান করতে হয়।

মরালী। তুই যা চতুর্মুখ, তাঁকে নিয়ে প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে—

বজ্র। না মা, তা হয় না। এতকাল যাদের অর্থ দিয়ে, সেবা দিয়ে, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল দিয়ে অনুগ্রহ করে এসেছি, আজ তাদেরই কাছে তুচ্ছ প্রাণের জন্য ভিক্ষা চাইব, তোমার ছেলে এত ক্ষুদ্র নয় মা। আজ যাদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করবে, কাল তারা নানা অছিলায় আবার অর্থ চাইবে। কথায় কথায় তারা বুঝিয়ে দেবে যে তারাই আমার মালিক, আর আমি তাদের অনুগৃহীত গোলাম। এমন কলংকিত জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক বাঞ্ছনীয়।

বারুণী। সব সত্য। কিন্তু তোমার জীবনের সংগে কতগুলো জীবন জড়িত, সে কথাটা ভেবে দেখেছ?

বজ্র। দেখেছি বারুণী! আমি জানি, আমি যদি মরি, তোমরা সবাই মরবে, না হয় ধর্মত্যাগী হবে। কিন্তু আমার মৃত্যুর কথাটাই বা তোমরা চিন্তা কচ্ছ কেন?

বারুণী। কি দিয়ে বাদশাহী সৈন্যের গতিরোধ করবে তুমি? কি আছে তোমার?

বজ্র। আমার মায়ের আশীর্বাদ আছে, স্ত্রীর শুভেচ্ছা আছে, আমার চতুর্মুখ ঢালী আছে, আরও আছে বিশ হাজার সৈন্য—তারা মরবে, তবু হটবে না। মা, যে অত্যাচারী নবাব শুধু স্বধর্মীর কথা শুনেই বিচার করে বসে থাকে, তার নির্যাতনের ইন্ধন আর আমি জোগাব না। তাকে আমি বুঝিয়ে দেব যে পিপীলিকাও দংশন করতে জানে।

চতুর্মুখ। ঠিক বলেছেন মহারাজ। কথাটা আগে বুঝতে পারিনি। আবেদনে সাময়িক ফল হতে পারে, কিন্তু বাংলার স্থায়ী মংগল ত হবে না। বাধা না পেয়ে তাঁর অত্যাচারের স্রোত দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। বাঁচি কি মরি, আজ আমরা তাঁকে বাধা দেব। আর কিছু না হোক, ভবিষ্যতে তাঁর যেন স্মরণ থাকে যে হিন্দুরা মেষ নয়, মানুষ।

বজ্র ও বারুণী। হিন্দুরা মেষ নয়, মানুষ।

মর্দান খাঁর প্রবেশ।

মর্দান। আমাকে একবার হুকুম ছ্যাও ত রাজা। ওই যে হুমুন্দি সদর দুয়ারে খারাইয়া দারি নাইর‍্যা লাম্ফা লাম্ফা বাত ছারতে আছে, অর মাথাডা ঘ্যাচাং কইরা নামাইয়া বুঝাইয়া দেই যে, ইন্দুরা ম্যাষ নয় মানুষ।

বারুণী। কে এসেছে মর্দান খাঁ?

মর্দান। কয় ত বাদশার লোক। হালার কথা হুনলে পিত্তি গরম না অইবার পারে না। বলে তোগ রাজারে ডাক্। ফকিরের বেইজ্জত করছে, ট্যার পাইব খনে।

মরালী। যা ত চতুর্মুখ, লোকটাকে এখানেই নিয়ে আয়।

মর্দান। যদি আরও কিছু কয়, হালারে পিছা মারতে মারতে খ্যাদাইয়া দিবা।

চতুর্মুখ। তুই ব্যাটা যে সবাইকে পিছা মারিস। বাদশা যে কবে তোকে বেঁধে নিয়ে জ্যান্ত কবর দেন, তার ঠিক নেই।

মর্দান। হঃ, বাদশার ভয় করবা তুমি। আমি যদি ওরে বোগলে পাই, মারুম পিছার বারি।

বারুণী। এইবার ত বোগলে পাবে, বেশ করে পিছা বাগিয়ে রাখ। কিন্তু সাবধান, যাকে তাকে মেরে পিছার অসম্মান করো না চাচা।

[প্রস্থান।

চতুর্মুখ। এস জ্যাঠাইমা!

[প্রস্থান।

মরালী। কি জানি; কি আছে বিধাতার মনে। বাবা বজ্রনারায়ণ, আর যাই করিস বাবা, দূতকে যেন অসম্মান করিসনে।

[প্রস্থান।

বজ্র। মর্দান,—

মর্দান। কও।

বজ্র। বাদশার সংগে যদি যুদ্ধ বাধে তুই কি করবি?

মর্দান। যুদ্ধ করুম।

বজ্র। যুদ্ধ করবি? জাত-ভাইয়ের বিরুদ্ধে!

মর্দান। আমি ত আর ওই হালাগো মত নেমকহারাম না। যার লুন নিজে খাইছি, জরু-ছাওয়ালরে খাওয়াইছি বাঁচাইছি, তার লগে বেইমানি করুম ক্যাম্‌তে কও দেহি? জাইত-ভাই গোল্লায় যাউক, তুমি আমাগো বাপ, তুমি আমাগো মা; তোমার বাঁচনে আমাগো বাঁচন, তোমার মরণে আমাগো মরণ। [নতজানু]

নাজির আহম্মদের প্রবেশ।

নাজির। দূর ব্যাটা কাফের।

মর্দান। কাফের কও কারে হালা? মারুম কপালে পিছা।

নাজির। মুসলমান হয়ে তুমি হিন্দুর কাছে নতজানু হও ব্যাটা? লজ্জা করে না তোমার?

মর্দান। না। লজ্জা করে তোমাগো চোপা দেখলে। আকালে কত মোছলমান মরছে, কোন ব্যাটা মোছলমান এক দলা ভাতও দেয় নাই, আর এই হিঁদুর ছাওয়াল না করছে কি? শয়তান ব্যাটারা ব্যাবাক ভুইল্যা গেছে, আমি ত ভুলি নাই। কোন খাদের মধ্যে আছিলা তোমরা, যহন এত মোছলমান আকালে মরল? আইজ ধর্ম মারাইতে আইছ।

নাজির। বাচালতা করো না নির্বোধ।

বজ্র। বাচালতা তুমিই ত কচ্ছ নাজির আহম্মদ। তুমি দূত, দূতিয়ালী শেষ করে চলে যাও। আমার কর্মচারীকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করবার অধিকার কেউ তোমাকে দেয়নি।

নাজির। মুসলমান আমি, মুসলমানের বে-তবিয়ৎ ব্যবহার দেখলে নিশ্চয়ই বলব।

বজ্র। তোমার ঘরে গিয়ে বলো, আমার ঘরে নয়। এখানে

আমি প্রভু, এরা আমার আশ্রিত। এর মধ্যে জাত নেই, ধর্ম নেই, নবাব-বাদশা নেই। কিন্তু তোমাকে এসব বলাই বৃথা। তোমার মাথাভরা গোবর, আর প্রাণভরা হিংস্র শ্বাপদের নিষ্ঠুরতা।

নাজির। বজ্রনারায়ণ!

বজ্র। বজ্রনারায়ণ নয়, 'মহারাজ'। নবাবের দূতের যদি এখনো সহবৎ শিক্ষা না হয়ে থাকে, চাবুকের ঘায়ে আমি তা শিখিয়ে দেব।

নাজির। আমাকে তুমি চেন না রাজা।

বজ্র। তোমাকে চিনি না? নবাব যদি হিন্দুদের ধরে আনতে বলেন, তুমি বেঁধে নিয়ে আস। ব্রাহ্মণ জমিদারের আজ নবাবের বৈকুণ্ঠে যে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা তুমিই তার প্রধান কর্মকর্তা।

নাজির। তোমাকেও এবার সে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। প্রস্তুত হও।

বজ্র। প্রস্তুত আমি হয়েই আছি। মুর্শিদকুলি খাঁর মত হিন্দু-বিদ্বেষী নবাব যখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা, আর তোমার মত ধর্মত্যাগী কুত্তা যখন তার সহায়—

নাজির। হুঁশিয়ার হিন্দু।

মর্দান। হুঁশিয়ার হালার বাই হালা।

বজ্র। যা মর্দান, মাকে বল, গংগাজল নিয়ে আসতে।

মর্দান। ব্যাডা পোরাকপাইল্যা।

[প্রস্থান।

বজ্র। বল দূত, কি তোমার বক্তব্য।

নাজির। তুমি জালাল ফকিরকে অসম্মান করেছ?

বজ্র। না।

নাজির। তাকে লোকজন দিয়ে প্রহার করিয়েছ?

বজ্র। মিথ্যাকথা।

নাজির। তোমার এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে শাহজাদা ফরিদ খাঁ সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন। তোমার এ সাধের রাজ্য আমরা পদ্মার জলে ডুবিয়ে দেব।

বজ্র। সাধ্য থাকে দিও, বাচালতা করো না।

নাজির। তার পূর্বে শাহজাদা তোমার রাজপ্রাসাদে দরবার বসাবেন। তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, দরবারে তা পেশ করতে পার।

বজ্র। কবে দরবার বসবে ?

নাজির। আজ থেকে সপ্তম দিনে মধ্যাহ্নবেলায়।

বজ্র। শাহজাদাকে আমি আমার প্রাসাদে পদধূলি দিতে সসম্মানে নিমন্ত্রণ কচ্ছি। কে আছ, দূতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, আর এই কলুষিত স্থান গংগাজলে ধৌত কর। [থুথু ফেলিলেন]

নাজির। নাজির আহম্মদ কিছু ভোলে না রাজা।

বজ্র। বজ্রনারায়ণও তোমাকে ভুলবে না নাজির আহম্মদ। যদি দিন পাই, বৈকুণ্ঠের স্বাদ তোমাকেও পেতে হবে।

নাজির। তার আগেই তুমি মরবে।

[প্রস্থান।

বজ্র। পদে পদে লাঞ্ছিত পরানুগৃহীত এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। বাঁচতে যদি হয়, বাঁচার মতই বাঁচব, না হয় হাসতে হাসতে মৃত্যুকেই আলিংগন করব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফকিরের গৃহসম্মুখস্থ পথ

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। আবদুল জব্বরকে তুমিই ধরিয়ে দিয়েছিলে ব্যাটা বজ্রনারায়ণ। এবার দেখ কে কাকে ধরিয়ে দেয়। তোমার ভিটেয় আমি ঘুঘু চরাব, তবে আমার নাম আবদুল জব্বর—থুড়ি, জালাল ফকির। সাহসটা দেখেছ? মুসলমানের রাজত্বে মুসলমানকে বেইজ্জত করে? জলে বাস করে কুমীরের সংগে দাংগা? নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বেঁচে থাক। আল্লাতালার দোয়ায় বাংলা মল্লুকে মুসলমানেরাই বেঁচে থাকবে; হেঁদুরা সব মরবে।

গীতকণ্ঠে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস।—

গীত

আল্লা হরি রাম রহিমে কোন প্রভেদ নাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য, শোন রে মানুষ ভাই।

ফকির। ব্যাটা বলে কি?

জ্ঞানদাস।—

পূর্ব গীতাংশ

আকাশবায়ু চন্দ্রতারায় পশুপাখী নদীর ধারায়,
এই একই গান নিত্য বাজে আল্লা হরি সকল ঠাঁই।

ফরিক। বেরো বেল্লিক।

জ্ঞানদাস।—

পূর্ব গীতাংশ

আসল ভুলে নকল নিয়ে রইলি কেন মাতি,
তোমার পথে নামলে আঁধার আমিই ধরব বাতি,

ফকির। কাফেরের বাতি আমি চাইনে।

জ্ঞানদাস।—

পূর্ব গীতাংশ

একই পিতার আমরা ছেলে,
রাখিস না রে দূরে ঠেলে।
আয় রে বুকে দুঃখ সুখে ভুলিস না তোর আমি ভাই।

[আলিংগনোদ্যত]

ফকির। খবরদার কাফের। [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল]

জ্ঞানদাস। মেরেছ দুঃখ নাই; তবু একবার মুক্তকণ্ঠে বল,—যিনি আল্লা, তিনিই নারায়ণ।

ফকির। তোর নারায়ণকে নিয়ে তুই দূর হ ব্যাটা গেঁজেল। [যষ্টিদ্বারা প্রহার]

চাষীর ছদ্মবেশে ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। করেন কি ফকির সাহেব? ব্যাটা হেঁদুকে ছুঁয়ে ফেললেন? এই পড়ন্ত বেলায় আবার গোসল করতে হবে যে?

ফকির। তা তুমি হক কথাই বলেছ, মিঞা। ব্যাটাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কারও দুটো হাত, কারও চারটে, কারও আবার দশটা। এরা আবার মানুষ?

জ্ঞানদাস। না মিঞা, আমরা মানুষও নই, জানোয়ারও নই।

আমরা সৃষ্টির অভিনব জীব। জানোয়ারও যদি হতে পারতুম, তবু এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতুম না, কবে তোমাদের মত অত্যাচারীর বুকের মাংস কামড়ে খেতুম। কিন্তু এদিন থাকবে না ফকির। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ফকির। কি বলেছেন তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ?

জ্ঞানদাস। বলেছেন, যখনই ধর্মের গ্লানি হবে, তখনই আমি আসব। তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন।

[প্রস্থান।

ফরিদ। আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছেন? আমার যে সেই থেকে কি রাগ হচ্ছে তা আর আপনাকে কি বলব ফকির সাহেব? আপনি নিতান্ত মহাপুরুষ তাই, আর কেউ হলে ওকে এইখানে জ্যান্ত কবর দিত।

ফকির। আমিই কি ছাড়ব নাকি? দাঁড়াও না, সবে জাল ফেলেছি, রুই কাৎলা থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত সব গুটিয়ে এনে জবাই করব। নারায়ণগড়ে হিন্দুর চিহ্নও রাখব না।

ফরিদ। আর যাই করুন আর নাই করুন, রাজাটাকে যদি কচুকাটা করতে পারেন, তবেই এখানে ইসলামের আবাদ হবে, নইলে ইসলাম গেল। এ রাজ্যের তামাম মুসলমানকে যদি ধরে ধরে হেঁদু করে না দেয় ত কি বলেছি।

ফকির। কি। মুসলমানকে হিন্দু বানাবে?

ফরিদ। বানাবে কি, বানিয়েছে।

ফকির। কাকে?

ফরিদ। আমার বাপজানকে। পরশু রেতের বেলা কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ পাইক বরকন্দাজ এসে আমার বাপজানকে টেনে

হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে গলায় তুলসীর মালা দিয়ে আর কাছিমের মাংস খাইয়ে—ওঃ ফকির সাহেব, আমার বাপজানকে বাঁচান ফকির সাহেব। এই দেখুন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

ফকির। স্থির হও মিঞা। আমি এর যোগ্য প্রতিফল দেব। একটা মুসলমানকে সে হিন্দু বানিয়েছে, তার যে যেখানে আছে, সবাইকে ধরে এনে আমি কলমা পড়াব, আর তাকে মুর্গীর মত জবাই করব।

ফরিদ। আঃ—বাঁচলুম। কিন্তু কি করে করবেন ফকির সাহেব? সে নাকি নারায়ণের আশ্রিত। আর সে নারায়ণ নাকি ভীষণ ভয়ানক জ্যান্ত ঠাকুর।

ফকির। জ্যান্ত ঠাকুরই বটে। আমি যখন এই লাঠির খোঁচা মেরে তার একটা চোখ ফুঁড়ে দিলুম, তখন সে আমার গলা টিপে ধরলে না কেন?

ফরিদ। তাইত বটে। আমার ত এ কথাটা খেয়াল হয়নি। সে যখন কিছুই করতে পারলে না, তখন সে কিসের ঠাকুর? তবে একটা কথা, সে নিজে না মেরে তার লোকজন দিয়ে ত আপনার হাড় গুঁড়ে করে দিয়েছে।

ফকির। কোন ব্যাটা আমার হাড় গুঁড়ো করবে? এইসা আদমি তামাম মল্লুকমে কই হ্যায়? মর্দান খাঁ একবার আমার হাত ধরে টান মেরেছিল মাত্র, তারপরেই—

ফরিদ। আমরা এসে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলুম।

ফকির। তুমিও ছিলে নাকি?

ফরিদ। আমিই তো মর্দান খাঁর হাতে প্রথম লাঠি মেরেছিলুম।

ফকির। তবে ত তুমি সবই জান।

ফরিদ। জানি না আবার? আমার চেয়ে বেশী কে জানে? আমার খালু কি বলে জানেন? বলে, ফকির হেঁদু ব্যাটাদের অপবিত্র মন্দিরে ঢুকেছিল কি পেসাদ খেতে? তারাই বা তাকে নেমন্তন্ন করে কেন, আর উনিই বা পেসাদ খেতে যায় কেন?

ফকির। তোমার খালু একটি গাধা। আমি ফকির, ইসলামের সেরা মুরীদ, পীরও বলতে পার; আমাকে নেমন্তন্ন করবে হিন্দুর মন্দিরে, আর আমি খাব প্রসাদ!

ফরিদ। ওইখানেই ত খটকা লাগছে।

ফকির। তোমার মাথাই নেই। আমি মন্দিরে ঢুকেছিলুম ব্যাটাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে যে, যাকে তারা ঘটা করে পূজো করছে, সে শুধু খড়মাটির পুতুল।

ফরিদ। এতক্ষণে বুঝলুম। আচ্ছা হজরত, রাজার লোকেরা আপনাকে দু ঘা দিলে না?

ফকির। তুমি ব্যাটা একটি আস্ত গরু। মুসলমানের রাজত্বে ফকিরকে মারবে হিন্দু? মর্দান ব্যাটা শুধু হাত ধরলে, আর ওই কসবীর বাচ্ছা খঞ্জন ঠাকুর গালাগালি দিয়ে গায়ের ঝাল মেটালে। খঞ্জন ব্যাটাকে ত আমি কোতল করে বসে আছি।

ফরিদ। তা করুন। কিন্তু আমার বাপজানের কি হবে হজরত?

ফকির। কোন ভয় নেই। যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক, হিন্দু একটাও থাকবে না, বিলকুল মুসলমান হয়ে যাবে।

ফরিদ। যুদ্ধ হবে? কার সংগে? আপনি তাহলে যুদ্ধ করবেন নাকি?

ফকির। আমি করব কেন? নবাবের ফৌজ এসেছে, সংগে এসেছে শাহজাদা ফরিদ খাঁ।

ফরিদ। ফরিদ খাঁ যদি সব শুনে-টুনে আপনার উপর বেঁকে বসে?

ফকির। তাহলে সে নিজেই মরবে। কিন্তু অত বুদ্ধি তার নেই। বাপটি যেমন কানপাতলা, ছেলেটা তেমনি গর্দভ। তোমার নাম কি বললে?

ফরিদ। আমার নাম ঠ্যাঙা খাঁ।

ফকির। কি খাঁ?

ফরিদ। ঠ্যাঙা খাঁ। কুকুর দেখলেই আমি ঠ্যাঙাই কিনা, তাই বাপজান আমার এই নাম রেখেছে। আচ্ছা হজরত, আপনার এখানে গাঁজা আছে?

ফকির। চোপরাও কমবক্ত। ফকিরের ঘরে গাঁজা?

ফরিদ। রাগ কচ্ছ কেন বাবা ফকিরের পো? গাঁজায় দম না দিলে এতগুলো মানুষের ধর্মবিশ্বাসে কেউ ঘা দিতে পারে? তুমি বাবা জাত-ফকির নও, পেটের জ্বালায় ফকিরি নিয়েছ বাবা। দাও না একটু গাঁজা, দোয়া করে চলে যাই।

ফকির। ব্যাটাকে ভাল মনে করেছিলুম। দূর দূর, বেরো হতভাগা।

ফরিদ। আচ্ছা মেহেরবান, আল্লার দোয়া হলে আবার দেখা হবে। সেলাম। ভাল কথা, আমার খালু জিজ্ঞেস কচ্ছিল—হজরতের আগে আস্তানা কোথায় ছিল?

ফকির। তোর খালু জাহান্নমে যাক।

ফরিদ। তা না হয় গেল,—কিন্তু হুজুর, আপনার আটপৌরে নামটি কি ছিল?

ফকির। তোর সে খবরে দরকার কি রে নচ্ছার? বেরিয়ে যা বলছি, নইলে লাঠিপেটা করব।

ফরিদ। লাঠিটা খেয়েও যেতে পার। সেলাম হজরত, সেলাম।
[প্রস্থান।

ফকির। চিনতে পারেনি। ওই আবার কে আসছে। খোদা, মেহেরবান, আমার বাহুতে বল দাও, হৃদয়ে শক্তি দাও, যারা অন্ধকারে আছে, তাদের চোখে যেন আমি ইসলামের পবিত্র আলো জেলে দিতে পারি। দুনিয়ায় ক্রেস্তান থাক,—ইহুদী থাক—কিন্তু হিন্দু যেন কেউ না থাকে। যারা তেত্রিশ কোটি পুতুলকে দেবতা বলে পূজো করে, তাদের চিহ্নও তুমি রেখো না। পবিত্র ইসলামের পতাকাতলে যারা মিলিত হবে, তাদের পাপ-তাপ ধুয়ে মুছে দাও; তার পরেও যারা পুতুলপূজো করবে, তাদের পোকামাকড়ের মত পিষে মার।

খঞ্জন মিশ্রের প্রবেশ।

খঞ্জন। ভগবান, সারাজীবন তোমায় ফুলজল দিয়েছি, তাতে যদি কোন পুণ্য হয়ে থাকে, তার পুরস্কার আমি চাই না। শুধু এই চাই ঠাকুর, মরার আগে যেন দেখে যেতে পারি, পৃথিবীতে মোছলমান বলতে আর কেউ নেই।

ফকির। কোন ব্যাটা রে? খঞ্জন ঠাকুর নয়?

খঞ্জন। কে? ফকিরের পো? ওইটে বুঝি তোমার আখড়া?

ফকির। তোমার বুকের পাটা ত খুব। আমার বোগলে আসতে তোমার সাহস হলো ব্যাটা?

খঞ্জন। কেন হবে না ব্যাটাচ্ছেলে? এটা হচ্ছে রাস্তা, তোমার আখড়াও নয়, কেনা জমিও না।

ফকির। কেন তুমি এখানে এসেছ শুনি।

খঞ্জন। আমার গ্রাম, আমি আসব না? তুমি কেন এখানে মরতে এসেছ,—সেই কথাটা বল।

ফকির। তুমি কার সংগে কথা বলছ জান?

খঞ্জন। কেন জানব না? তুমি ত সেই ফকির—যে আমাদের তাড়া খেয়ে মুর্শিদাবাদ গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তারপর, আছ কেমন? আর দু-দশটা ঠাকুরের চোখ গেলে দিতে পেরেছ? নবাবের কাছে কি বখশিস পেলে?

ফকির। চোপরাও কমবক্ত।

খঞ্জন। তুমি চোপরাও বেশীবক্ত। হ্যাঁ হে, তোমাদের নবাব সাহেব আর কটা মন্দির ভেঙেছেন? শরীর-টরীর ভাল আছে ত? অনেকদিন মন্দির ভাঙার খবর পাইনি কিনা, ভাবলুম—নবাব বুঝি মরেই গেছে।

ফকির। হুঁশিয়ার হয়ে নবাবের সম্বন্ধে বাৎচিৎ করবে।

খঞ্জন। আমি আর কি চিৎ করব? তোমরা চারদিক থেকে তাকে চিৎপাত করেই ত এনেছ, এবার কবরে গেলেই হয়। নাও, সর, রাস্তা আগলে দাঁড়ালে কেন?

ফকির। তোমাকে আমি ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

খঞ্জন। তার আগেই তোমাকে শেয়ালের পেটে যেতে হবে।

ফকির। কি?

খঞ্জন। রাজার লোকেরা দড়ি নিয়ে আসছে। তোমাকে বেঁধে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তামাককাটা করবে। আঠারটা শেয়ালকে খাঁচায় পুরে রেখেছে তোমার গোস্ত খাবার জন্যে।

ফকির। যা যা, তোদের রাজাকে গিয়ে বল, নবাবী ফৌজ আসছে। বজ্রনারায়ণকে জানোয়ারের মত খাঁচায় পুরে মুর্শিদাবাদে

নিয়ে যাবে, তার মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী হবে। ফকিরের অপমান নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কখনও বরদাস্ত করবেন না।

খঞ্জন। তিনি হিন্দুর কিই বা বরদাস্ত করেন? দোষ করলেও শূল, না করলেও শূল। ঢের ঢের নবাব-বাদশা দেখেছি, এমন ইতর নবাব আর কখনো দেখিনি।

ফকির। খবরদার বেয়াদব।

খঞ্জন। লোকটা নাকি বামুন ছিল হে? আমার ত বিশ্বাস হয় না। ও নিশ্চয়ই শেয়ালের পেট চিরে বেরিয়ে এসেছে। নইলে এমন শয়তানি বুদ্ধি হয়?

ফকির। আমি তোমাকে লাঠিপেটা করব উল্লুক।

খঞ্জন। উল্লুক তোর চোদ্দ পুরুষ। আমি তোকে এতক্ষণ খড়ম পেটা করিনি কেন জানিস? খড়মটা ভেঙে যাবে বলে। যা করেছিস তুই, আর কোন হিন্দু রাজা হলে তোকে সেখানেই বলি দিত।

ফকির। কে কাকে বলি দেয়, দেখগে যা। আর সবাই যদি বেঁচেও যায়, তোর বাঁচা হবে না, তোকে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে লবণের গাদায় শুইয়ে রাখবে।

খঞ্জন। খঞ্জন মিশ্র ইচ্ছে করে বাঘের পেটে যাবে, তবু বেজাতের হাতে মরবে না।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। খবরদার ঠাকুর, আবার যদি তুমি ফকির সাহেবকে অপমানজনক একটা কথা বল, বামুন বলে আমি ক্ষমা করব না।

খঞ্জন। তা করবে কেন? আমি যে স্বজাতি, স্বধর্মী, আমার

অপমান তোমার গায়ে লাগবে কেন? তোমার মত ঘরভেদী বিভীষণ না থাকলে এরা হিন্দুর সর্বস্ব লুট করবে কার সাহায্যে?

কেশরী। মুখ সামলে কথা বল ঠাকুর। বেশী বাচালতা যদি কর, আমি এখানেই তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেব।

খঞ্জন। দাও। ও ত জানাই। তুমি যখন নবাবী ফৌজের সংগে এসেছ কেশরী রায়, তখন নারায়ণগড়ের এককণা মাটিও থাকবে না। আমার মাথাটা উড়িয়ে দাও, হিন্দুত্বের যেখানে যা কিছু শেষ চিহ্ন আছে, সব পদ্মার জলে ভাসিয়ে দাও। ওরে হিন্দুর কালাপাহাড়—

কেশরী। খঞ্জন মিশ্র!

ফকির। মোল্লাকে ডাক কেশরী রায়, এখনি ওকে কমলা পড়িয়ে মুসলমান বানাব।

খঞ্জন। ভগবান, একবার মাটি ফুঁড়ে ওঠ। হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করতে একদিন যেমন নৃসিংহমূর্তিতে বেরিয়ে এসেছিলে, তেমনি করে আর একবার বেরিয়ে এস। ধ্বংস কর—ধ্বংস—ধ্বংস।

[প্রস্থান।

ফকির। তুমিই কেশরী রায়?

কেশরী। হ্যাঁ হজরত।

ফকির। বড় খুশী হয়েছি তোমার উপর। আমি তোমায় দোয়া করব।

কেশরী। হজরতের অনুগ্রহ।

ফকির। তুমি নিশ্চয় পুতুল পুজো কর না।

কেশরী। পাগল হয়েছেন? ওসব চোখে দেখাও পাপ।

ফকির। দুনিয়ায় ইসলাম ছাড়া মানুষের উদ্ধারের কোন পথ নেই।

কেশরী। তা ত বটেই। ধর্ম ত এই একটাই। আর সব বাজে।

ফকির। তবে তুমি এখনো হিন্দুধর্ম আঁকড়ে আছ কেন বেকুব?

কেশরী। [স্বগত] শালার কথা শুনেছ?

ফকির। যুদ্ধটা হয়ে যাক, তারপরই তোমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেব। কই, তোমাদের শাহজাদা ত একবারও এলেন না?

কেশরী। তিনিই ত আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ফকির। আমাকে নিয়ে যেতে বুঝি? তা আমি যাব। তাঞ্জাম এনেছ? তাহলে আমি নাস্তা খেয়ে নিই।

কেশরী। আজ যেতে হবে না হজরত। আজ থেকে চতুর্থ দিনে আপনাকে সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে শাহজাদার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। নারায়ণগড়ের রাজপ্রাসাদে দরবার বসবে।

ফকির। দরবার বসবে? অর্থাৎ বিচার হবে?

কেশরী। আপনার বিচার নয়, বজ্রনারায়ণের বিচার।

ফকির। বিচারের কি দরকার ছিল? একেবারে সগুষ্ঠি বেঁধে নিয়ে এলেই হতো। হিন্দুর আবার বিচার কি?

কেশরী। তা ত বটেই। আমরাও সেই কথাই বলেছিলুম। শাহজাদা হাজার হোক ছেলেমানুষ ত। যাক, তাতে আপনার ভাবনা কি? বিচারে যা হবে, সে ত বুঝতেই পাচ্ছি।

ফকির। কি হবে বল দেখি? ফাঁসি না শূল?

কেশরী। দুইই। রাজার নিশ্চয়ই ফাঁসি হবে, আর এই বামনা ব্যাটার শূল। কিন্তু মর্দান খাঁর কি করা যায় বলুন দেখি। সেও নাকি আপনাকে অপমান করেছে।

ফকির। তবু আমি তাকে ক্ষমা করব কেশরী। কারণ, ফকিরের সেরা গুণ হচ্ছে ক্ষমা।

কেশরী। আহা হজরতের দয়ার শরীর। এমন লোককেও কি না মর্দান ব্যাটা ধরে জুতিয়ে দিলে।

ফকির। জুতিয়েছে কে বললে? হাত ধরেছিল, হাত।

কেশরী। তাই বলুন, চাষী ব্যাটারা কি মিথ্যাবাদী দেখুন। বলে,—সাধে কি আমরা ক্ষেপেছি? হুজুরকে মর্দান খাঁ মেরেছে জুতো, আর খঞ্জন মিশ্র মেরেছে থাপ্পড়।

ফকির। থাপ্পড়!

কেশরী। যদি মেরেই থাকে, তাই তোরা পাঁচজনকে বলবি?

ফকির। আরে যাও যাও, হিন্দুর বুদ্ধি আর কত হবে! যাও, শাহজাদাকে বলে শূলের ব্যবস্থা করগে।

[প্রস্থান।

কেশরী। শূলের ব্যবস্থা ত করবই; কিন্তু শূলে যে কে বসবে, সেইটেই বুঝতে পাচ্ছি না। আমার কিন্তু মনে হয়, এ ব্যাটা ফকির নয়। কোথায় যেন কার ফাটকে কোদাল পাড়তে দেখেছি। ফরিদ খাঁ ওকেই না ধরে শূলে বসিয়ে দেয়। নারদ ঠাকুর দরবারে তোমারও নেমন্তন্ন রইল। আসতে ভুলো না যেন।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

দরবার-কক্ষ

নাজির আহম্মদ ও চাষীগণ, বৃদ্ধ চাষীর
বেশে ফরিদও উপস্থিত ছিলেন।

নাজির। তোমরা ফকির সাহেবকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে কেন?

১ম চাষী। হঠাৎ শুনলুম যে, ফকিরকে শুধু শুধু এরা মেরে হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে। একে দুপুরবেলা, তার উপর ফকিরের বেইজ্জতির কথা শুনে আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলুম মিঞা। এখন দেখছি, সব মিথ্যে।

নাজির। সাবধান, একথা বললে তোমাদের সবারই গর্দান যাবে।

মোড়ল। যাবেই ত।

চাষীগণ। ইয়া আল্লা।

নাজির। যদি বাঁচতে চাও, বলবে—ফকিরকে প্রহার করতে তোমরা দেখেছ, প্রতিবাদও করেছ, উল্টে তোমাদেরই যখন চাবুক নিয়ে তেড়ে এল, তখনই তোমরা—

ফরিদ। এ যে মিথ্যে কথা হুজুর। শাহজাদার সামনে মিথ্যে বলব? এক পা কবরে দিয়েছি যে কর্তা।

নাজির। তবে কবরেই যা। মিথ্যে কথা বললে পাপ হবে! ভূত কোথাকার। ছলে বলে কৌশলে হিন্দুর সর্বনাশ করাই হচ্ছে পুণ্যের কাজ,—এ কথা স্পষ্ট হাদিসে লেখা আছে।

১ম চাষী। লেখা আছে? ব্যস, ব্যস, তবে ত হয়েই গেল।

মোড়ল। ও গাজি, ও ব্যাপারি, ওহে বুড়ো স্যাঙাৎ, খবরদার হাদিসের অপমান করবেনি বলছি।

ফরিদ। হাদিসের কোনখানে একথা লেখা আছে হুজুর?

নাজির। এ লোকটা কে হে মোড়ল?

সকলে। পাজি, বদমাস,—মারো ব্যাটাকে। [সকলের ফরিদকে প্রহারোদ্যোগ]

বজ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বজ্র। নাজির আহম্মদ, শাহজাদা কোথায়?

নাজির। জানি না।

বজ্র। আমি তাঁকে নিয়ে আসবার জন্য শিবিকা পাঠিয়েছিলুম। তিনি ত শিবিরে নেই, দরবারে আসবার জন্য বহুক্ষণ শিবির ত্যাগ করেছেন। তাঁর সংগেই তোমার আসা উচিত ছিল।

নাজির। আমার কি উচিত ছিল, সেকথা তোমার মুখে আমি শুনতে চাই না।

বজ্র। শুনলে কান অপবিত্র হতো না। এখানে তিনি শত্রুভাবে এসেছেন, একা তাঁর পক্ষে পথ চলা কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। যদি তাঁর কোন অনিষ্ট হয়, আমার মাথা ত যাবেই, তোমার মাথাটাও আর মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবে না।

নাজির। বাচালতা রাখ; তোমার সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে এস। খঞ্জন মিশ্র, মর্দান খাঁ, আরও সব আসামীকে জলদী হাজির কর।

ফরিদ। খামকা রাগ কচ্ছেন কেন মিঞা? রাজা হক কথাই বলেছেন।

নাজির। তোম কৌন হ্যায় বাঁদীকা বাচ্ছা?

ফরিদ। বাঁদীকা বাচ্ছা স্বয়ং শাহজাদা ফরিদ খাঁ। [মুহূর্তে ছদ্মবেশ খুলিয়া পড়িল, শাহজাদা সিংহাসনের সম্মুখে দিয়া দাঁড়াইলেন]

সকলে। শাহজাদা! [একটু বিস্ময়, পরে সকলের অভিবাদন]

ফরিদ। বসুন রাজা বজ্রনারায়ণ। [উভয়ের উপবেশন] কে আছ এখানে?

মর্দান খাঁর প্রবেশ।

মর্দান। আমি আছি হুজুর! সেলাম।

ফরিদ। তোমার নাম বুঝি মর্দান খাঁ?

মর্দান। আইজ্ঞা হ।

ফরিদ। শুনেছি, সবাইকে তুমি পিছা মার। আমি ত তোমাদের শত্রু হয়ে এসেছি। আমাকেও পিছা মারবে না ত?

মর্দান। খামকা লজ্জা দেন ক্যান্ হুজুর? আপনারে দেখলি ত খুব খারাপ লোক মনে হয় না। কি জানি,—খোদায় জানে।

বজ্র। কেন বাচা·· কচ্ছিস?

মর্দান। তুমি থাম না।

ফরিদ। তুমি এই চাষীদের এক এক ঘা চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও, কিন্তু এই মোড়ল যেন না যায়। আর তোমাকেও যেন ডাকলেই পাওয়া যায়। বুঝেছ?

মর্দান। হ, বুঝছি। আয় ব্যাটারা, আয়। ব্যাটারা ঘুঘু দেহেছ, ফাঁদ ছাহ নাই। বোঝবা'খনে কত ধানে কত চাউল।

বজ্র। যা না হতভাগা।

মর্দান। তুমি চুপ কর।

[চাষীগণসহ প্রস্থান।

নাজির। শাহজাদা, একটা গোলাম-নফরের সংগে আপনার এই হাসিঠাট্টা আমার বরদাস্ত হয় না।

ফরিদ। না হয় চলে যাও; তোমায় ত আমি ডাকিনি।

নাজির। না ডাকলেও আমায় আসতে হয়েছে। জাঁহাপনা আপনার অধীনে আমাকেই মনসবদার করে পাঠিয়েছেন।

ফরিদ। যুদ্ধের আগে মনসবদারের এত মেহনতের প্রয়োজন নেই। তুমি গিয়ে এখন বিশ্রাম কর, যখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, কেশরী রায় যেন তোমাকে তুলে দেন। রাজা, চুপ করে যে?

বজ্র। আমি আসামী শাহজাদা। আপনি ত আমার ঘরে অতিথি হয়ে আসেননি যে আপনার সংগে বন্ধুর মত আলাপ করব।

ফরিদ। হুঁ, রাজা দেখ্‌ছি খুব আইন মেনে চলেন, কি বল নাজির আহম্মদ?

নাজির। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি শাহজাদা, যে, এটা বিচারশালা।

ফরিদ। তুমিও বোধহয় ভুলে যাওনি যে, বিচারশালায় ফরিয়াদী অনুপস্থিত।

নাজির। আমিই ফরিয়াদী হয়ে রাজা বজ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছি—

ফরিদ। আমি ত গাঁজার দম দিয়ে আসিনি মিঞা, যে, রাস্তা থেকে ফরিয়াদী ধরে এনে বিচার করব।

বজ্র। শাহজাদা মহানুভব।

খঞ্জন মিশ্রের প্রবেশ।

খঞ্জন। মহারাজের জয় হোক।

বজ্র। এটা মহারাজের রাজসভা নয়, শাহজাদার দরবার।

নাজির। এতেই বুঝে নিন শাহজাদা, এরা কত অভদ্র, আর কত দাম্ভিক্; এদের শাসনে নিরীহ মুসলমানেরা কি নির্যাতন যে ভোগ কচ্ছে—

ফরিদ। তা বলে শেষ করা যায় না। তুমি সব দেখে রাখ নাজির আহম্মদ; জাঁহাপনার কাছে গিয়ে সব বলতে হবে, আর এই শয়তানদের জন্য নূতন বৈকুণ্ঠের ছক তৈরী করে রাখ।

খঞ্জন। ইনিই বুঝি বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডারী?

বজ্র। বৈকুণ্ঠের উপরে আবার বৈকুণ্ঠ!

ফরিদ। কি ঠাকুর, ভাল করে চান করেছ ত? একটু গোবর মুখে দিয়ে এলে না কেন? পাপটা ত সহজ নয়। মুসলমানে ছুঁয়ে ফেলেছে। গা-টা ঘিনঘিন কচ্ছে না?

খঞ্জন। তা—তা—না, তেমন কিছু না। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন? সে ব্যাটা তরকারীওয়ালা—একি, একি—আপনি—

ফরিদ। আমিই সে মুসলমান তরকারীওয়ালা। আমিই তোমার ঘরে জল চেয়ে পাইনি। আমাকে ছুঁয়েই তোমার জাত গেছে ঠাকুর।

নাজির। এতবড় স্পর্ধা এই ব্রাহ্মণের যে, মহামান্য শাহজাদাকে অপমান করে!

ফরিদ। শাহজাদাকে চিনতে পারলে নিশ্চয়ই অপমান করত না। করলেও এতদূর উঠত না।

বজ্র। খঞ্জন মিশ্র, আমি বহুদিন আপনাকে সাবধান করেছি, আমার রাজ্যে অস্পৃশ্যতা বলে কিছু থাকবে না। বহুবার আপনি আমাকেও অপমান করেছেন, তাও আমি গায়ে মাখিনি। আমার

আদেশ যে ছেলেখেলা নয়, এই মুহূর্তেই আপনাকে তা বুঝিয়ে দেব। [তরবারি নিষ্কাসন]

ফরিদ। ধীরে রাজা, আপনি আসামী। আর এ আমার দরবার।

বজ্র। ক্ষমা করুন শাহজাদা, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম।

ফকিরের প্রবেশ।

ফরিদ। আসুন হজরত! আমরা বহুক্ষণ আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছি। আপনি বোধহয় ঠিক সময়ে আসার তেমন প্রয়োজন বোধ করেননি; মুসলমানের রাজত্বে ফকির সাহেবদের সবই মানায়, কি বল নাজির আহম্মদ?

নাজির। বিচার আরম্ভ হোক।

ফকির। শাহজাদা, ঘটা করে এরা নারায়ণ পূজা কচ্ছিল, বহু লোকের সংগে আমিও মন্দিরে প্রবেশ করেছিলুম। এই অপরাধে এরা মেরে আমার হাত গুঁড়ো করে দিয়েছে।

খঞ্জন। মিথ্যে কথা, আমরা কেউ ওকে মারিনি, মর্দান খাঁ হাত ধরেছিল মাত্র, তারপরেই চাষীরা এসে ব্যাটাকে—

নাজির। [সপদদাপে] থাম।

ফরিদ। তুমিও একটু থাম। রাজা বজ্রনারায়ণ, আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। আপনার কি বলবার আছে রাজা?

বজ্র। তার আগে ফকির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন শাহজাদা, আমার নারায়ণ পূজোর পূর্বক্ষণে কেন তিনি যষ্টি দিয়ে আমার নারায়ণের একটা চোখ কাণা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করুন, এই কর্ম করার আগে আমার কোন লোক তাকে একটা কটু কথাও বলেছিল কিনা।

ফকির। নিশ্চয়ই বলেছে।

খঞ্জন। মিথ্যে কথা।

নাজির। তুমি থাম ঠাকুর।

বজ্র। কটুকথা কেন বলেছিল ফকির সাহেব?

ফকির। আমি মুসলমান হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছি, এই অপরাধে।

ফরিদ। আর কোন মুসলমান সেখানে ছিল না?

ফকির। না।

ফরিদ। কে আপনাকে প্রথম ধরেছিল হজরত?

ফকির। মর্দা

ফরিদ। মর্দান খাঁ বোধহয় কুলীন ব্রাহ্মণ?

নাজির। সে হয়ত পরে এসেছিল।

ফরিদ। তুমি চুপ কর নাজির আহম্মদ। একথা সত্য ফকির সাহেব যে আপনি রাজার নারায়ণ বিগ্রহের চোখ কাণা করে দিয়েছেন?

নাজির। আপনি এ সামান্য কথায় এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? একটা খড়মাটির পুতুল—

বজ্র। তোমার কাছে যে পুতুল, আমার কাছে সে দেবতা। দেবতার পূজো হলো না, অনাদরে অবহেলায় তাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম, হিন্দুর বুকে এ যে কি বেদনা, তুমি তা বুঝবে না নাজির আহম্মদ। আমার ছেলের একটা চোখ যদি উপড়ে নিত তাতেও আমার এত দুঃখ হতো না।

ফরিদ। জবাব দিন ফকির সাহেব।

ফকির। আমার যা বলবার বলেছি।

খঞ্জন। তুমি ঠাকুরের চোখ ফুঁড়ে দাওনি?

ফকির। দিয়েছি। কারণ, তুমি যাকে বলছ ঠাকুর, আমি তাকে বলি পুতুল।

ফরিদ। মর্দান খাঁ!

মর্দান খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

ফরিদ। তুমি এই ফকিরকে মেরেছে?

মর্দান। না হুজুর। ও ব্যাটা যা করছে, আমার ইচ্ছা আছিল ওর দুই ঠাং ধইরা পরপর কইরা দোফালা করি। মাঠারাণের ভয়ে পারলুম না হুজুর। আপনি যদি হুকুম দেন, ব্যাটার কপালে দশটা পিছার বারি মারি।

ফকির। যেমন অসভ্য রাজা, তার তেমনি অসভ্য চেলাচামুণ্ডা।

মর্দান। কি, আমার রাজারে অসৈব্য কও ব্যাটা? আমার রাজার মত দয়ার সাগর দুনিয়ায় আর আছে কোহানে? হিন্দু-মুসলমান বাছে না, ছোটলোক বড়লোক বোঝে না, বেবাক হালার দুয়ারে দুয়ারে গিয়া কত দোয়া করে। তারে কয় অসৈব্য? ওরে ও চতুর্মুখ, ও গুরুদয়াল, ও কলিমদ্দি—

বজ্র। কেন পাগলামো কচ্ছিস মর্দান? বাইরে যা।

মর্দান। তুমি আছ না মরছ? তোমারে অসৈব্য কয়, তবু তুমি কথা কও না? আমারে হুকুম দেও রাজা, আমি একবার—

নাজির। এসব কি শাহজাদা? এ কি বিচার, না প্রহসন?

ফরিদ। অনধিকার চর্চা করো না।

ফকির। আর আমি এ অপবিত্র স্থানে থাকব না। আমি চললুম।

ফরিদ। দাঁড়ান ফকির সাহেব। কাল অপরাহ্ণে যে চাষী

আপনার সংগে সাক্ষাৎ করেছিল, তাকে আপানার মনে আছে? তার নাম কি জানেন?

ফকির। তার নাম ঠ্যাঙা খাঁ।

ফরিদ। না হুজরত, তার নাম ফরিদ খাঁ।

ফকির। আপনি? ও—তা বেশ বেশ, আমার তখনই কেমন কেমন লাগছিল, তাই পরীক্ষা করার জন্যে অনেক বাজে কথাই বলেছিলুম।

ফরিদ। শোন নাজির আহম্মদ, শুনুন রাজা বজ্রনারায়ণ, আমি সব জেনেশুনেই বিচারশালায় এসেছি। পুতুল পূজো আমি কখনও করি না সত্য, কিন্তু যে করে তাকে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। আপনি ঠিক বলেছেন রাজা, আমার কাছে যে পুতুল, আপনার কাছে সে অমূল্য সম্পদ। আপনার ঘরে এসে আপনার দেবতাকে যে অংগহীন করেছে, তার কসুর আমি মাফ করতে পারব না।

নাজির। আপনি কি বলছেন শাহজাদা?

ফরিদ। তুমি বুঝবে না নাজির আহম্মদ, তুমি ভুলে গেছ, হিন্দুর পক্ষে এ কতবড় আঘাত। তোমরা মন্দির ভেঙেছ, বিগ্রহ বুকে করে কত পূজারী জলে ঝাঁপ দিয়ে বিগ্রহের মান রক্ষা করেছে। পূজার পূর্বক্ষণে সেই বিগ্রহের চোখ নষ্ট করা—ওঃ! মর্দান খাঁ!

মর্দান। হুজুর—

ফরিদ। এই ফকিরকে নিয়ে যাও, নারায়ণ বিগ্রহের যে চোখটা এ ব্যক্তি নষ্ট করেছে, এরও সেই চোখটা উপড়ে নিয়ে এস।

ফকির, নাজির ও বজ্র। শাহজাদা!

ফরিদ। শুনব না।

নাজির। মুসলমানের রাজত্বে ফকিরের এই অসম্মান নবাব কখনও সহ্য করবেন না। নবাব সহ্য করলেও আমি সইব না।

ফরিদ। যাও, শিবিরে গিয়ে নিজের শাস্তির কথা চিন্তা করগে। নিরীহ চাষীদের তুমি রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছ।

নাজির। বেশ করেছি। আপনার সাধ্য থাকে, আমায় দণ্ড দিন। আমারও যা সাধ্য, তা আমি করব।

[প্রস্থান।

বজ্র। শাহজাদা, ফকিরকে অন্য শাস্তি দিন।

খঞ্জন। তুমি কথা বলছ কেন? শাহজাদা ঠিক বিচার করেছেন। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন শাহজাদা।

ফরিদ। ছুঁলে যার জাত যায়, তার আশীর্বাদ আমি নিই না ঠাকুর।

ফকির। শাহাজাদা, এই আপনার বিচার! একটা পুতুলের চোখ ফুঁড়ে দিয়েছি বলে আপনি ফকিরের একটা চোখ উপড়ে নেবেন?

ফরিদ। দুটো চোখই উপড়ে নিতুম, একটা পিতার জন্য রেখে দিলুম। ফকিরের পোষাক পরলেই ফকির হয় না, পৈতে গলায় দিলেই বামুন হয় না। ফকির হবে আকাশের মত উদার, পৃথিবীর মত সহিষ্ণু; নিজের ধর্মকে সে ভালবাসবে সত্য, কিন্তু পরের ধর্মকেও ঘৃণা করবে না। তুমি যা করেছ, তাতে ইসলামের অগ্রগতি এই বাংলাদেশে দশ বছর পিছিয়ে গেছে। আমি যদি রাজা হতুম, তোমার মাথাটা তখনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।

খঞ্জন। নিয়ে যা মর্দান। সাবধান, পালায় না যেন।

মর্দান। আহেন হজরত, আহেন।

ফরিদ। মর্দান খাঁ, হাজার হাজার ফকির, লাখো লাখো মোল্লার

চেয়ে তোমার দাম অনেক বেশী। আমরা কেউ মুসলমান নই, মুসলমান তুমি।

মর্দান। কি যে কন করতা? দূর দূর। [কুর্নিশ]

ফরিদ। তোমার এই সারল্য, এই প্রভুভক্তির দাম বেহেস্তে গিয়ে পাবে ভাই। আমি তাঁর দীন বান্দা; সামান্য এই কণ্ঠহার তোমায় উপহার দিচ্ছি। হিন্দুরা মুসলমানকে ঘৃণা করে। তোমাকে দেখে তারা শিখুক, মুসলমান ঘৃণ্য নয়—নিকৃষ্ট নয়।

মর্দান। শাহজাদার জয় হোক।

ফকির। শাহজাদার ধ্বংস হোক।

[মর্দানসহ প্রস্থান।

বজ্র। কাজটা ভালো হলো না শাহজাদা। ফকিরের এই অপমান আপনার পিতা কিছুতেই সহ্য করবেন না। তিনি হয়ত আপনাকেই নির্যাতন করবেন। এখনও সময় আছে, আদেশ দিন—আমি ফকির সাহেবকে—

ফরিদ। রক্ষি! মোড়লকে নিয়ে এস।

খঞ্জন। এই ব্যাটাই কথায় কথায় মুসলমানদের ক্ষ্যাপায়।

ফরিদ। আর তুমি ক্ষ্যাপাও হিন্দুদের। আমি সব জানি ঠাকুর।

রক্ষীসহ মোড়লের পুনঃ প্রবেশ।

ফরিদ। তুমিই বুঝি নারায়ণগড়ের মুসলমানদের পীর? না খেয়ে তারা যখন দলে দলে মরে, তখন তোমার দশটা ধানের মরাই থেকে এক মুঠো ধান তাদের দিতে পার না, হিন্দুর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে খুব পার। রাজার বন্দীকে ছিনিয়ে নাও তুমি কোন অধিকারে?

মোড়ল। হুজুর,মুসলমানের ফকির হিন্দুর হাতে অপমানিত হবে—

ফরিদ। এ তোমার সহ্য হয়নি। তুমি নিজেই তাকে দণ্ড দিলে না কেন?

মোড়ল। আমি ফকিরকে কি দণ্ড দেব?

ফরিদ। দণ্ড যে দিতে পারে না, সে দণ্ডিত অপরাধীকে ছিনিয়ে নেয় কোন সাহসে? আমি তোমার ভিটেয় সর্ষে বুনব বদমায়েস। রক্ষি!

রক্ষী। হুজুর,—[কুর্নিশ]

ফরিদ। হিন্দু-মুসলমান সমাজের এই দুই শয়তানকে এক শৃংখল দিয়ে বেঁধে শিবিরে নিয়ে যাও। শুধু নমাজ আর পূজোর সময় ছাড়া সর্বদা এদের জোড়া বেঁধে রাখবে। আমি এদের গাধার পিঠে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাব।

খঞ্জন। এ আপনি কি বলছেন শাহজাদা? আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমি এই মোল্লার সংগে—কি রাজা, তুমি যে কিছু বলছ না?

বজ্র। কি বলব ঠাকুর? মানুষকে ছুঁলে যার জাত যায়, তাকে লোকালয়ে রাখা চলে না।

রক্ষী। চলে এস।

মোড়ল। শাহজাদা, আমি—

ফরিদ। তুমি হিন্দুর শত্রু, মুসলমানের কলংক।

[খঞ্জন ও মোড়লকে লইয়া রক্ষীর প্রস্থান।

বজ্র। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন শাহজাদা। মনে বড় অহংকার ছিল, আমার মত ন্যায়বান বিচারক বাংলাদেশে আর নেই। আজ মনে হচ্ছে, আপনার কাছে আমি শিশুমাত্র। হিন্দুর বড় দুর্দিন শাহজাদা, মন্দির ভেঙে পড়ছে, দলে দলে হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করে হিন্দুদের আরও নির্যাতন কচ্ছে। তবু আপনার আশাতেই আমরা বুক বেঁধে থাকব। হে মহাপুরুষ, আপনি যেদিন বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করবেন, সেদিন হিন্দুর ভাঙা মন্দিরগুলো আবার যেন মাথা তুলে ওঠে। [নতজানু]

ফরিদ। পদতলে নয় রাজা, আপনার স্থান আমার বক্ষে। দেখুন রাজা, আমাদের দুজনেরই চিবুকে জোড়া তিল-চিহ্ন। জন্ম আমাদের দূরে দূরে রেখেছে; আসুন, আমরা ভাই ভাই হই।

[উভয়ের আলিংগন ও প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবেশ।

মুর্শিদ। না জানি, তারা আজ কোথায়। কতদিন—সে আজ কতদিন! শ্মশান থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই যে চলে গেল, আজ পঁচিশ বছর তাদের চিহ্নও দেখতে পেলুম না। ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে, আজ সে পূর্ণবয়স্ক যুবক। সে হয়ত পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তার মা তার মুখ চেপে ধরে। একবার যদি দেখা হতো, তাকে আমি জোর করে টেনে এনে ইসলামধর্মে দীক্ষা দিতুম।

বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ। সেলাম পৌছে জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। দেখ, আমি হুকুম করি, তোমরা গাও,—শুনেই মনে হয়, যা বলছ সব মিথ্যা। আজ এমন গান গাও, যা তোমাদের প্রাণ দিয়ে অনুভব করা।

বাঈজীগণ।—

গীত

ও আমার পদ্মাপারের মাটি!
কবে আবার দিবি পেতে সবুজ ঘাসের শীতলপাটি?

ও সখি, তোর মাঠে ঘাটে পাখীডাকা বনে,
মনটা আমার হারিয়ে গেছে বিদায় নেবার ক্ষণে;
তোমার জংলা কুঁড়ে ঘরে,
ফিরতে যে মন পাগল করে,
চোখে যে আর জল ধরে না, ওরে আমার সোনার গাঁ-টি।

মুর্শিদ। পদ্মাপারে ফিরে যেতে এখনও তোমাদের প্রাণ চায়? সে ত অসভ্যের দেশ, দুর্ভেদ্য জংগলে ঘেরা—সাপ বাঘ আর কুমীরের রাজত্ব।

১ম বাঈজী। তবু সে আমাদের স্বর্গ।

মুর্শিদ। স্বর্গে ফিরে গেলেও ত দেবসমাজ আর তোমাদের নেবে না।

১ম বাঈজী। না নেয়, পদ্মার জলে ডুবে মরব।

মুর্শিদ। তবে মরগে যাও। আমি তোমাদের সেইখানেই পাঠিয়ে দেব।

[কুর্নিশ করিয়া বাঈজীগণের প্রস্থান।

মুর্শিদ। একমাস হয়ে গেল, তবু ত ফরিদ খাঁ কোন সংবাদ পাঠালে না। তুচ্ছ একটা নারায়ণগড় ধ্বংস করতে এত সময় লাগছে? আশ্চর্য!

দৌলতের প্রবেশ।

দৌলত। আমায় স্মরণ করেছন জাঁহাপনা?

মুর্শিদ। হ্যাঁ মা। ফরিদ খাঁ কবে নারায়ণগড় ধ্বংস করতে রওনা হয়ে গেছে, এখনও কোন খবর এল না। তোমার কাছে কোন সংবাদ আসেনি?

দৌলত। জী না।

মুর্শিদ। আমি জানি, ছেলেটির কর্তব্যজ্ঞান কিছুমাত্র নেই। সে হয়ত নারায়ণগড় ধ্বংস করে মহানন্দে পদ্মার ইলিশ মাছ খাচ্ছে আর কৃষ্ণসার গাভীর দুগ্ধ পান কচ্ছে।

দৌলত। হয়ত হিন্দুদের সংগে মিশে কৃষ্ণলীলা আর পাঁচালী গান কচ্ছেন।

মুর্শিদ। এদিকে হতভাগ্য পিতা আর দুর্ভাগিনী স্ত্রী যে একটু সংবাদের জন্য পথের দিকে তাকিয়ে আছে, নির্বোধ যুবক সেকথা একবারও ভাবছে না। তুমি সংগে গেলে ত আমায় এত ভাবতে হতো না।

দৌলত। আমি যেতে চেয়েছিলুম জাঁহাপনা। তিনি আমায় কিছুতেই সংগে নিলেন না।

মুর্শিদ। না নেওয়ার কারণ?

দৌলত। কারণ, আমি কাছে থাকলে পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়তে হবে, হিন্দুদের সংগে মেলামেশা চলবে না, আল্লাতালার সংগে ভগবানকে একসংগে মিশিয়ে গান করা যাবে না, পবিত্র কোরানের সংগে গীতা পড়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

মুর্শিদ। এ তুমি বলছ কি? ফরিদ পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে না?

দৌলত। হা আল্লা, দিনে এক ওক্ত নমাজ পড়লেও ত কিছু কাজ হতো। আজ এক বছরে আমি তাকে মাত্র সাতদিন নমাজ পড়তে দেখেছি, তাও আমার ভয়ে—নিতান্ত অনিচ্ছায়। আবার সেও কি নমাজ? কখনও বলেন—"আল্লা হো আকবর", আবার কখনও বলছেন—"হরে কৃষ্ণ হরে আল্লা কৃষ্ণ কৃষ্ণ আল্লা হরে"।

মুর্শিদ। এসব কথা আমাকে এতদিন বলনি কেন?

দৌলত। আমিও ত এই কথাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি জনাব। আগে এসব কথা আপনারা আমাকে জানাননি কেন?

মুর্শিদ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পুত্র নমাজ পড়ে না, হরি হরি বলে গান করে, গীতার শ্লোক আবৃত্তি করে? দর্পনারায়ণ রায় কি মুসলমানের ঘরে ফিরে এল? পঁচিশ বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইসলামের আবাদ করে এই ফল লাভ হলো? ছি-ছি-ছি!

দৌলত। দুর্ভাগ্য আমার যে, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অকর্মণ্য অপদার্থ কাফের আমার খসম।

মুর্শিদ। দুর্ভাগ্য তারও যে, তোমার মত নির্গুণ আত্মসর্বস্ব নারী তার স্ত্রী।

দৌলত। একি জাঁহাপনা, আপনি আমায় অপমান কচ্ছেন?

মুর্শিদ। তোমাকে নয়, তোমার অসংযত রসনাকে। যে স্বামীকে তুমি কৃমিকীট বলে ঘৃণা কর, হিন্দু নারীরা সেই স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।

দৌলত। হিন্দু নারীরা ধ্বংস হোক।

মুর্শিদ। তারা ধ্বংস হলেও তাদের রামায়ণ মহাভারত ধ্বংস হবে না। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-শৈব্যার কথা মহাভারতের আকাশে বাতাসে চিরদিন ধ্বনিত হবে।

দৌলত। দোহাই জাঁহাপনা, আমি এইমাত্র পবিত্র কোরান পড়ে আসছি। কাফের নারীদের নাম আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না।

মুর্শিদ। ভেবেছিলুম, ইসলামের সবচেয়ে গোঁড়া ভক্ত দিল্লীতে আছেন শাহানশা আলমগীর, আর মুর্শিদাবাদে আছে এই দীন বান্দা মুর্শিদকুলি খাঁ। দেখছি, বৌ-বেগম দৌলত উন্নিসার কাছে আমরা উভয়েই শিশু।

দৌলত। আমি যদি আগে জানতুম যে আপনার পুত্র এমন কাফের, তাহলে জান গেলেও তাঁকে আমি সাদী করতুম না।

মুর্শিদ। আমি যদি বুঝতে পারতুম যে বাদশাহী বংশ এত নিকৃষ্ট, তাহলে একটা বাঁদীর মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসতুম, তবু তোমাকে নয়।

দৌলত। আপনি বাদশাহী বংশের অমর্যাদা কচ্ছেন ? সম্রাটের কানে একথা উঠলে আপনার কাঁধে মাথা থাকবে না।

মুর্শিদ। মাথা কি আছে মা ? মাথা দিয়েছি পঁচিশ বছর আগে যেদিন যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেছি। পিতার দেওয়া গালভরা নাম বিসর্জন দিয়েছি, যেদিন হিন্দুর কৌস্তভরত্ন শ্রীমদ্ভগবদগীতায় নিজের হাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ানি গ্রহণ করেছি। যে মাথায় গীতা উপনিষদ বেদ বেদান্তের রস নিহিত ছিল, সে মাথা নিয়ে গেছে সেই সাত বছরের শিশু। এ পরের মাথা, বিধর্মীর মাথা, বহু শয়তানির লীলাভূমি,—আমার কাছে এর কোন দাম নেই।

দৌলত। এ আপনি কি বলছেন ?

মুর্শিদ। পালাও মা, পালাও, দর্পনারায়ণ রায় বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চুপ, চুপ,—খবরদার, আমি মুর্শিদকুলি খাঁ।

দৌলত। কার সংগে কথা বলছি ? তোবা তোবা।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। কে আছ ? প্রহরি, রক্ষি, নকিব,—

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। জনাব ! একি, আপনি কাঁপছেন কেন ?

মুর্শিদ। দুষমন এসেছিল বান্দা। আমায় একা পেলে এমনি করেই সে এগিয়ে আসে।

বান্দা। কে দুষমন্ জাঁহাপনা?

মুর্শিদ। তার নাম দর্পনারায়ণ রায়।

বান্দা। কোথায় সে?

মুর্শিদ। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

বান্দা। আশ্চর্য!

মুর্শিদ। বান্দা, তুমি ত মুসলমান। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়। প্রতিদিন কোরান শরীফ পড়। তুমি বলতে পার, কোন ফকিরকে যদি হিন্দু অপমান করে, তার কি শাস্তি?

বান্দা। অপমান ফকিরের প্রাপ্য কি না, সে কথাটা ভেবে দেখবেন জনাব।

মুর্শিদ। কি বলছ তুমি পাগল? সংসারত্যাগী ফকির—

বান্দা। ফকিরের পোষাক পরলেই ফকির হওয়া যায় না। জটা থাকলেই সন্ন্যাসী হয় না।

মুর্শিদ। তুমি মূর্খ।

বান্দা। মূর্খ বলেই নবাবের গোলামি কচ্ছি জনাব। লেখাপড়া যদি জানতুম, অন্তত একটা মক্তব খুলে পেট চালাতে পারতুম।

মুর্শিদ। নবাবের গোলামি তোমার কাছে এত ঘৃণার বস্তু? কেন?

বান্দা। ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

মুর্শিদ। নির্ভয়ে বল—কি অপরাধ দেখলে আমার।

বান্দা। আপনি না হিন্দু—না মুসলমান। আপনার মনে ভগবান, মুখে আল্লা। কাউকেই আপনি ভালবাসেন না। আপনি ভালবাসেন শুধু আপনার দেহটাকে আর নিজের বিচারবুদ্ধিকে। আল্লাতালাকে

যে যথার্থ ভালবাসে, সে কখনও মানুষকে এমনি করে আঘাত করতে পারে না। আপনার ব্যবহারে ইসলামের কোন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি। আপনি ইসলামের গায়ে এত কালি মাখিয়ে দিয়েছেন যে, একশো বছরেও সে কালি উঠবে না।

মুর্শিদ। আমি তোমায় হত্যা করব শয়তান।

বান্দা। অভয় দিয়েও যে মারে, তার স্থান দোজাকে।

মুর্শিদ। যাও, দূর হও আমার সম্মুখ থেকে।

বান্দা। একটা কথা—কেশরী রায় এখনি জাঁহাপনার দর্শন চান।

মুর্শিদ। কেশরী রায় এসেছে? যাও যাও, এখনি পাঠিয়ে দাও। সেই দস্যুটার কোন খবর এসেছে জান?

বান্দা। আবদুল জব্বর? এখনও সে ধরা পড়েনি। উজির সাহেব সেইদিনই ঘোষণা দিয়েছেন। সেলাম জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। আশ্চর্য সাহস এই বান্দার! সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ—যার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তার মুখের উপর বলে গেল আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই? হিন্দুরা করে ভয়, মুসলমানরা করবে ঘৃণা? এই কি আমার প্রাপ্য?

গীতকণ্ঠে বংগলক্ষ্মীর প্রবেশ।

বংগলক্ষ্মী।—

গীত

আয় রে ফিরে আয়!

মান করে আর রইবি কত পরের ঘরের আঙিনায়!

যারা তোরে পায়ে ঠেলে করেছিল পর,
চোখে তাদের জল ধরে না, ব্যথায় জরজর,
কাঁদিয়ে আর কাঁদিস না রে,
ঘুরিস নে আর অন্ধকারে,
আসনটা তোর আছে পাতা ফুলের বিছানায়।

মুর্শিদ। ধর্মত্যাগীকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে হিন্দু? কে আছে এমন উদার হিন্দু বাংলা দেশে?

বংগলক্ষ্মী। জ্ঞানদাসের কাছে যাও। বহু ধর্মত্যাগীকে সে ফিরিয়ে এনেছে, তুমিও বিমুখ হবে না। সুদর্শন, তোমার অস্ত্র সংবরণ কর, আর আমায় আঘাত করো না।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। আঘাত করব না? তোমার ঘরে ঘরে নারায়ণ,— তবু তুমি বাঁচতে চাও মুর্শিদকুলি খাঁর হাতে? না; হয় তুমি পুরোপুরি মুসলমানের হবে, না হয় আমি তোমায় নিশ্চিহ্ন করব।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। জাঁহাপনার জয় হোক।

মুর্শিদ। তুমি নারায়ণগড় থেকে আসছ? নারায়ণগড় ধ্বংস করতে ফরিদের এতদিন লাগল? কোথায় বজ্রনারায়ণ? তাকে বন্দী করে এনেছ?

কেশরী। না বংগেশ্বর! বজ্রনারায়ণ সুস্থ শরীরে নারায়ণগড়েই অবস্থান কচ্ছেন। কেউ তাকে বন্দী করেনি।

মুর্শিদ। তার অর্থ? যুদ্ধে তোমরা পরাজিত হয়েছ?

কেশরী। যুদ্ধ এখনও আরম্ভ হয়নি।

মুর্শিদ। আরম্ভই হয়নি? একমাস ধরে তবে কি তোমরা শুধু পদ্মার ইলিশ মাছ খেয়েছ?

কেশরী। দোহাই জাঁহাপনা, শাহজাদাকে ফিরিয়ে আনুন। হয় আপনি নিজে আসুন, না হয় অন্য কোন সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিন। শাহজাদা কি করছেন জানেন?

মুর্শিদ। কি করেছে?

কেশরী। বজ্রনারায়ণকে তিনি কোন শাস্তিই দেননি, শাস্তি দিয়েছেন ফকির সাহেবকে।

মুর্শিদ। ফকিরকে শাস্তি দিয়েছে? বল কি তুমি? কি শাস্তি দিয়েছে?

কেশরী। শাহজাদা তাঁর একটা চোখ উপড়ে নিয়েছেন।

মুর্শিদ। কি? ফকিরের চোখ উপড়ে নিয়েছে শাহজাদা?

কেশরী। হত্যাই করতেন, আমার আর নাজির আহম্মদের জন্য পারেননি।

মুর্শিদ। তোমরা সেই কুলাংগারের মাথাটা কেটে আনতে পারলে না? তোমাদের নবাবকে তোমরা কি চেন না? ধর্ম আগে, না পুত্র আগে। অমন এক হাজার ছেলের চেয়ে একটা ফকিরের দাম অনেক বেশী।

কেশরী। আমাদের কোন ক্ষমতা নেই জাঁহাপনা, শাহজাদা আমাদের মনসবদারী ফর্মান কেড়ে নিয়েছেন।

মুর্শিদ। কেন, তোমাদের অপরাধ?

কেশরী। অপরাধ আমরা ফকিরকে রক্ষা করতে হাত বাড়িয়েছিলুম আর বজ্রনারায়ণকে আপনার নাম করে শাসিয়েছিলুম। আমাকেও শাহজাদা চাবুক দেখিয়েছিলেন ; আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে

এসেছি। আপনি রক্ষা করুন জনাব, শাহজাদা আমাদের কাউকে আর জীবিত রাখবেন না।

মুর্শিদ। কোন ভয় নেই। যে পুত্র আমার আদেশ অমান্য করেছে, আমার ফর্মান পদদলিত করেছে, ইসলামের ধ্বজাধারী ফকিরকে করেছে অপমান, সে আমার কেউ নয়। আমি তার রক্ত দিয়ে ফকিরের পা ধুইয়ে দেব।

কেশরী। আমি ভেবে পাচ্ছি না জাঁহাপনা, আপনার পুত্র এমন অসভ্য ইতর আর মাতাল হলো কি করে?

মুর্শিদ। আমিও ভেবে পাচ্ছি না ব্রাহ্মণের বংশে তোমার মত কুকুর জন্মাল কি করে! ফরিদ খাঁ মাতাল, আর তুমি বড় সাধু।

কেশরী। মেহেরবান,—

মুর্শিদ। নাজির আহম্মদ কোথায়?

কেশরী। সেও এসেছে হুজুর, অনুমতি পেলে আপনার সংগে সাক্ষাৎ করবে।

মুর্শিদ। সাক্ষাতের প্রয়োজন নেই। কাল প্রত্যুষেই তোমরা দশহাজার সৈন্য নিয়ে আবার নারায়ণগড় রওনা হবে। আমি এখনি নাজির আহম্মদকে পাঞ্জা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফরিদ খাঁর পরিবর্তে সে-ই হবে সৈন্যাধ্যক্ষ। আমার হুকুম রইল, যেমন করে হোক, সেই কুলাংগারকে বন্দী যদি নাও করতে পারে, বধ করে সেইখানেই কবর দিয়ে আসা চাই।

কেশরী। আর বজ্রনারায়ণকে—

মুর্শিদ। হত্যা করবে।

কেশরী। আমার ইচ্ছা, ওর মা আর স্ত্রীকেও পদ্মার জলে ডুবিয়ে মারি। কি বলেন?

মুর্শিদ। আমি বললেই যে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখবে, এত ভদ্রলোক তুমি নও।

কেশরী। আমি তাহলে আসি জাঁহাপনা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মুর্শিদ। শোন। নাজির আহম্মদকে বলো, তুমিও মনে রেখো, স্ত্রীলোকদের হত্যা করতে হয় করবে, কিন্তু কারও নারীধর্ম নিয়ে যদি টানাটানি কর, আমি তোমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

কেশরী। কি যে বলেন আপনি জাঁহাপনা। আচ্ছা, আদাব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মুর্শিদ। ওহে কেশরী রায়, শোন—শোন। একটা দাঁড়িপাল্লা আনতে পার, দাঁড়িপাল্লা? ওজন করে দেখব, তুমি বেশী ভারী, না আমি বেশী ভারী।

কেশরী। হেঃ-হেঃ-হেঃ, বংগেশ্বর অত্যন্ত—হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। শয়তানের বাচ্ছা। হিন্দুর ক্ষতি যত হিন্দুরা করছে, মুসলমানেরা তার অর্ধেকও করেনি।

দৌলতের পুনঃ প্রবেশ।

দৌলত। এ আপনি কি করছেন জাঁহাপনা? শাহজাদাকে—

মুর্শিদ। শাহজাদাকে বন্দী অথবা বধ করতে আমি আদেশ দিয়েছি।

দৌলত। নাজির আহম্মদকে আপনি জানেন না? দুটোর মধ্যে যে কাজটা বেশী নিষ্ঠুর, তাই সে করবে।

মুর্শিদ। করুক। এমন কুলাংগার পুত্রের থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

দৌলত। না—না, আপনি যা শুনেছেন, হয়ত সবই ভুল। নাজির আহম্মদকে ফিরিয়ে আনুন জাঁহাপনা।

মুর্শিদ। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, একটা কাফেরের জন্য কেন তোমার এত মাথাব্যথা। সে অপদার্থ, অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন, কোন অংশেই সে তোমার যোগ্য নয়। বাদশাহী বংশের মেয়ে, দায়ে পড়ে আমাদের ঘরে এসেছ।

দৌলত। কিন্তু—না না, এ যে সব অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ হতে দেব না। আমি সরেজমিনে তদন্ত করব। আমি এ নিষ্ঠুর হত্যা হতে দেব না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। বাদশাহী বংশের মহিমার প্রাসাদ ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে। দুনিয়ায় সেরা আজব চিজ এই রমণীর প্রাণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

গীতকণ্ঠে প্রহরী হানিফের প্রবেশ।

হানিফ।—

গীত

ও জানি, তুই ফিরবি কবে ভাবছি বসে তাই।
চোখের জলে বালিশ ভিজে লহমার ঘুম নাই।
আকাশ-গায়ে রোশনি জ্বলে,
জ্বলে আমার পরাণ জ্বলে,
কারে কব, পুড়ে পুড়ে কলুজে হলো ছাই।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে ছিষ্টি কাঁপে ডরে,
আমার জানীর কাঁকন-বাজা আমার মনে পড়ে;
আমার সুখে আমার দুঃখে,
রইবি কবে আমার বুকে,
সয় না রে আর, ভাবি কখন দুঃখে জহর খাই।

পিছন হইতে প্রহরী ওসমান আসিয়া কান ধরিল।

ওসমান। ব্যাটা, পাহারার নামে অষ্টরম্ভা, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "জানি জানি" করে বুক চাপড়াচ্ছ? মরণ হয় না তোমার? আজ বাদে কাল নৌকা ছাড়বে, একটা দিন তর সয় না?

হানিফ। আমার মত বয়সে তোমারও তর সইত না বাপজান। বুড়ো হলে সব ব্যাটাই সাধু হয়।

[প্রস্থান।

ওসমান। ব্যাটাচ্ছেলের কথা শুনেছ? ধরে দু'ঘা দিয়ে দেব নাকি? প্রহরীর আবার পিরীত! গরীবের আবার জানী!

সম্মার্জনী হস্তে মাতংগিনীর প্রবেশ।

মাতংগিনী। এই মুখপোড়া,—

ওসমান। কে তুই?

মাতংগিনী। ব্যাটা ত ভারি অসভ্য। নাম কি তোর?

ওসমান। নামে তোর দরকার কি? কি চাস তুমি বল না।

মাতংগিনী। তোদের সেই নবাবের ব্যাটাটা কোথায়?

ওসমান। কেন?

মাতংগিনী। একবার তাকে আমার সামনে আসতে বল না। চোপাখানা একবার দেখি, আর জেনে যাই, কোন মায়ের দুধ খেয়েছিল সে। আমার সোয়ামীকে বেঁধে রাখা? তাও মোছলমানের সংগে? একি হালের গরু?

ওসমান। তুমি বুঝি খঞ্জন ঠাকুরের পরিবার? তুমিও ত শুনেছি মুসলমানকে বেজায় ঘেন্না কর।

মাতংগিনী। শুধু মোছলমান? বামুন ছাড়া আর যে-কোন জাতকেই ছুঁলেই নাইতে হয়।

ওসমান। এ ত খঞ্জনের চেয়েও সাংঘাতিক দেখছি। বাংলা দেশে তোমার মত জানোয়ার আর কটা আছে?

মাতংগিনী। কাকে জানোয়ার বললি রে ড্যাকরা। আমার হাতে খ্যাংরা দেখছিস? ডাক তোর নবাবের ব্যাটাকে। তোকে মারব পাঁচ ঝাঁটা আর তাকে মারব বিশ। [কোমরে কাপড় জড়াইল]

ওসমান। তবে রে মাগি হারামজাদী—

সহসা ফরিদ খাঁ আসিয়া ওসমানের পিঠে কশাঘাত করিল।

ওসমান। আঃ! [ফিরিয়া দেখিল] শাহজাদা? সেলাম। এই মাগী—

ফরিদ। আবার? আর একবার নারীকে কটূক্তি করলে আমি তোমার ওই কুকুরের মাথা এখনি উড়িয়ে দেব। সেলাম কর, কর সেলাম।

ওসমান। [মাতংগিনীকে সেলাম করিল] সেলাম বিবি।

ফরিদ। যাও, বেরিয়ে যাও, এখানে আর তোমার পাহারার প্রয়োজন নেই। বজরায় মাল চালান কর, কাল প্রভাতেই বজরা ছাড়তে হবে। নাজির আহম্মদকে দেখেছ? ফকিরকে দেখেছ?

ওসমান। না শাহজাদা।

ফরিদ। কেশরী রায় কোথায় জান?

ওসমান। জী না।

ফরিদ। যাও, দূর হও।

ওসমান। [স্বগত] শালা কাফের, তুমি জাহান্নামে যাও।

[প্রস্থান।

মাতংগিনী। তুমিই নবাবের ছেলে?

ফরিদ। হ্যাঁ মা।

মাতংগিনী। মা বললে যে? [হাত হইতে সম্মার্জনী পড়িয়া গেল]

ফরিদ। পরনারীকে মা-ই ত বলে।

মাতংগিনী। সে ত আমাদের ধর্ম।

ফরিদ। সব ধর্মই মূলে এক। শুধু আচারের ভেদ। আমার

যিনি আল্লা, তোমার তিনি ঈশ্বর। চেয়ে দেখ ত, মুসলমান বলে আমার কি একখানা হাত কম হয়েছে? তোমারই মত দুটো চোখ, একটা মাথা আমারও কি নেই? জরামরণব্যাধি তোমার ঘরে যেমন, আমার ঘরেও কি তেমনি প্রবেশ করে না? তবে কেন আমার ছায়া মাড়ালে তোমাকে স্নান করতে হয়?

মাতংগিনী। হবে না? এ আমাদের শাস্তরে লেখা আছে।

ফরিদ। কই না, কোন শাস্ত্রেই লেখা নেই যে মানুষের স্পর্শে মানুষের জাত যায়।

মাতংগিনী। কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বাপু যে মন্দির ভেঙে মসজিদ বানালে স্বর্গে যায়?

ফরিদ। কোথাও নেই।

মাতংগিনী। তোমার বাপকে একথা বলতে পার না?

ফরিদ। তার চেয়ে তোমারই কি কম অপরাধী? আমার ছায়া মাড়িয়ে তোমার স্বামীকে কেন স্নান করতে হয়? মানবতার এ অপমান কতদিন সইবে একটা জাত? তোমরা তাদের আপন বলে কাছে টেনে নাও, দেখবে তারাও প্রতিদান দিতে জানে।

মাতংগিনী। গলায় দড়ি আমার। শাস্তরের কথা শুনতে এলুম বেজাতের কাছে।

ফরিদ। তাইত ঠাকরুণ, কানদুটো ত অপবিত্র হয়ে গেল। কিন্তু তোমার স্বামীর জাত ত আগেই গেছে।

মাতংগিনী। কোথায় সে বামুন মড়া?

ফরিদ। সে কি আর বামুন আছে? মোল্লার বাড়ীতে গিয়ে দেখ, এতক্ষণে তাকে মুসলমান করে ফেলেছে।

মাতংগিনী। এঁ্যা!

ফরিদ। সে আর খঞ্জন ঠাকুর নেই, মৌলভী খাঞ্জা খাঁ।

মাতংগিনী। ওমা, ছোঁড়া বলে কি গো?

ফরিদ। শুধু কি তাই? আমাদের নাজির আহম্মদের মেয়ের সংগে তার আজই বিয়ে হবে।

মাতংগিনী। তার উপর বিয়ে! ওরে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া,—তুই কবে যমের বাড়ী যাবি রে? কবে তোর মাগ বুক চাপড়ে কাঁদবে?

ফরিদ। একটু দেরী হবে! এখন ছুটে যাও। অন্তত বিয়েটা যদি ঠেকাতে পার চেষ্টা করে দেখ; নইলে তোমার শ্যামও যাবে, কুলও যাবে।

মাতংগিনী। খ্যাংরা কই আমার? [সম্মার্জনী তুলিয়া লইল] বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ? আমি ঝেঁটিয়ে ওর বিষ ঝাড়ব, তবে আমার নাম মাতংগিনী।

[প্রস্থান।

ফরিদ। এইত কলির আরম্ভ! সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন হিন্দুর চোখের জলে পদ্মপারের মাটিতে প্লাবন বয়ে যাবে। মানুষকে যারা মানুষের সম্মান দিলে না, তাদের ভয়াবহ পরিণাম কে রোধ করতে পারে? হায় সোনার বাংলা, তোমার ভবিষ্যৎ আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি। কেউ কি নেই, কেউ কি নেই, যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে এ আত্মবিরোধের শোচনীয় পরিণতি?

গীতকণ্ঠে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস।—

গীত

নাই রে কেহ নাই।

সোনার বাংলা শ্মশান হয়েছে, মানুষ হয়েছে ছাই!

লুকায়েছে ঋষি পুঁথির পাতায়, দেবতা ডুবেছে জলে,
নাহি রাজা রাম, নাহি আকবর, আকাশে জোনাকী জ্বলে,
ভারত নাকি এই কারাগার,
অপার দুঃখ পারাবার,
কত কহি আর, শুধু হাহাকার, কোনদিকে নাহি ঠাঁই।

ফরিদ। সাবধান সন্ন্যাসী—সাবধান, মহাপ্রলয় আসছে। মুর্শিদকুলি খাঁকে ত্যাগ করে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছ তোমরা, তার শাখায় শাখায় ফল ধরেছে। যে গেছে তাকে ফিরিয়ে আন, যে আছে, তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখ।

জ্ঞানদাস। ও বামুনটাকে ছেড়ে দাও বাবা। ও সাপ আর দংশন করবে না।

ফরিদ। তুমি ঠিক জান?

জ্ঞানদাস। জানি।

ফরিদ। ভয় নেই সন্ন্যাসি, খঞ্জন ঠাকুরকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।

জ্ঞানদাস। তুমি কীর্তিমান হও, তোমার পুণ্যে মুর্শিদকুলি খাঁর সমস্ত পাপ ধৌত হোক।

[প্রস্থান।

ফরিদ। সত্য—"সোনার ভারত শ্মশান হয়েছে, মানুষ হয়েছে ছাই।" কিন্তু—

বেগে দৌলতের প্রবেশ।

দৌলত। পালাও শাহজাদা, পালাও।

ফরিদ। একি, দৌলত! হঠাৎ কোথা থেকে আসছ?

দৌলত। মুর্শিদাবাদ থেকে।

ফরিদ। কি মুশকিল। আমি ত কালই রওনা হতুম, তোমার এত ব্যস্ত হয়ে আসবার কি কারণ ছিল? পতিবিরহে এতই কি কাতর হয়েছ সতি?

দৌলত। এই কি রহস্যের সময় শাহজাদা? আমি মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র একদিনে উড়ে আসছি। তিন প্রহর একটা দানাও মুখে দিইনি।

ফরিদ। তাইত মুখখানা আরও কালী হয়ে গেছে। যাও, যাও, ভেতরে যাও; খানাপিনা করে ঠাণ্ডা হও, তারপর প্রেমালাপ হবে। এই, কে আছিস?

দৌলত। দোহাই শাহজাদা, আমি যা বলছি শোন। ঘাটে আমার বজরা আছে, এখনি ছুটে এস, আর এক লহমা দেরী করা চলবে না। ওরা তোমায় বন্দী করতে আসছে।

ফরিদ। কারা?

দৌলত। নাজির আহম্মদ আর কেশরী রায়।

ফরিদ। শয়তানের বাচ্ছা নাজির আর খেঁকী কুত্তা কেশরী রায়! কোথায় তারা? আমি তাদের সন্ধানে চর পাঠিয়েছি।

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। সেইজন্যেই তারা আসছে শাহজাদা।

ফরিদ। কে, ফকির সাহেব? অনেকদিন পরে মোলাকাৎ হলো। মেজাজ শরীফ? কোন কষ্ট হচ্ছে না ত?

ফকির। ফকিরের সংগে এ ব্যংগ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পুত্রেরই উপযুক্ত ঘটে।

ফরিদ। কি দেখছ দৌলত? ইনিই সেই ফকির। ইনিই

অকারণ রাজা বজ্রনারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর ঠাকুরের চোখ কাণা করে দিয়েছিলেন।

দৌলত। একথা ত জাঁহাপনার কাছে কেউ বলেনি। তিনি যে তোমারই উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

ফরিদ। আমি গিয়ে তাঁকে সব কথা বললেই তিনি আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু ফকির সাহেব, আপনি সাবধান। আমি শুধু চোখটাই নিয়েছি, পিতা হয়ত মাথাটাই নিয়ে ফেলবেন।

ফকির। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর পুত্রের মত মূর্খ নন।

দৌলত। কি বললে বেয়াদব? ফকিরের পোষাক তোমার গায়ে, নইলে একথা বলবার পর তুমি অন্তত আমার হাতে রেহাই পেতে না।

ফকির। আমার জন্য ভাবতে হবে না বেগম সাহেবা, আপনার খসম যাতে রেহাই পান, সেই চেষ্টাই করুন।

দৌলত। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

ফরিদ। তোমার বন্ধুটি কোথায়, নাজির আহম্মদ?

নাজির আহম্মদের প্রবেশ।

নাজির। বান্দা হাজির শাহজাদা। এই যে বৌ-বেগম সাহেবাও এসেছেন দেখছি, একটু দেরী করে ফেলেছেন আপনি। আর একটু আগে এলে হয়ত কিছু সুবিধে হতো।

দৌলত। বাচালতা বন্ধ কর নফর।

ফরিদ। ঠিক সময়েই তুমি এসেছ নাজির আহম্মদ। আমি কালই মুর্শিদাবাদ যাত্রা কচ্ছি। তোমাকে বন্দী করে আমি পিতার কাছে নিয়ে যাব। তিনি যদি তোমায় ক্ষমা করেন, বেঁচে যাবে, নইলে মরবে।

নাজির। কিন্তু শাহজাদা, আমি যে আপনাকেই বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছি। [শৃংখল বাহির করিল]

ফরিদ। তোমার মত একশো শৃগালের এত সাধ্য হবে না যে আমার গায়ে দাঁত বসিয়ে দেয়। হানিফ, ওসমান, আমার তরবারি।

ফকির। কেউ নেই শাহজাদা। আপনার বলতে যারা ছিল, তারা সবাই বন্দী। এখন আপনি বন্দী হলেই আমরা ছাউনি তুলতে পারি।

নাজির। অপরাধ নেবেন না মহামান্য শাহজাদা। ফকির সাহেবকে অকারণ লাঞ্ছিত করে আপনি ইসলামের অপমান করেছেন, কাফের বজ্রনারায়ণকে বিশেষ অনুগ্রহ করে আপনি রাজদ্রোহিতা করেছেন ; তাই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আদেশে আপনাকে আমি শৃংখলিত করলুম ;

[ফকির নবাবের ফর্মান মেলিয়া ধরিল, নাজির আহম্মদ ফরিদ খাঁকে বন্দী করিল]

দৌলত। নাজির আহম্মদ,—

নাজির। আমি নিরুপায় বেগম সাহেবা। জাঁহাপনার হুকুম।

দৌলত। কি, জাঁহাপনার হুকুম! শয়তান! মিথ্যা কথা বলে জাঁহাপনার হুকুম আদায় করেছে কে? তুমি কি মনে করেছে, সত্য চিরদিনই গোপন থাকবে? সত্য যেদিন প্রকাশিত হবে, সেইদিন তুমি কোথায় থাকবে, ভেবে দেখেছ?

নাজির। দেখেছি। আজ হয়েছি সৈন্যাধ্যক্ষ, আর সেদিন হব সিপাহশালার।

ফকির। বৃথা চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই বেগম সাহেবা।

দৌলত। নাজির আহম্মদ,—

ফরিদ। যাও দৌলত, যে পথে এসেছ, সেই পথেই চলে যাও। পিতার হুকুম আমি অমান্য করব না। আমি মুর্শিদাবাদে যাব, পিতাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। তুমি স্থির জেনো, দণ্ড আমার হবে না, হবে এই শয়তানের বাচ্ছা নাজির আহম্মদের, আর এই ভণ্ড শৃগাল বৃদ্ধ ফকিরের।

ফকির ও নাজির। খবরদার বেয়াদব।

দৌলত। কেউ কি নেই? পদ্মাপারের কোমল মাটিতে কেউ কি নেই আমাদের বান্ধব, যে এই দুটো কুকুরের কবল থেকে সিংহশাবককে রক্ষা করে?

চতুর্মুখের প্রবেশ।

চতুর্মুখ। আমি আছি মা তোমার সন্তান। ওরা আছে দুজন, আমরা আছি দু-হাজার।

নাজির। চতুর্মুখ!

চতুর্মুখ। খুলে দে, খুলে দে শয়তান। দেবতার হাতে শৃংখল পরিয়েছিস? এখনি আকাশে অষ্টবজ্র ভেঙে পড়বে। এখনি পদ্মা-রাক্ষসী ফুলে ফেঁপে প্লাবন ছুটিয়ে দেবে।

ফকির। তুই ব্যাটা এখানে মরতে এসেছিস কেন?

চতুর্মুখ। মরতেই এসেছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের মাথাও আমি গুঁড়িয়ে দিয়ে যাব।

ফরিদ। দেখ দৌলত। মুসলমানকে রক্ষা করতে মুসলমান এল না, এল হিন্দু। এরা চিরদিনই এমনি অবুঝ। তবু বিচারকের হাতে এরাই শুধু মরে। তবু এরাই তোমার ঘৃণার পাত্র।

দৌলত। কি বলব তোমায় বান্ধব,—

চতুর্মুখ। কিছু বলিসনি মা। উচ্ছ্বাস নয়, কৃতজ্ঞতা নয়, শুধু একটু আশীর্বাদ দে দেখি মা। বাহুতে আমার মত্ত হস্তীর বল আসুক,—এইসব ফেরুপালকে আমি এক মুহূর্তে চূর্ণ করব।

নাজির। সৈন্যগণ, চারিদিক থেকে আক্রমণ কর।

চতুর্মুখ। জয় মা কালি, জয় মা কালি।

[ক্ষিপ্রহস্তে ফরিদের বন্ধন মোচন ও তৎসহ প্রস্থান।

নাজির ও ফকির। এই, কে আছ ?

দুই হাতে দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র বাগাইয়া
কীর্তিনারায়ণের প্রবেশ।

কীর্তি। আমি আছি। এগিও না বলছি, তাহলে ফকিরের আর একটা চোখ যাবে, আর নাজিরের মাথাটা ছাতু হয়ে আকাশে উড়ে যাবে।

[প্রস্থান।

নাজির। তবে রে শিশু শয়তান,—[তরবারি কোষমুক্ত করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

দৌলত। [আগ্নেয়াস্ত্র বাহির করিয়া বাধাদান] হুঁশিয়ার নাজির আহম্মদ। আগে আমাকে হত্যা কর, তারপর করো শিশুহত্যা। বেয়াদব, যে ঘরে আমি উপস্থিত, সে ঘরে তুমি প্রবেশ কর কোন অধিকারে ? যদি বাঁচতে চাও, এদের অনুসরণ করো না। বুঝে কাজ করো।

[প্রস্থান।

নাজির। তাইত। কে এ বালক ? মুখখানা যেন মাধুরীর মত। ফকির সাহেব!

ফকির। আরে যাও, শাহজাদাকে বাঁধতে এসেছ শুধু একটা তলোয়ার নিয়ে?

নাজির। আপনিই বা কি নিয়ে এসেছেন?

ফকির। আমি আর কি আনব। আমি ত ফকির।

নাজির। তুমি যা ফকির, সে আমি প্রথম দেখেই বুঝেছি।

[প্রস্থান।

ফকির। যেমন গাধা নবাব, তেমনি পাঁঠা সৈন্যাধ্যক্ষ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী

লাফাইতে লাফাইতে কীর্তিনারায়ণের প্রবেশ।

কীর্তি। ঠাকুরমা, ঠাকুরমা, ও ঠাকুরমা,—

মরালীর প্রবেশ।

মরালী। কি হলো গো? বড় খুশী দেখছি যে। কোন বামুনের টিকি কেটে এলে?

কীর্তি। তুমি খালি আমায় টিকি কাটতেই দেখ। আমি যে কি সাংঘাতিক গুণী লোক, সে শুধু চতুর্মুখ ঢালী জানে,—তুমি মেয়েছেলে, জানবেই বা কি, বুঝবেই বা কি?

মরালী। বুঝি হে, বুঝি। তোমার গুণপনার মর্ম আমি বুঝি না

তা বোঝে কে ? সেদিন মাতংগিনী ঠাকরুণ চোখ বুজে ধ্যান কচ্ছিল আর তুমি অমনি ঠাকুরটিকে উল্টে রেখে এলে। এসব ত গুণেরই পরিচয়।

কীর্তি। মাতি বামনী ধ্যান কচ্ছিল না ওর বাপের শ্রাদ্ধ কচ্ছিল। ধ্যানের বুলিগুলো আগে শোন। "ওঁ যাদবায় মাধবায়—মোছলমানের গুষ্ঠি নিপাত কর ঠাকুর—কেশবায় নমঃ—ছোটলোকের জাত মুখে রক্ত উঠে মরুক।"

মরালী। [হাসিয়া] ও তার স্বভাব। তা বলে তুই তার ঠাকুর উল্টে দিবি কেন মিন্সে ?

কীর্তি। কেন দেব না মিন্সি ? ওকি ঠাকুর না কুকুর ?

বারুণীর প্রবেশ।

বারুণী। কি বললি ?

কীর্তি। বলছিলুম যে, ঠাকুরকে ঠিকমত ডাকতে পারলে একদম সশরীরে স্বর্গলাভ। [মরালীকে চিমটি কাটিল]

বারুণী। মিথ্যে কথা বলো না অসভ্য।

কীর্তি। মিথ্যে কথা বললুম ? ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস কর না। কেমন, এই বলিনি ঠাকুরমা ?

মরালী। কি জানি দাদা, বোধহয় লক্ষ্য করিনি।

বারুণী। যে ঠাকুর নিয়ে এত বিপর্যয় ঘটে গেল, তোমার কাছে সে ব্যংগের পাত্র ?

কীর্তি। আমি ত মাতি বামনীর ঠাকুর—

বারুণী। ঠাকুর—ঠাকুর, সে যেখানেই থাক, যার ঘরেই থাক।

কীর্তি। আমি ত তাই বলছিলুম।

বারুণী। তোমাকে আমি তুলে আছাড় মারব। ঠাকুরমা কদিন তোমায় আড়াল দিয়ে রাখবেন?

কীর্তি। ও বিশ্বাসঘাতকের আর নাকি আমি মুখ দেখব?

মরালী। বেশ ত ভাই, যার মুখ দেখলে শাস্তি হবে, তাই একটি এনে দেব। তুমি তুলবে হাই, সে দেবে তুড়ি। এখন কি বলতে এসেছিলে, সেই কথাটা বল।

কীর্তি। বলব না, যাও।

মরালী। কেন দাদা?

কীর্তি।—

গীত

করেছি বিষম আড়ি গো, বিশ্বাসঘাতি নারি গো।
তোমার লাগিয়া যাইব ভাগিয়া বাড়ীঘরদোর ছাড়ি গো।

মরালী। বালাই ষাট্।

কীর্তি।—

পূর্ব গীতাংশ

কাঁদিবে পা দুটি ছড়ায়ে,
অশ্রু পড়িবে গড়ায়ে,
রব কি রব না ধরায়ে, ফিরিতে না-ও ত পারি গো।

মরালী। চুপ, চুপ।

কীর্তি।—

পূর্ব গীতাংশ

পারিবে না যবে সহিতে,
আসিব জোছনা সহিতে,
তোর সনে কথা কহিতে, মুছাতে নয়ন-বারি গো।

[প্রস্থান।

মরালী। সর্বনেশে ছেলেটা কি বললে শুনেছ? বৌমা, তুমি ওকে আর বকো না। আমি বলছি, বেঁচে থাকলে ও একটা মহাকবি হবে। আঃ, কেন মনটা কেঁদে উঠল? কীর্তি, ওরে কীর্তি,—

কীর্তি। [নেপথ্যে] দূর বিশ্বাসঘাতক।

চতুর্মুখের প্রবেশ।

চতুর্মুখ। কীর্তি তোমার ভয়ানক কীর্তি করে এসেছে জ্যাঠাইমা।

বারুণী। কি হয়েছে চতুর্মুখ? বাঁদর ছেলেকে নিয়ে আমার এক মুহূর্ত শান্তি নেই। কার ঘরে আগুন দিয়ে এসেছ বল। কার বাস্তুদেবতা জলে ফেলে দিয়েছে?

মরালী। তুমি কেবল ছেলেটার দোষ দেখ। ভাল কি ওর কিছুই নেই? কি করেছে রে চতুর্মুখ?

চতুর্মুখ। নাজির আহম্মদকে আর সেই ফকিরকে গুলির ভয় দেখিয়ে কাবু করে এসেছে।

বজ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বজ্র। বল কি চতুর্মুখ? তাই কি বাইরে অত কলরব? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

চতুর্মুখ। মহারাজ, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ শাহজাদাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে নাজির আহম্মদকেই নিয়োজিত করেছেন।

বারুণী ও মরালী। সে কি!

বজ্র। এ নিশ্চয়ই কেশরী রায়ের ষড়যন্ত্র। দেখছি তাকে বাঁচিয়ে রাখাই আমার অন্যায় হয়েছিল।

মরালী। তাহলে শাহজাদাকে সত্যই বন্দী করে নিয়ে গেছে?

চতুর্মুখ। না জ্যাঠাইমা। নাজির আহম্মদ শাহজাদাকে বন্দী করেছিল; আমি সংবাদ পেয়ে দু' হাজার পাইক নিয়ে তাকে মুক্ত করেছি।

মরালী। বলিস কি রে? তাদের এত সৈন্যসামন্ত আছে, যদি তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে?

চতুর্মুখ। অত কথা তখন মনে আসেনি জ্যাঠাইমা। শাহ-জাদাকে যখন মুক্ত করি, তখন নাজির আহম্মদের তীক্ষ্ণ তরবারি আমার মাথার উপর ঝলসে উঠল। সেই মুহূর্তেই দেখি, তোমার কীর্তিনারায়ণ দু'হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নাজির আর ফকিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

মরালী। এই ছেলেটা নির্ঘাত বেঘোরে মরবে।

বারুণী। এমন একটা মহাপুরুষকে বাঁচিয়ে মরাও ভাল।

বজ্র। শুনছ মা? তোমার বৌমার কথা শুনছ?

বারুণী। চতুর্মুখ, ছেলেটাকে ডেকে বলে দাও, যদি সে মাতৃ-ঋণ পরিশোধ করতে চায়, আর তার কিছুই করতে হবে না, শুধু ওই নাজির আহম্মদের মাথাটা যেন আমায় এনে দেয়।

বজ্র। এত লোক থাকতে এই ভদ্রলোকের উপরেই বা তোমার এত রাগ কেন বারুণী?

বারুণী। কেন? হায়, পরিচয়টা যে দেবার উপায় নেই। একি দুঃসহ যাতনা ঠাকুর!

চতুর্মুখ। মহারাজ!

বজ্র। কি চতুর্মুখ?

চতুর্মুখ। আপনার সম্মতি না নিয়েই একটা গুরুতর কাজ করে ফেলেছি।

মরালী। কি করেছিস বাবা?

চতুর্মুখ। শাহজাদাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছি।

বজ্র। রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছ! কোথায় তিনি?

মরালী। এ তুমি করেছ কি চতুর্মুখ? সবংশে মরবে যে।

বারুণী। নইলেই কি বাঁচবো মা? মুর্শিদকুলি খাঁ যদি বা রেহাই দেন, নাজির আহম্মদ দেবে না। ফকিরের অসম্মান হয়েছে, এর শোধ তারা তুলবে না?

মরালী। তোমরা যে মর্দান খাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়েছ। স্বজাতির মুখে সত্য ঘটনা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। আমার মন বলছে, যত খারাপ তোমরা তাঁকে মনে কচ্ছ, তত খারাপ তিনি নন। মোসাহেবরা তাঁকে মিথ্যার আবেষ্টন দিয়ে ঘিরে রেখেছে ; সত্য তাঁর কাছে পৌছয় না। মর্দান খাঁ সরল গ্রাম্য লোক, তোমরা দেখো, তোর দৌত্য ব্যর্থ হবে না। কিন্তু এ তোমরা কি করে বসলে?

বজ্র। আমি জানি চতুর্মুখ ঢালী একটি হস্তিমূর্খ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মরালী। তুমি হাসছ কি করে, কি করবে কর।

বজ্র। কি আর করব? মৃত্যু যখন এত কাছেই এগিয়ে এল, তখন এস—সবাই মিলে কীর্তন গান করি।

বারুণী। গান করবে কি বলছ?

বজ্র। বারুণি, গান গাইবার এমন সময় আর কি আসবে? বুকের ভেতর থেকে সংগীত বেরিয়ে আসছে। আমার সেনাপতি নবাবের দশ হাজার সৈন্যের ভয়ে মহৎ কাজে পশ্চাদপদ হয়নি, আমার দুধের ছেলে নবাবের সৈনাধ্যক্ষের উদ্যত তরবারিকে ভয় করতে শেখেনি। মা, ভাবছ কি মা? আনন্দ কর, আনন্দ কর।

চতুর্মুখ। জ্যাঠাইমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। বড় মুখ করে

আমি শাহজাদাকে নিয়ে এসেছি। তুমি তাঁকে ত্যাগ করো না জ্যাঠাইমা।

মরালী। এ যে সাধ করে মৃত্যু ডেকে আনা। ও বৌমা,—কি করি বল ত? হিন্দুর ঘরে অতিথি আশ্রয় পাবে না, সেই বা কেমন? কিন্তু—

বারুণী। কিন্তু কি মা? নমঃশূদ্র যার জন্য যমের সংগে যুদ্ধ করে এল, তুমি বামুনের মেয়ে তাকে একটু আশ্রয় দিতে পারবে না? তোমার বাবা তাহলে বামুন ছিলেন না, চণ্ডাল ছিলেন।

[প্রস্থান।

মরালী। ওরে ডাক, ডাক চতুর্মুখ, শাহজাদাকে এখানে নিয়ে আয়, আমার জগদ্ধাত্রী ক্ষেপেছে। জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

চতুর্মুখ। কিছু ভয় করো না জ্যাঠাইমা। মৃত্যু যদি আসে, আগে আমি তাকে সম্ভাষণ করব, তোমরা আসবে তার পরে।

[প্রস্থান।

মরালী। হ্যাঁ বাবা, এত লোক থাকতে নবাবের কাছে মর্দান খাঁকে পাঠালি কেন? বিশ্বস্ত মুসলমান আরও ত ছিল।

বজ্র। সেও বারবার অনুরোধ করলে, আমারও মতিভ্রম হলো। এখন ভাবছি,—তাকে না পাঠালেই ভাল হতো। সে হয়ত নবাবকেই 'পিছা' দেখিয়ে আসবে। আর নবাব সংগে সংগে তার মাথাটা কেটে ফেলবেন।

মরালী। নবাবকে এত নির্বোধ মনে কচ্ছিস কেন বাবা?

বজ্র। নির্বোধ আর কাকে বলে মা? ইসলামের অপমানই যদি আমি করে থাকি, তিনি আমাকে মুর্শিদাবাদে তলব করলেই ত পারতেন। এত সৈন্যসামন্ত পাঠাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

নাজির আহম্মদ শাহজাদার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন, আর অমনি শাহজাদার চাকরী গেল। একটা কৈফিয়ৎ পর্যন্ত চাইলেন না। এখন প্রাণটা থাকবে কিনা, কে জানে?

ফরিদ খাঁ সহ চতুর্মুখের পুনঃ প্রবেশ।

ফরিদ। প্রাণের জন্য ফরিদ খাঁ চিন্তিত নয় রাজা।

বজ্র। আসুন, আসুন শাহজাদা, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমার অতিথি।

মরালী। তুমি—তুমিই নবাবের ছেলে! কি আশ্চর্য, তোমায় কখনো দেখিনি, তবু মনে হচ্ছে, যেন কতদিনের পরিচয়। আমরা হিন্দু, তুমি মুসলমান; আমরা তুচ্ছ মানুষ, তুমি বাংলার ভাবী অধীশ্বর, তবু মনে হচ্ছে, তোমার মত আপনার জন আমার বেশী নেই।

ফরিদ। আমার তাই মনে হচ্ছে দেবি। আমার মা নেই, মাতৃস্নেহের স্বর্গরাজ্য আমার কাছে চিরদিনই অপরিচিত। আজ আছি ঘরে, কাল থাকব কারাগারে; আজ চোখ মেলে পৃথিবীর আলো দেখছি, কাল হয়ত চোখে মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসবে। এই একটা দিনের জন্য আমি জেনে যাই যে, তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে।

মরালী। আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে। [ফরিদকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন] এর মধ্যে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই; জাতি নেই, গোত্র নেই, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নেই; শুধু মা আর ছেলে।

চতুর্মুখ। আগে কিছু খেতে দাও, তারপর আশীর্বাদ করো। শাহজাদা সারাদিন অভুক্ত।

মরালী। এতক্ষণ বলিসনি কেন হতভাগা? বসো বাবা, বসো; আমি এক্ষুনি আসছি।

[প্রস্থান।

বজ্র। বসুন শাহজাদা, মা যখন আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আপনার জন্য আমার সর্বস্ব পণ রইল।

ফরিদ। এ সর্বস্ব পণের অর্থ কি, জানেন রাজা? নাজির আহম্মদ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছে। পিতা তাকে হুকুম দিয়েছেন, হয় আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে, না হয় পদ্মার পারে কবর দিয়ে যেতে হবে।

বজ্র। আপনি বৃথাই ভাবছেন শাহজাদা। আপনার পিতা প্রকৃত ঘটনা জানেন না বলেই আপনার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

চতুর্মুখ। আমরা লোক পাঠিয়েছি! মুর্শিদাবাদে গিয়ে সে জাঁহাপনাকে সব কথাই নিবেদন করবে। বেগমসাহেবাও যে বজরায় এসেছিলেন সেই বজরায়ই ফিরে গেছেন। তিনিও ত সব কথাই জেনে গেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই জাঁহাপনা তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করবেন।

ফরিদ। ততদিন নাজির আহম্মদ আমায় কবরের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। সে জানে যে, আমি যেদিন বাংলার সিংহাসনে বসব, সেদিন সবার আগে তাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। আরও জানে যে, আমি নবাব হ'লে বাংলার শত শত ভাঙা মন্দির আবার মাথা তুলে উঠবে, যে দেবতারা দীঘির জলে লুকিয়ে আছে, আবার তারা মন্দিরে ফিরে এসে বরাভয় বিতরণ করবে।

বজ্র। আমরা যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আপনার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব আমাদের।

ফরিদ। আপনারা আছেন, এই কথাটাই যে মনে করতে পাচ্ছি না রাজা। আপনাদের প্রথম অপরাধ আপনারা হিন্দু, দ্বিতীয় অপরাধ আপনারা ফকিরের অসম্মান করেছেন, আমাকে আশ্রয় দিয়ে তৃতীয় অপরাধ আর করতে হবে না রাজা।

চতুর্মুখ। তার অর্থ? আপনি আশ্রয় চান না?

ফরিদ। না বন্ধু। উপকার যা করেছ, চিরদিন মনে থাকবে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আমি আর দেব না।

বজ্র। এ ছাড়া উপায় কি আছে শাহজাদা? আপনি 'আমার' জন্য চিন্তিত হবেন না। আমি দধীচির বংশধর, যে দধীচি পরের জন্য পঞ্জরাস্থি দান করেছিলেন। আমার পিতার আর কিছুই আমার মনে নেই, শুধু একটা কথা মনে আছে,—মৃত্যুর ভয়ে যে টলে, বাঁচবার অধিকার তার নেই।

ফরিদ। মরবার সুযোগ এর পরেও অনেক পাবেন রাজা। আমাকে একখানা বজরা আর কতগুলো বিশ্বস্ত মাঝি দিন, আমি আজ রাত্রেই মুর্শিদাবাদে রওনা হই। একবার যদি পিতার পদতলে উপস্থিত হতে পারি, তাহলে এক মুহূর্তে সমস্ত মেঘ কেটে যাবে।

কেশরীর প্রবেশ।

কেশরী। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু শয়তান নাজির আহম্মদ আপনাকে সে সুযোগ দিতে চায় না।

বজ্র। কে, কেশরী রায় নয়?

কেশরী। আজ্ঞে হ্যাঁ। নমস্কার।

বজ্র। চতুর্মুখ, প্রহরীরা কি ঘুমিয়ে আছে, না সব মরেছে? এই কুকুরটাকে প্রবেশ করতে দিলে কে?

কেশরী। কুকুরকে কি কেউ ইচ্ছে করে প্রবেশ করতে দেয়? কামড়ের ভয়ে দিয়েছে। তারপর আছেন কেমন বলুন?

চতুর্মুখ। তুমি বেরিয়ে যাও উল্লুক।

কেশরী। কে ও? চতুর্মুখ না? সেনাপতি হয়েছে বুঝি? বেশ, বেশ, শুনেও সুখ। তোমার বাপ মাথায় করে খেঁসারির ডাল বিক্রি করত। একবার ভুলে খঞ্জন ঠাকুরের বারান্দায় উঠে পড়েছিল। আর যায় কোথায়! চাবুকের পর চাবুক।

চতুর্মুখ। কে তোমার কাছে সে কাহিনী শুনতে চেয়েছে? তুমি যাবে কি না, তাই বল।

কেশরী। সবাই যাবে, থাকতে আর কে এসেছে বল?

বজ্র। তুমি এখানে কি চাও শুনি?

কেশরী। রাজা নিশ্চয়ই নবাবসাহেবের হুকুম শুনেছেন। শাহজাদা ত শুনেছেনই

ফরিদ ও বজ্র। শুনেছি।

কেশরী। অতএব কথাটা বুঝে দেখুন, শাহজাদাকে আশ্রয় দিয়ে রাজা গুরুতর অপরাধ করেছেন। একেই ত ফকির সাহেবকে অপমান করে মৃত্যুর দিকে আপনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, তার উপর আবার যদি শাহজাদাকে নিয়ে গোলমাল করেন, হয়ত আপনাকে দুবার শূলে দেওয়া হবে।

বজ্র। তোমার মনিব নাজির আহম্মদকে শূল তৈরী করে রাখতে বলগে। সে শূলে আমি প্রথম বসাব তোমাকে, তারপর বসাব সেই ধর্মত্যাগী জানোয়ারটাকে।

কেশরী। যে আজ্ঞে, তাহলে এই কথাই রইল। শাহজাদার যদি কিছু বলবার থাকে—

ফরিদ। সে আমি পিতাকেই বলব, নাজির আহম্মদের গাধা কেশরী রায়কে নয়।

কেশরী। হেঃ-হেঃ-হেঃ, শাহজাদা অত্যন্ত রসিক লোক।

চতুর্মুখ। মহারাজ, আমি এই কুকুরটাকে কান ধরে বের করে দেব ?

কেশরী। থাক, তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না। আপনি তাহলে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন রাজা। যে কটা সৈন্যসামন্ত আছে, তাদের ভাঙা তলোয়ার হাতে নিয়ে তৈরী থাকতে বলুন। আসি শাহজাদা, আদাব।

[প্রস্থান।

বজ্র। কি বুঝলে চতুর্মুখ ?

চতুর্মুখ। বুঝলুম যে কাল প্রভাতেই এঁরা নগর আক্রমণ করবে।

বজ্র। প্রভাতে নয় ; আজ রাত্রেই আক্রমণ করবে।

চতুর্মুখ। আমি সেজন্য প্রস্তুত।

বজ্র। বিশ্বস্ত বন্ধু, বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। এ রাজ্যের যা-কিছু সমৃদ্ধি, সব তোমারই পরিশ্রমের ফল। আজ নিজের জন্য আমার কোন আবেদন নেই। যদি পার, প্রাণ দিয়েও আমার এই মহান অতিথিকে রক্ষা কর।

চতুর্মুখ। রক্ষা যদি না-ও করতে পারি, প্রাণ নিয়ে পিছু হটে আসব না।

[প্রস্থান।

ফরিদ। বুঝতে পাচ্ছি রাজা, আমার বেরিয়ে যাবার আর কোন পথ নেই। কত সৈন্য আপনার আছে রাজা ?

বজ্র। বারো হাজার।

ফরিদ। সৈন্যদের তিন ভাগ করুন। আমি আর চতুর্মুখ ঢালী দু'দল সৈন্য নিয়ে দু'দিক থেকে এদের আক্রমণ করব। আর একভাগ সৈন্য নিয়ে আপনি প্রাসাদে অপেক্ষা করুন, প্রয়োজন হলেই নিজে গিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

বজ্র। কিন্তু আপনি কেন আমার জন্য—

ফরিদ। আপনার জন্য নয়, ন্যায়ের জন্য।

[প্রস্থান।

বজ্র। নারায়ণ, তোমারই নাম নিয়ে প্রবল শত্রুকে সমরে আহ্বান কচ্ছি। মারতে হয় মার, কিন্তু হিন্দুর নামে যেন কলংক না হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

খঞ্জন মিশ্রের বাড়ী

মাতংগিনীর প্রবেশ।

মাতংগিনী। মড়া কি করলে গা? শেষকালে বাপ-পিতেমোর ধর্ম্মটা দিলে! তার উপর আবার বিয়ে! কোথাও যে পাত্তা পেলুম না। দেখতে পেলে দুটোকেই যমের বাড়ী পার করে দিয়ে আসতুম।

শ্মশ্রুমণ্ডিত খঞ্জন মিশ্রের প্রবেশ।

খঞ্জন। মাতংগিনি!

মাতংগিনী। কে? কে?

খঞ্জন। আমি এসেছি।

মাতংগিনী। এসেছ? বেশ করেছ। পিণ্ডি রেঁধে রেখেছি, সেবা করবে এস।

খঞ্জন। কি বলছ ব্রাহ্মণি?

মাতংগিনী। কি বলছি বুঝতে পাচ্ছ না? ন্যাকামি হচ্ছে? কোন সাহসে তুমি বামুনের বাড়ীতে ঢুকলে? মনে করেছ বুঝি মাতি বামনি একা আর কি করবে? এখনও চেননি আমাকে? আমার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, আর তুমি ত একটা আধমরা মিনসে।

খঞ্জন। কি হলো তোমার? মাথা খারাপ হলো নাকি? দেড় মাস পরে ঘরে ফিরে এলুম—কোথায় কুশল প্রশ্ন করবে, তা নয়, একেবারে মারমুখো! স্ত্রীর কাছে স্বামীর এই কি পাওনা?

মাতংগিনী। কে তোর ইস্তিরি রে অনামুখো? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব জানিস?

খঞ্জন। আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? এ কোথায় এলুম? আমার বাড়ী বলে ত মনে হচ্ছে। তোমার নাম মাতংগিনী ত?

মাতংগিনী। আবার আমার নাম ধরে যে গো! বুকের পাটা দেখেছ? এক মুখ দাড়ি নিয়ে আমাকে বলে ইস্তিরি, আমাকে বলে মাতংগিনী!

খঞ্জন। মাতংগিনী বলব না ত কি রণরংগিণী বলব?

মাতংগিনী। দাড়ি ত দেখছি, টুপী কই, লুংগি কই? সে মাগী কেমনে গেল?

খঞ্জন। কোন মাগী?

মাতংগিনী। যাকে বিয়ে করেছ।

খঞ্জন। বিয়ে করেছি? আমি!

মাতংগিনী। তুমি না ত কি আমি করেছি? হাঁ করে রইলে যে? কিছু জান না, না? ন্যাকা চৈতন।

খঞ্জন। হতচ্ছাড়ী বলে কি? এই বয়সে আমি করব বিয়ে!

মাতংগিনী। বিয়ে না নিকে, সে তুমিই জান। এখন যদি ভাল চাও ত বেরোও, নইলে আমি পাড়ার লোক জড় করব।

খঞ্জন। ডাক তুই পাড়ার লোক,—আমি ঠাকুরঘরে ঢুকলুম, আহ্নিকটা সেরে এসে তোকে কুচি কুচি করে কাটব।

মাতংগিনী। খবরদার, ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়াবে না বলছি। তবু যায়? তবে রে মোছলমানের নিকুচি করেছে।

খঞ্জন। মুসলমান! মুসলমান কে!

মাতংগিনী। মোছলমান তুই, তোর নিকে করা মাগ।

খঞ্জন। হারামজাদীকে দেব নাকি জুতিয়ে—থুড়ি। খড়মিয়ে। মুসলমানের সংগে বাঁধা থাকলেই মুসলমান হয়ে যায়! ও কথায় আর আমি ভুলছিনে।

মাতংগিনী। আহা, আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে। আমি কিছু জানিনে!

খঞ্জন। কি জানিস তুই বল না?

মাতংগিনী। বলব আবার কি? তুমি মোছলমান হওনি?

খঞ্জন। কোন ব্যাটা বলেছে?

মাতংগিনী। উজির আহাম্মুকের মেয়েকে বিয়ে করনি তুমি?

খঞ্জন। উজির আহাম্মুক আবার কে?

মাতংগিনী। তোমার শ্বশুর।

খঞ্জন। আমার শ্বশুর ত তোর বাপ। আর কোন শালা আমার শ্বশুর হয়েছে, কেউ বলতে পারবে?

মাতংগিনী। নবাবের ব্যাটা যে বললে?

খঞ্জন। কখন বললে?

মাতংগিনী। যখন আমি তাকে ঝাঁটা মারতে গিয়েছিলুম।

খঞ্জন। তুই হতচ্ছাড়ি আবার শাহ্‌জাদাকে ঝাঁটা মারতে গিয়েছিলি? তোর মরণ হয় না কেন?

মাতংগিনী। তোমার মরণ হয় না কেন? বুড়ো বয়সে নিকে!

খঞ্জন। নিকে নিকে করিসনি। মারব খড়মের বাড়ি।

মাতংগিনী। বেরো অজাত, বেরো। ধর্ম যে খুইয়েছে, তার আবার কিসের বাড়ী, কিসের ঘর? আমি এখনি লোকজন ডেকে বিধবা হব।

খঞ্জন। তুই জন্ম জন্ম বিধবা হ না, কে বারণ করছে? তা বলে আমার বাড়াতে আমি থাকব না?

মাতংগিনী। তোমার বাড়ী ছিল যখন তুমি হিন্দু ছিলে।

খঞ্জন। এখনও আমি তাই আছি।

মাতংগিনী। প্রমাণ কর যে তুমি হিন্দু।

খঞ্জন। তুই প্রমাণ কর যে আমি মুসলমান। —আর মুসলমান হলেই বা কি? তারাও ত মানুষ। কই দেড়মাস যে মুসলমানের সংগে এক দড়িতে বাঁধা ছিলুম, গায়ের চামড়া ত পুড়ে যায়নি।

মাতংগিনী। মিনসে বল কি গো?

খঞ্জন। তাঁদের আর যে দোষই থাক, স্বামীকে ছুঁয়ে কখনও স্নান করে না। আজ ত্রিশ বছর তোমায় বিয়ে করেছি, এতদিনের মধ্যেও আমি তোমার যোগ্য হতে পারিনি, যেহেতু আমি পূজুরী

বামুনের ছেলে, আর তুমি নৈকষ্য কুলীনের মেয়ে। সংসারে তবে ভদ্রলোক কে? সবাইকে ত ছোটলোক বলবার কেউ না কেউ আছে। তবে ছোটলোকের কি অপরাধ? তারাও অস্পৃশ্য, আমিও অস্পৃশ্য।

মাতংগিনী। মিনসে কি বলে গো?

খঞ্জন। জাত ত বাইরে নয়, জাত মনে। শাহজাদা ফরিদ খাঁর মত লোক ব্রাহ্মণেরও কি নমস্য নয়? আমরা তাদের বুকে টেনে নিইনি বলেই আজ মুর্শিদকুলি খাঁর সৃষ্টি হয়েছে।

মাতংগিনী। যাও যাও, চান করে এস। আর মাতামাতি করতে হবে না।

খঞ্জন। ছুঁয়ে দিলে ব্রাহ্মণি? গংগাস্নান করতে হবে না? নারায়ণ, ফকির তোমাকে কতটুকু আঘাত করছে? আমি করেছি তার সহস্র গুণ। তুমি যে সৃষ্টিরক্ষক, সকলের উপর তোমার সমান করুণা। তোমার পূজারী হয়ে তোমার সৃষ্টিকে ঘৃণা করেছি। আমি সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মাতংগিনী। কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

খঞ্জন। প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি। নবাবী সৈন্যের সংগে রাজা বজ্রনারায়ণের যুদ্ধ বেধেছে। এ অনর্থের মূল আমি। আমার মত পণ্ডিতমূর্খ যারা, তারাই মুসলমানদের ঘৃণা করে করে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। যতদিন বেঁচে থাকব, তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে ক্ষমা চাইব, আর বলব,—ধর্ম বাইরে নয়, ধর্ম মনে।

মাতংগিনী। ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ গো, দেখে যাও—মিনসে পাগল হয়ে গেছে।

খঞ্জন। পাগল আমি নই ব্রাহ্মণি। এতদিন পাগল ছিলুম, তাই

তোমার সংগে ঘর করেছি। তুমিই আমায় শিখিয়েছ যে সবাইকে অস্পৃশ্য বলতে কেউ না কেউ আছে।

মাতংগিনী। বলছি ত, আর ছুঁয়ে নাইব না।

খঞ্জন। ব্রাহ্মণি, পুতুল ভাঙলে জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু মন ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

[প্রস্থান।

মাতংগিনী। চলে গেল? মরুকগে যাক। কিন্তু—ভাল লাগছে না ত। দেখ দেখি, শাহ্‌জাদা মড়া মিথ্যে করে আমায় বললে, আর আমি ক্যাট ক্যাট করে শুনিয়ে দিলুম। মোছলমান যদি হয়েই থাকে, তাতে কার বাবার কি? মোছলমান কি বানের জলে ভেসে এসেছে নাকি? ও মিনসে,—ওরে আমার—ফিরেও চাইছে না। যাঃ, সব গেল, সব গেল।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ—প্রাসাদ

মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবেশ।

মুর্শিদ। আমার কি দোষ? আমি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, আমি কি পক্ষপাতিত্ব করতে পারি? বাংলার অগণিত মুসলমান আমার হাতে তাদের ইজ্জত রক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কেউ যদি তাদের ধর্মে আঘাত দেয়, পুত্র বলে কি তাকে ক্ষমা করা যায়? আমার পিতা ত আমাকে ক্ষমা করেননি। পুত্রের চেয়ে ধর্ম-ই তাঁর কাছে বড় হয়েছে।

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। পুত্র বড়, না ধর্ম বড়?

বান্দা। ধর্ম-ই বড়।

মুর্শিদ। পুত্র যদি আমার ধর্মে আঘাত দেয়, আমি তাকে দণ্ড দেব না?

বান্দা। নিশ্চই দেবেন।

মুর্শিদ। তবে কেন প্রাসাদে এত হাহাকার? কেন রক্ষী, প্রহরী, উজীর, আমীর সবাই নিশ্বাস ফেলছে। কি বলতে চায় তারা?

বান্দা। বলতে চায় এই যে, বাংলার নবাব মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করবার আগে একবারও ভাবলেন না ধর্মের গায়ে সত্যিই আঘাত লেগেছে কিনা।

মুর্শিদ। আবার তুমি সেকথা বলছ?

বান্দা। চিরদিনই বলব। নাজির আহম্মদ এসে নালিশ করলে ইসলামের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আর আপনি অমনি হুকুম দিলেন, আসামীকে কবর দাও। আসামীরও হয়ত কিছু বলবার ছিল। শাহজাদা ত অবাধ্য নন, পাখীর মুখে তলব দিলেই তিনি এসে হাজির হতেন। কবরটা পদ্মার পারে না দিয়ে প্রাসাদে এনে দিলে কি ক্ষতি হতো জাঁহাপনা?

মুর্শিদ। তারপর সে যদি এসে আমার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইত?

বান্দা। ক্ষমা করতেন।

মুর্শিদ। এতবড় অপরাধের ক্ষমা?

বান্দা। অপরাধটা কত বড়, আপনি ত মেপে দেখননি। কেশরী রায় আর নাজির আহম্মদকে আপনি চেনেন না? তারা না বলতে পারে এমন মিথ্যে নেই, না করতে পারে এমন দুষ্কর্ম নেই।

মুর্শিদ। তুমি যেমন মূর্খ, তেমনি হিংসুক। এরা দুজন বাংলার মসনদের স্তম্ভ।

বান্দা। স্তম্ভ দুটিকে চোখে চোখে রাখবেন জনাব। যে-কোন সময় এরা সরে দাঁড়াবে আর আপনি সিংহাসনশুদ্ধ ধরাশায়ী হবেন।

মুর্শিদ। হুঁশিয়ার বান্দা।

বান্দা। আসল কথা বলব জনাব?

মুর্শিদ। কি তোর আসল কথা?

বান্দা। ধর্মটর্ম বাজে কথা। পুত্রস্নেহ আপনার প্রাণে কারও চেয়ে কম নেই। কিন্তু সবার চেয়ে বেশী চান আপনি কীর্তি।

ধর্মের নামে পুত্রকে ডালি দিয়ে আপনি মুসলমান জগতের বাহবা নিতে চান।

মুর্শিদ। বেয়াদব, মুর্শিদকুলি খাঁ কি তোমার ব্যংগের পাত্র? আমি তোমায় আকণ্ঠ প্রোথিত করে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাব।

বান্দা। তোষামোদ শুনতে শুনতে জাঁহাপনা এমনি অভ্যস্ত হয়েছেন যে, স্পষ্টকথা আজ কানে বিষ ঢেলে দেয়। রাজা রামচন্দ্র লোকনিন্দা শোনবার জন্যই গুপ্তচর রাখতেন।

মুর্শিদ। লোকনিন্দা যদি সত্য হয়, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁও তা শুনতে প্রস্তুত।

বান্দা। পদ্মাপারের লোকেরা আপনাকে কি বলে, শুনবেন জনাব। দুর্মুখকে আনব?

মুর্শিদ। নিয়ে এস, কোথায় কত দুর্মুখ আছে।

বান্দা। গ্রাম্য লোক, কথা বলতে জানে না,—কিন্তু জান গেলেও মিথ্যা বলবে না।

মুর্শিদ। নিয়ে এস।

বান্দা। মর্দান খাঁ!

মর্দান খাঁর প্রবেশ।

মর্দান। হ—আছি।

বান্দা। ইনিই বাংলার নবাব।

মর্দান। বুঝছি। সেলাম।

মুর্শিদ। এ যে অপূর্ব মূর্তি দেখছি। তুমি কোথা থেকে আসছ? কি নাম তোমার?

মর্দান। আমার নাম মর্দান খাঁ, হাল সাকিন নারায়ণগড়, পিতার নাম—

মুর্শিদ। পিতার নাম থাক ; তোমার নিজের নাম শুনেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে বুঝি রাজা বজ্রনারায়ণ পাঠিয়েছেন?

মর্দান। আইজ্ঞা হ। আমি তেনার বারীর নফর কিনা।

মুর্শিদ। ব্যাতন কত?

মর্দান। তিন টাহা।

মুর্শিদ। টাকাটা পাও ত, না মাথায় পায়ের ধূলো ছড়িয়ে বিদায় করে দেয়? বামুন বলে কথা!

মর্দান। কি কন সাহেব? একি খঞ্জন ঠাকুর পাইছেন? আমার রাজা মানুষ না দ্যাবতা। আর মাঠারাণ ত ব্যাবাকের মা: আকালের বছর মায়ে ব্যাটায় চাষাগো ঘরে ঘরে গিয়া নিজের হাতে খাওয়াইছে। হেই চাষারাই আইজ তাগো মাথায় লাঠির বারী মারবার চায়। দুঃখের কথা কমু কারে?

মুর্শিদ। তুমি ত তাদের নফর। তারা তোমার ছায়া দেখলে চান করে না?

মর্দান। ছান করব? হুঁ। এইসব কথা কইছে কোন ব্যাডায়।

বান্দা। আমরা ত এই রকমই শুনছি।

মর্দান। ছাতা হোনছ তোমরা। রাজার পোলাডায় ত আমি কোলে পিড়ে কইর‍্যা মানুষ করলাম। আমি মুর্গী রান্ধি, সে চুরি কইর‍্যা খায়। বৌমা মারতে আহে, মাঠারাণ কয়—দূর বেটি, ধম্মটা কি এত সহজে যায়?

মুর্শিদ। এ কোন রাজ্যের কথা বলছ তুমি?

বান্দা। যে রাজ্যে ইসলাম বিপন্ন, সে রাজ্যের কথা। সেখানে

হিন্দু পূজো করে, মুসলমান প্রসাদ খায় ; মুসলমানের সাদি হয়, হিন্দুরা আসে নিমন্ত্রণ খেতে।

মুর্শিদ। মাঠাকরুণও তোমাদের ঘৃণা করেন না ?

মর্দান। গেল সনের আগের সন আমার জরুর ওলাউডা হইছিল। মাঠারাণ গেল দেখতে। যেমন বদ্যি, তেমনি বাদ্যি। মাঠারাণ নিজের হাতে সব পরিষ্কার করল সাহেব। আমি কইলাম,—ও মা, তুমি কর কি ? ঠাস কইর‍্যা আমায় গালে এক থাবর।

মুর্শিদ। এ কি বলছ তুমি ? আমি যে শুনেছি,—হিন্দুরা তোমাদের দেখলেও স্নান করে।

বান্দা। করে খঞ্জন ঠাকুরের দল। কিন্তু তারা কজন ?

মুর্শিদ। এসব মিথ্যা। আমি এর কোন কথা বিশ্বাস করি না। আমি এই মিথ্যাবাদী শয়তানকে বেঁধে রেখে নিজে সরেজমীনে তদন্ত করতে যাব। যদি এসব কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আমি তোমার ছাল তুলে নেব।

মর্দান। 'না' করে কেডা ? যান না। আপনি নবাব না ? আমাগো জান মানের ভার ব্যাবাক না আপনার হাতে ? নিজের চহে না দেইখ্যা পরের মুখে ঝাল খান ক্যান ? আপনার সাথে আমার তফাতটা তাহলে কোহানে রইল ?

বান্দা। ঠিক কথা ভাই। আমিও এই কথাই বলছিলাম।

মুর্শিদ। আমি তোমাদের সবাইকে কোতল করব শয়তানের দল। তোমরা এমনি করেই আমাকে প্রতারণা করবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছ। মুসলমানেরা যদি সেখানে এতই স্বর্গসুখ ভোগ করবে, তবে নিঃস্বার্থ সংসারত্যাগী ফকিরের এ নির্যাতন কেন ? কেন তোমাদের রাজা তাকে প্রহারে জর্জরিত করেন ?

মর্দান। পিছা মারি ফকিরের কপালে। ফকির না ফক্কর।

মুর্শিদ। চোপরাও বেয়াদব।

বান্দা। তোমাদের রাজা তাকে মেরেছেন কেন, সেই কথাটা বল।

মর্দান। মারছে? কইছে কেডা? ফকির বরঞ্চ রাজারে মারবার চক্কর করছে।

মুর্শিদ। তুমি মিথ্যাবাদী—শয়তান—জানোয়ার।

মর্দান। পিছা মারি তো—

মুর্শিদ। রাজা বজ্রনারায়ণের দেবমন্দিরের প্রাংগণে কি মুসলমানের প্রবেশাধিকার নেই?

মর্দান। না থাকব ক্যান? আমি ত সেহানে খাড়া ছিলাম।

বান্দা। তবে ফকিরের অপরাধ কি হয়েছিল? তাকে তোমরা পাকড়াও করলে কেন?

মর্দান। ব্যাডা ফকির কি কইছিল জান না? বলে, "ঠ্যাবতা না ভূত, ঠ্যাবতা যদি হয়, করুক দেখি আমার কি করতে পারে?" আমি খপ কইর‍্যা ব্যাডার মুয়ে হাত চাপা দিতে গেলাম, এর মধ্যেই লাঠির এক খোঁচা ঠাকুরের চহে।

মুর্শিদ। সেকি! ফকির সাহেব ত একথা বলেননি। কেশরী রায়, নাজির আহম্মদ—তারাও ত ঘুণাক্ষরে একথা জানায়নি; এ কি সত্যি? সংসারত্যাগী ফকির—অকারণে সে পরের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দেবে? সত্য কথা বল মর্দান খাঁ! আমি শপথ কচ্ছি, তোমায় কোন শাস্তি দেব না। বল—বল, দোহাই তোমার, অর্থ দেব, জায়গীর দেব।

মর্দান। আপনার জায়গীর আপনারই থাক, আমার দরকার নাই।

আইজ দিবেন জায়গীর, কাইল নিবেন মাথা। নবাব-বাদশার দোয়ার এই ত দাম।

বান্দা। তুমি যা বলেছ, সত্য?

মর্দান। মিথ্যাকথা বড়লোকে কয়। আমি ছোডলোক, তিন টাহা ব্যাতনের চাকর, মিথ্যা আমি জানি না খাঁয়ের পো।

মুর্শিদ। তুমি জান না, তুমি কি বলছ? এ আমার জীবনমরণের সমস্যা। এ যদি সত্য হয়, মুর্শিদকুলি খাঁর মাথায় সহস্র বজ্র ভেঙে পড়বে।

বান্দা। বলুন জাঁহাপনা, এই লোকটাকে বেঁধে নিয়ে আমরা নারায়ণগড়ে গিয়ে তদন্ত করি। যদি এর কথা মিথ্যা হয়, প্রকাশ্য রাজপথে একে হত্যা করব।

মুর্শিদ। কিন্তু যদি সত্য হয়? বান্দা, আমি যে নাজির আহম্মদকে হুকুম দিয়ে ফেলেছি,—হয় তাকে বেঁধে আনবে, না হয় সেইখানেই কবর দেবে। নাজির আহম্মদ যদি—ওরে, আমায় কেউ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারিস? যা—যা, যাট বৈঠার ছিপ এখনি প্রস্তুত করতে বল।

বান্দা। প্রস্তুত আমি করেই রেখেছি জনাব।

মুর্শিদ। রেখেছ? কি করে জানলে?

বান্দা। আমার মন বলছিল, আজ এর প্রয়োজন হবে।

মুর্শিদ। বান্দা! আত্মীয় বল, বান্ধব বল—সিংহাসনে বসলে সবাই অচেনা হয়ে যায়। তুমি কিন্তু দশ বছর আগেও যা ছিলে, আজও দেখছি তাই রয়ে গেছ। কত চৌকিদার জমিদার হয়ে গেল, কত হাবিলদার আমীর হয়ে গেল, আর তুমি মূর্খ কিছুই করতে পারলে না।

বান্দা। আপনার স্নেহ ত পেয়েছি জনাব, এই আমার যথেষ্ট। আর কিছু চাই না।

মর্দান। চাইও না খাঁয়ের পো, টাহার কপালে পিছা। আহেন করতা, আহেন।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। দেখ, দেখ বান্দা, মন্দির ভেঙে যেসব দেবতাকে দূর করে দিয়েছি, তারা সবাই দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে। কি বলছে ওরা জান? "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ"। চল, চল, দেরী হয়ে যাবে, নাজির আহম্মদ ফরিদকে হয়ত—না-না-না—খোদা, দোয়া কর, দোয়া কর।

[প্রস্থান ; পশ্চাৎ বান্দার প্রস্থান।

———

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

[নেপথ্যে কামান গর্জন]

ফরিদ খাঁ ও নাজির আহম্মদের প্রবেশ।

ফরিদ। ফিরে যাও নাজির আহম্মদ। দুদিন আগেও ত তুমি হিন্দু ছিলে, তুমিও ত এমনি করে ঠাকুরপুজো করেছ। কোন বিধর্মী যদি তোমার ঠাকুরকে অসম্মান করত, তোমার প্রাণে কি আঘাত লাগত না? সেদিনের কথা মনে কর নাজির আহম্মদ; নিজের প্রাণ দিয়ে এদের প্রাণের বেদনা অনুভব কর।

নাজির। নাজির আহম্মদ শাহজাদার মত ধর্মদ্রোহী নয়।

ফরিদ। ধর্মটাকে তুমিই চিনেছ নাজির আহম্মদ। আমরা সবাই কাফের, আর তুমিই ইসলামের পরম ভক্ত।

নাজির। আপনার বহু ব্যংগ আমি সহ্য করেছি, আর সহ্য করব না, মনে রাখবেন।

ফরিদ। মনে সব সময়ই আছে। আমার উপর তোমার ভালবাসার যে অন্ত নেই, আমি তা বিলক্ষণ জানি। আমাকে জব্দ করার জন্য তুমি যে স্ত্রীরত্ন জুটিয়ে দিয়েছ, হঠাৎ সে বিগড়ে গিয়ে তোমায় আরও মুশকিলে ফেলেছে; এও আমি বুঝি। কিন্তু বোঝাপড়া করতে হয়, আমার সংগে কর। এই নিরপরাধ রাজবংশটাকে

তুমি বাঁচতে দাও নাজির। তোমারই ত ভাইবন্ধু তারা। খুঁজে দেখ, তাদের কারও অন্তঃপুরে তোমারই নিরুদ্দিষ্টা কন্যা হয়ত ঘোমটা টেনে বসে আছে। হয়ত সে রাজা বজ্রনারায়ণেরই কুলবধূ।

নাজির। এসব কি প্রলাপ বকছেন আপনি?

ফরিদ। নাজির আহম্মদ, চেয়ে দেখ দিগন্ত-বিসারী শস্যক্ষেত্রে শ্যামল ধান্যের ঢেউ-খেলানো মায়া, কান পেতে শোন পদ্মার কলতান, গাছে গাছে অসংখ্য পাখীর কূজন। সৌন্দর্যের এ অপরূপ লীলা-কাননে রক্তের বন্যা বহিও না। বংগলক্ষ্মীর যৌবনে বার্ধক্য নেমে আসবে, ধর্ম লজ্জায় মুখ ঢেকে পালাবে। সৈন্যদের ফিরিয়ে দাও নাজির। চল—দুজনে পিতার পদতলে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থনা করি। আমি শপথ কচ্ছি, তিনি যে বিচার করবেন, আমি মাথা পেতে নেব।

নাজির। বিচার তিনি বহু পূর্বেই করেছেন। আমি তার হুকুম তামিল করব।

ফরিদ। হুকুম ত আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া? কর আমায় বন্দী, কিন্তু তার আগে পবিত্র কোরান স্পর্শ করে শপথ কর—রাজা বজ্রনারায়ণের গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও তুমি দেবে না। বল নাজির, বল।

নাজির। রাজা বজ্রনারায়ণের উপর আপনার মমতা দেখছি অসাধারণ।

ফরিদ। কারণ, সে আমার ভাই, তার মা আমার মা।

নাজির। বিপদে পড়লে অমন মা-ভাই অনেক জোটে।

ফরিদ। না বুদ্ধিমান; শৈশবে মাকে হারিয়ে সারাজীবন ধরে সব নারীর মধ্যেই আমি মায়ের সন্ধান করেছি। কোথাও পাইনি,

পেয়েছি এইখানে। তুমি জান না, সমস্ত রাজ্যেরই তিনি মা। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় এসে হিন্দু-মুসলমান তাদের এই তুচ্ছ মান-অভিমানের কান্না নিজেরাই মিটিয়ে নেবে। এর মধ্যে আমরা কে? চল, চল, পালিয়ে চল নাজির আহম্মদ।

নাজির। তুমি কাফের, আমি ত কাফের নই। ইসলামের অমর্যাদা যারা করেছে, তাদের নিঃশেষ না করে আমি যাব না; আর যে পাষণ্ড তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে, তাকেও আমি এই পদ্মাপারে কবর দিয়ে যাব।

ফরিদ। তবে এস, দেখি কে কাকে কবর দেয়।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামান গর্জন]

পটান্তর

রণস্থলের অপর পার্শ্ব

চতুর্মুখ ও কেশরীর প্রবেশ।

চতুর্মুখ। তুমি না হিন্দু, তুমি না ব্রাহ্মণ? তুমি এসেছ নাজির আহম্মদের অধীনে মনসবদারী নিয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করতে? গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারলে না?

কেশরী। এত ভাল কথা শিখলে কোথায় হে চাঁড়ালের পো?

চতুর্মুখ। চাঁড়াল আমি নই, তুমি আর ঐ খঞ্জন ঠাকুর। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাদের দুটোকেই বেঁধে মা-কালীর কাছে বলি দিই।

কেশরী। ইচ্ছেটা দমন কর। অনেকদিন থেকে আশা করে আছি, বজ্রনারায়ণের মৃত্যুর দৃশ্যটা দেখে চোখ জুড়োব।

চতুর্মুখ। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, ব্রাহ্মণ বলে তুমি কেন এখনও পরিচয় দাও। পৈতেটা কেন এখনও রেখেছ? আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারনি? নাজির আহম্মদ মুসলমান হয়েছে, তার হিন্দু-নির্যাতনের কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তুমি হিন্দু হয়ে হিন্দুর উপর অত্যাচার করতে এসেছ কোন অধিকারে?

কেশরী। তোমার মনিবকে জিজ্ঞাসা কর, কেশরী রায়কে সে চাল কেটে তুলে দিয়েছিল কোন অধিকারে? আমার প্রজার তিন বছরের খাজনা বাকি, এই অপরাধে, আমি যদি তাকে কপালে খোলামকুচি দিয়ে দুপুররোদে বসিয়ে রাখি, সে কি অন্যায়? আর এইটুকু শাস্তি ভোগ করে সে ব্যাটা মুসলমান যদি মরে যায়, সেকি আমার অপরাধ? এর জন্য একটা সম্মানিত পরিবারকে উচ্ছেদ করতে তুমি পারতে চতুর্মুখ ঢালি?

চতুর্মুখ। না। আমি হলে তোমার মাথাটাই ছিঁড়ে ফেলতুম। বিভীষণ নিজের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সর্বনাশ করে লংকার সিংহাসন উপহার পেয়েছিল,—তুমি নারায়ণগড়কে ধ্বংস করে কি উপহার পাবে জান? নবাবী পয়জার।

কেশরী। চোপরাও উল্লুক।

চতুর্মুখ। ওই দেখ কেশরী রায়, হাজার হাজার সৈন্য শাহজাদাকে ঘিরে ধরেছে। ছুটে এস, আমরা সবাই মিলে একসংগে নাজির আহম্মদকে চূর্ণ করি। ভয় নেই, ভয় নেই তোমার শাহজাদা, আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কেশরী। যেতে হবে না চাঁড়ালের পো। শাহজাদা ত মরবেই, তুইও তার সংগে যা।

[আক্রমণ ; উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আহত ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। এই কি রাজনীতি! একজনকে বেষ্টন করে সহস্র সৈনিক? পদ্মা, তোমার কলস্বরে এ কাহিনী যোগ করে নাও; শ্যামল মাটি, লিখে নাও তোমার বক্ষে এ কলংকের ইতিহাস, হে সদাগতি বায়ু, তুমি সাক্ষী হয়ে থাক, পিতা এলে তাঁকে বলো, তাঁরই পয়জারের নফর তাঁর পুত্রকে সহস্র সৈনিকের বেড়াজালে ঘিরে মেরেছে। উঃ—

নাজির আহম্মদের প্রবেশ।

নাজির। আমি তোমায় মারিনি ফরিদ খাঁ, মেরেছেন আল্লাতালা স্বয়ং। তোমার মত কাফের যারা, তারা এমনি করেই মরবে।

ফরিদ। বুদ্ধিমান তুমি নাজির আহম্মদ। তুমি ঠিক বুঝেছ, আমি যদি নবাব হই, তোমাকে অন্তত বাঁচিয়ে রাখব না। তাই— অন্যায় যুদ্ধে—আঃ, খোদাতালাকে যদি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে থাকি আমি, তাহলে অচিরেই তোমার মাথায় তাঁর ন্যায়দণ্ড নেমে আসবে। নইলে ইসলাম মিথ্যা,—মিথ্যা তাঁর ন্যায়ের রাজত্ব!

নাজির। শাহজাদা ফরিদ খাঁ, মৃত্যুর পূর্বে এও তুমি জেনে যাও যে, নাজির আহম্মদকে অপমান করে কেউ রেহাই পায় না।

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। ন আহম্মদ, শীঘ্র কাজ শেষ কর। নবাব আসছেন।

ফরিদ। পিতা আসছেন? পিতা?

নাজির। নবাব হঠাৎ এখানে—এ তুমি কি বলছ? কোথায় তিনি?

ফকির। বজরা থেকে নেমে পদ্মার তীর ধরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছেন। কাজ শেষ কর, কাজ শেষ কর। এর পর আর হয়ত সময় হবে না। সাবধান, খুব সাবধান।

ফরিদ। পিতা, পিতা,—আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান।

ফকির। কি কচ্ছ, পালিয়ে গেল যে ?

নাজির। নাজির আহম্মদ বেঁচে থাকতে তা হবে না কাফের। আমি তোমায় এই দণ্ডেই হত্যা—

[সহসা নাজিরের পায়ে গুলিবিদ্ধ হইল]

আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে কীর্তিনারায়ণের প্রবেশ।

নাজির। ওঃ! আবার তুই ক্ষুদে শয়তান ?

[ক্ষিপ্রহস্তে আগ্নেয়াস্ত্র তরবারির আঘাতে ফেলিয়া দিল; কীর্তিনারায়ণ তৎক্ষণাৎ তরবারি বাহির করিল। ফকির পলায়ন করিল]

কীর্তি। গুলিটা ঠিক জায়গায় লাগল না। নইলে আজই তোমার পশুজীবন শেষ হতো নাজির আহম্মদ। নবাবের হাতে মরাই বোধহয় তোমার অদৃষ্টে আছে।

নাজির। তোর বরাতে আছে আমার হাতে মরা, নইলে বারবার তুই আমার কাজে বাধা দিস ? মুখখানা দেখে কেমন মায়া হয়েছিল, তাই সেদিন তোকে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু আজ তোকে রক্ষা করবে কে ?

কীর্তি। তুমি নিজের রক্ষার কথা ভাব ; নবাব আসছেন, তোমার পশুলীলার আজই অবসান।

[উভয়ের যুদ্ধের উদ্যোগ]

নাজির। ফিরে যাও বালক; তুমি যা করেছে, সব আমি ভুলে যাব, আর কখনো আমার সম্মুখে এস না। জানি না, কেন তোমাকে বধ করতে আমার হাত উঠছে না। যাও যাও, ফিরে যাও।

কীর্তি। ফিরে গেলে মা আমার মুখ দেখবেন না। মা বলেছেন, তোমার মাথাটা তাঁকে উপহার দিলেই আমার মাতৃঋণ শোধ হবে।

নাজির। তবে মাতৃ-আজ্ঞাই পালন কর।

[উভয়েই যুদ্ধ, কীর্তির পতন।]

কীর্তি। হলো না মা, মাতৃঋণ শোধ হলো না।

বারুণীর প্রবেশ।

বারুণী। হয়েছে বাবা। যাবার আগে জেনে যাও গোপাল যে তুমি ঋণমুক্ত। এতটুকু ছেলে তুমি, এতবড় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তোমাকে লেলিয়ে দিয়ে আমিই ভুল করেছিলুম। এ তারই শাস্তি। মাতৃভক্ত সন্তান, যে মহান আদর্শের প্রেরণায় মৃত্যুকে তুমি তুচ্ছ করেছ, পরজন্মে সেই আদর্শ বুকে নিয়েই তুমি এসো—এই মায়ের কোলে, এই বাংলার মাটিতে।

নাজির। [বিস্ময়ে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল]

কীর্তি। মা! আমি মরছি বলে আমার কোন দুঃখ নেই, ঠাকুরমা যে বড় কাঁদবে, এই দুঃখ নিয়েই যাচ্ছি মা। তুমি তাকে দেখো। তাকে বলো,—মরেও আমি তার কাছে কাছে থাকব।

বারুণী। কীর্তি!

কীর্তি। মা! [মৃত্যু]

বারুণী। নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ!

নাজির। তুমি—তুমি কে?

বারুণী। আমি কে? আমি কে? চিনতে পাচ্ছ না? [সম্মুখে দাঁড়াইয়া] দেখ ত এইবার, চিনতে পার কি না।

নাজির। কে? কে তুমি? তুমি কি আমার মাধুরী? তুমি বজ্রনারায়ণের স্ত্রী! কীর্তিনারায়ণের মা! আমার অস্ত্রে নিহত ওই শিশু আমারই দৌহিত্র? তাই বহু দোষে দোষী হলেও এই শিশুকে হত্যা করতে কিছুতেই আমার হাত উঠছিল না। কন্যা!

বারুণী। কে তোমার কন্যা দস্যু? তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু; তুমি খাদক, আমরা খাদ্য।

নাজির। এতদিন কেন আমার কাছে আসিসনি মা? তাহলে ত এত অনর্থ হতো না। আমি যে চারিদিক দিয়ে জাল পেতেছি। তোদের প্রাসাদের একটা পিপীলিকাও রক্ষা পাবে না। আয়—আয়, পালিয়ে আয়—বাংলা ছেড়ে দুজনে বহুদূরে চলে যাই। আমি খোদাকে ডাকব, তুই নারায়ণকে ডাকবি। যাবি মা, যাবি?

বারুণী। না। বিধর্মী বিজাতি পুত্রহন্তার সংগে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না। তোমার হাতে আমার ছেলে মরেছে, স্বামীও যাবে জানি। কিন্তু তুমি রেহাই পাবে না দস্যু। ব্রাহ্মণ জমিদারদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে যে পাপ তুমি সঞ্চয় করেছ, ইসলামের জিগির তুলে একটা শান্তিপ্রিয় রাজ্যের উপর রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যে অন্যায় তুমি করেছ, তার পরিণাম আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি। যে নবাবের অনুগ্রহের লোভে ধর্ম ডালি দিয়েছ, ন্যায়নিষ্ঠা বিসর্জন দিয়েছ, তারই হাতে পশুর মত তোমার জীবনান্ত হবে, এ যদি মিথ্যা হয়, ভগবানও মিথ্যা। [মৃতদেহ তুলিয়া লইল]

নাজির। মাধুরি!

বারুণী। সরে যাও মহাপাপি, জগতের লীলা শেষ করে আমার কবি স্বর্গে যাচ্ছে। দেবসভায় তার গানের নিমন্ত্রণ এসেছে। তার যাত্রাপথে ছায়া যেন না পড়ে।

[প্রস্থান।

নাজির। প্রকৃতির প্রতিশোধ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নারায়ণগড়—প্রাসাদ

[প্রাসাদে যেন একটা করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছিল]

মরালীর প্রবেশ।

মরালী। কি রে কীর্তি, কি? তাইত, কে ডাকলে? আমি যে স্পষ্ট শুনলুম, 'ঠাকুরমা' বলে কাতরকণ্ঠে চীৎকার কচ্ছে। এখানে ত নেই। লুকিয়েছে বুঝি লুকোচুরি করিসনি ভাই, পূজো ফেলে ছুটে এসেছি।

বজ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বজ্র। কি মা, মন্দির কে বেরিয়ে এলে যে?

মরালী। কোথায় গেল রে কীর্তিকে দেখেছিস বাবা?

বজ্র। তাকে ত বহুক্ষণ আমি দেখিনি মা। তার মাকেও ত দেখছি না।

মরালী। আমি যে শুনলুম 'ঠাকুরমা' বলে ডাকছে।

বজ্র। আমি ত শুনিনি। তা বলে তুমি পূজো ছেড়ে উঠে এলে কেন?

মরালী। এই যাচ্ছি বাবা।

বজ্র। আর গিয়ে কি হবে? ঠাকুর তোমার মাথায় উঠেছে। ওই কীর্তিই তোমার সর্বনাশ করেছে। খেতে বসতে শুতে—কীর্তি ছাড়া আর কথা নেই? ঠাকুরপূজোটা বাকি ছিল, এখন তাও রসাতলে গেল।

মরালী। এমনি একটা কীর্তি তোমার আগে হোক, তখন বুঝবে আসলের চেয়ে সুদের আদর অনেক বেশী। কিন্তু হতভাগা গেল কোথায়? বৌমাই বা কোথায় গেল? চারিদিকে শত্রুর চর ঘুরছে,— এ সময় এদের কি বাইরে না গেলেই নয়?

চতুর্মুখের প্রবেশ।

চতুর্মুখ। মহারাজ!

মরালী। কে রে, চতুর্মুখ? আমার কীর্তিকে দেখেছিস?

বজ্র। তুমি চুপ কর মা। ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখ, সে হয়ত বিগ্রহ সরিয়ে নিজেই ঠাকুর হয়ে বসে আছে।

চতুর্মুখ। আর সে তা করবে না মহারাজ।

বজ্র। কেন? তার মা বকেছে বলে? তুমি তাকে চেন না!

চতুর্মুখ। ভয় কাকে বলে সে জানে না।

মরালী। হ্যাঁ বাবা, তোর মুখখানা এমন কালি হয়ে গেছে কেন? যুদ্ধে কি আমাদের পরাজয় হয়েছে?

চতুর্মুখ। না জ্যাঠাইমা! এই কদিনে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার

শত্রুসৈন্য ধ্বংস করেছি। শাহজাদা ফরিদ খাঁর অপূর্ব রণকৌশল নাজির আহম্মদকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

বজ্র। সেজন্য তোমার গলা কাঁপছে কেন?

চতুর্মুখ। নাজির আহম্মদ দেখলে, আর দুটো দিন যদি শাহজাদা সৈন্যচালনা করেন, তাহলে তার একটা সৈন্যও আর মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবে না। তখন সে মরিয়া হয়ে এক সহস্র সৈন্য নিয়ে শাহজাদাকে আক্রমণ করলে।

বজ্র। সে কি! কলিতে দ্বাপরের অভিনয়! তারপর, তারপর! শাহজাদাকে তারা বন্দী করেনি ত?

চতুর্মুখ। বন্দী! মহারাজ, এতক্ষণ তিনি নেই।

বজ্র ও মরালী। নেই!

মরালী। আমি যাব—আমি যাব সেই রণক্ষেত্রে। বজ্রনারায়ণ, আমার শিবিকা আনতে বল। আমি তার আহত দেহ বুকে করে ঘরে নিয়ে আসব। দেখি কোন পথে যম এসে তাকে নিয়ে যায়।

বজ্র। তুমি ঠাকুরঘরে যাও মা। কীর্তির কথা ভুলে গিয়ে মনেপ্রাণে একবার ঠাকুরকে ডেকে সে মহাপুরুষের দীর্ঘজীবন কামনা কর। আমি যাচ্ছি নাজির আহম্মদকে সম্ভাষণ করতে। জীবিত যদি পাই, নিশ্চয়ই তাঁকে তোমার কোলে এনে দেব। আর যদি মরেই গিয়ে থাকে—

মরালী। বালাই, ষাট।

বজ্র। তাহলে তার পবিত্র দেহ শয়তান নাজির আহম্মদকে কবর দিতে দেব না। আমি সে দেহ সযত্নে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে দেব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

চতুর্মুখ। একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ।

বজ্র। কেন চতুর্মুখ?

মরালী। কি হয়েছে বাবা? কেন তোর চোখ ছলছল কচ্ছে?

চতুর্মুখ। আমি বলতে পারব না জ্যাঠাইমা। রাণীমা আসছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

মরালী। বল বাবা, কার কি হলো—কোন মহাল শত্রুরা দখল করেছে, কোন বিশ্বস্ত সৈনিক রণস্থলে ঘুমিয়ে আছে? কি হলো ওরে, কি হলো?

গীতকণ্ঠে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস।— **গীত**

অকূল সিন্ধুনীরে!
সোনার তরণী ডুবিয়া গিয়াছে ভিড়িবে না আর তীরে।
অস্থিতে তার গড়িছে মুকুতা সাগরের জলপরী,
রহিবে সে নামে গাঁথা চিরদিন ইশা মুসা খোদা হরি;
বংশ ধন্য জনম সফল,
ফেলিসনে তোরা নয়নের জল,
দেবতারা সব গাহে সামগান সোনার সে দেহ ঘিরে।

বজ্র। কার কথা বলছ সন্ন্যাসি?

মরালী। একি! ঠাকুর, আপনি? এতদিন পরে আপনি কোথা থেকে আসছেন? কি বলছেন আপনি?

জ্ঞানদাস। মনে আছে মা, সেদিনের কথা মনে আছে? এই বুঝি তোমার সেই ছেলে? ইস, কপালের সেই রেখাটা কি জলজল কচ্ছে দেখ। পালিয়ে যা বেটি, ছেলেকে নিয়ে বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যা, সে এসেছে, সে এসেছে। [প্রস্থান।

মরালী। ঠাকুর, ঠাকুর,—[প্রস্থানোদ্যোগ]

বজ্র। ও কে মা? এই কি সেই ঠাকুর—যিনি আমার ভবিষ্যৎ গণনা করেছিলেন?

মরালী। পালিয়ে চল, ওরে, বাংলা ছেড়ে পালিয়ে চল। বৌমা কই? কীর্তি কই?

মৃতপুত্র সহ বারুণীর প্রবেশ।

বারুণী। কীর্তি পালিয়ে গেছে মা। আর সে সাড়া দেবে না।

মরালী ও বজ্র। একি!

মরালী। ওরে সর্বনাশি, এ তুই কাকে নিয়ে এলি?

বারুণী। তোমার কীর্তিকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি মা। ওর মাথায় পায়ের ধূলো দাও, হাসতে হাসতে স্বর্গে চলে যাক।

মরালী। ওরে, এত রক্ত কেন? এ যে নিশ্বাস পড়ছে না।

চতুর্মুখ। আর নিশ্বাস পড়বে না জ্যাঠাইমা।

মরালী। নেই? মরে গেছে? কে মারলে?

বারুণী। আমি মেরেছি। আমিই বলেছিলুম,—নাজির আহম্মদের মাথাটা যদি আনতে পারে, ওর মাতৃঋণ পরিশোধ হবে। তাই শুনে ছেলে আমার পাগল হয়ে ছুটে গেল।

মরালী। করলি কি রাক্ষসি? এমন একটা মহার্ঘ রত্ন অবহেলায় ডালি দিলি? দাদু,—সোনা আমার, আমায় ফেলে একা একাই চলে যাবি? তা হবে না। আমিও তোর সংগে যাব। বজ্রনারায়ণ, কাঁদছিস? না না, তুই কাঁদিসনি। যত কান্না আমার জন্য সঞ্চিত থাক। যে কান্না পঁচিশ বছর আগে আরম্ভ করেছি, আজও তা ফুরোয়নি। অনেক দুঃখ সয়েছি আমি, কিন্তু এ দুঃখ যে সইতে পাচ্ছি না। [মৃতদেহের উপর লুটাইয়া পড়িল]

বজ্র। যাও কবি,—যেখানে কালিদাস ব্যাস বাল্মীকি আছেন, সেই লোকে যাও। কেউ তোমায় চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি চিনেছিলুম। বেঁচে থাকলে তুমি হয়ত একখানা মহাভারত রচনা করতে পারতে। আমার অদৃষ্টে সইল না। চতুর্মুখ, সৎকারের আয়োজন কর। না—না, আগে প্রতিশোধ চাই। সৈন্য সমাবেশ কর। আজ রাত্রেই আমি শত্রুশিবির আক্রমণ করব।

চতুর্মুখ। ওঠ জ্যাঠাইমা। কার জন্য কাঁদ? এতটুকু বয়সে যার এত শক্তি, এত জ্ঞান,—সংসারের মাটিতে সে থাকতে আসেনি।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

মরালী। না—না, আমি দেব না। দেখি, কত শক্তি যমরাজের যে আমার বুক হতে আমার ভাইকে ছিনিয়ে নিতে পারে। দে—দে, ওরে দে।

[প্রস্থান।

বজ্র। বারুণি, কেঁদ না বারুণি। তোমার কোন দোষ নেই, তুমি ঠিকই বলেছিলে। সবাই তোমার নিন্দা করলেও আমি করব না। তুমি মরবে, আমি মরব, সবাই মরবে। অনিবার্য মৃত্যুকে যে এমনি করে মহিমান্বিত করে যেতে পারে, সেই ত মানুষ। কাছে এস বারুণি।

বারুণী। আর তোমায় স্পর্শ করব না প্রিয়তম। তোমার সুখের নীড় আমারই স্পর্শে জ্বলে পুড়ে গেল। এত গুণী তুমি, এত ধর্ম-পরায়ণ তুমি, তবু তোমার শান্তির লীলাকাননে কেন আজ রক্তের ঢেউ বয়ে যায়, কেন তোমার ছেলে অকালে মরে? সব আমার দোষ।

বজ্র। না—না, তুমি আমার কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী।

বারুণী। তাই হতেই আমি এসেছিলুম। সাধনাও করেছিলুম। প্রকৃতি সব বানচাল করে দিলে। তুমি জান না, আমি কে।

বজ্র। তুমি আমার শৈশবের সাথী, যৌবনের ভাগ্যলক্ষ্মী।

বারুণী। আরও একটা পরিচয় আছে আমার। আমি বিধর্মী, আমি তোমার পরম শত্রু নাজির আহম্মদের কন্যা।

বজ্র। নাজির আহম্মদের কন্যা!

বারুণী। তোমাকে ভালবেসে আমি তোমার সর্বনাশ করেছি, তোমার কুলে কলংক লেপন করেছি।

বজ্র। না—না, তুমি যার কন্যাই হও, আমার সহধর্মিনী, আমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুত্র যাক, রাজ্য যাক, সর্বস্ব যাক; কিন্তু তুমি যেও না, তুমি যেও না বারুণি! [আলিংগনের চেষ্টা]

বারুণী। ক্ষমা কর; ওগো আমার দেবতা, তোমার অমংগল আর করব না। তোমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমায় ভুলে যাও—তুমি আমায় ভুলে যাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

বজ্র। বারুণি, বারুণি, বারুণি,—[দ্রুত চলিতে গিয়া পতনোন্মুখ, সহসা নেপথ্যে তূর্যধ্বনি] বিশ্রাম নেই, অশ্রুমোচনের অবসর নেই। কর্তব্য ডাকছে। যাও বাবা, আমিও পেছনে আসছি। বাংলাদেশে হিন্দু হয়ে জন্মানোই অপরাধ। নারায়ণ, ঘুমিয়ে থাক; হিন্দুরা ধ্বংস হয়ে যাক, তবু তোমার ঘুমের যেন ব্যাঘাত না হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পদ্মাতীর

গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ।

মাঝি।—

গীত

কোন ভাশে যাও ও গাঙের ঝি, কি গান গাও রে গাইয়া,
বুঝতে কিছু পারলাম না রে এত লৌকা বাইয়া।
কে দেয় তোরে পিছার বারি,
ভাটায় ফিরিস বাপের বারী,
কিসের এত কান্না রে তোর, হারাইছে কি পোলা-মাইয়া?
খসম বুঝি নেয় না তোরে,
তাই বুঝি তোর মনডা পোরে,
মাঝে মাঝে ফুইল্যা ওঠ দুইডা কূল ছাপাইয়া।

বান্দাসহ ক্লান্তদেহে মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবেশ।

মুর্শিদ। আর কতদূর, ওরে, আর কতদূর?

বান্দা। আর একটু এগিয়ে চলুন জাঁহাপনা।

মাঝি। কেডা? কারে বিচরাও?

বান্দা। বলতে পার ভাই, নবাবী সৈন্যের ছাউনিটা কতদূর?

মাঝি। ওই ত দেহা যায়।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। ওকি, মসজিদের পাশে মন্দির! দেখ বান্দা, দেখ। একি অভাবনীয় দৃশ্য!

বান্দা। এমন দৃশ্য এখানে অনেক আছে জাঁহাপনা। দেখবেন জনাব, পল্লী বাংলার আসল রূপ দেখবেন? তবে এগিয়ে চলুন। দেখবেন, পীরের দরগায় সিন্নি হচ্ছে, হিন্দুরা পাতা পেতে বসে গেছে; হিন্দুর মন্দিরে ঠাকুরপূজো হচ্ছে, মুসলমানেরা বাজনা বাজাচ্ছে।

মুর্শিদ। কই, আমি ত কখনও দেখিনি ভাই।

বান্দা। নবাবী চোখে বাংলার রূপ ধরা পড়ে না জনাব! আমার মত দীনদরিদ্র সেজে একবার যদি এদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখতেন, তাহলে আপনার চোখের পর্দা সরে যেত; বুঝতে পারতেন যে এরা পরস্পরের সংগে গলাগলি করে পরম শান্তিতে বাস করছে; বিরোধ যা কিছু হয় সে 'আপনাদের' সৃষ্টি।

মুর্শিদ। আমাদের সৃষ্টি! তুমি কি বলছ উন্মাদ?

বান্দা। ঠিকই বলছি। আপনারা উচ্চাসনে বসে এদের দুঃখে মাঝে মাঝে যখন কেঁদে ওঠেন, তখনই এরা বেশী করে মরে। হে বাংলার ভাগ্যবিধাতা, হে মুসলমানের বান্ধব, পল্লীবাংলার মুসলমানের উপর থেকে আপনার দরদী হস্ত সরিয়ে নিন। এদের বান্ধব এদের ঘরের পাশেই আছে, মুর্শিদাবাদে নেই।

মুর্শিদ। বান্দা।

বান্দা। চোখ রাঙালেও আমি একথা হাজারবার বলব, কারণ আমি জানি, আপনার ভিতর এমন একটা মানুষ লুকিয়ে আছে, যে হিতকথা শুনতে চায়। আপনি যখন মন্দির ভাঙেন সে তখন অঝোর-ঝরে কাঁদে।

মুর্শিদ। কাঁদে! মুর্শিদকুলি খাঁ মন্দির ভেঙে কাঁদে!

বান্দা। মুর্শিদকুলি ত ওই দেহটা জনাব। অন্তরে আপনার সুদর্শন রায়।

মর্দান খাঁর প্রবেশ।

মর্দান। হুজুর,—

মুর্শিদ। তোমার আবার কি?

মর্দান। আর আমারে আটকাইয়া রাহেন ক্যান হুজুর? সবই ত বুঝলেন, এইবার আমারে ছাইর‍্যা ছান করতা। খোদায় আপনারে দোয়া করব।

মুর্শিদ। এতদিন ত মুক্তি চাওনি? আজ মুক্তির কথা বলছ কেন? তদন্ত না করে আমি তোমায় ছেড়ে দেব না। আর এক মুহূর্ত পরে প্রমাণিত হবে যে তুমি কতবড় মিথ্যাবাদী। এত যার প্রাণের মায়া, সে নবাবের মুখের উপর মিথ্যা কথা বলে কোন সাহসে?

মর্দান। পরাণের মায়া আমার? তিন কুরি দুই গণ্ডা বয়স পার হইয়া গেল, আর আমার মরবার ভয়? কইছে কেডা?

মুর্শিদ। এগিয়ে চল, ওই শিবির দেখা যাচ্ছে।

মর্দান। যাইতে কিছু আপত্তি নাই হুজুর। ক্যান জানি না, রাজার ছাওয়ালডার জন্যে মোনডা বড় কাঁন্দে। মনে অয়, আর তারে দেখতে পামু না, আর সে "দাদু দাদু" কইর‍্যা কোলে ঝাপাইয়া পরব না।

মুর্শিদ। ধিক তোমাকে জাতিদ্রোহী। একটা হিন্দুর ছেলের জন্য তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ?

মর্দান। হুজুর, ছাওয়ালডার মুখের দিকে চাইলে আমি ভুইল্যা যাই যে সে হিন্দু, আমি মুসলমান। রাজা কয় চাচা, রাণী কয় চাচা,—বুঝতে দেয় না যে তারা পর। ছাইর‍্যা যদি না-ই ছান, এক লহমার ছুটি চাই হুজুর। আমি একবার দাদুরে দেইখ্যা ফিরা আমুম।

মুর্শিদ। ফিরে আসবে? জামীন?

বান্দা। জামীন আমার মাথা।

মুর্শিদ। তোমার ও কুকুরের মাথা নিয়ে আমার লাভ?

বান্দা। যাকে ছেড়ে দিচ্ছেন, সেও আমারই মত কুকুর।

মুর্শিদ। হুঁ, যাও, সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরে আসা চাই। তুমি না এলে বান্দার মাথা যাবে, কিন্তু তুমিও রেহাই পাবে না। যদি কেউ তোমায় ধরে রাখে—

মর্দান। পিছা মারি তার কপালে।

[প্রস্থান।

মুর্শিদ। দেখ ত বান্দা, কে যেন ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে।

বান্দা। সর্বনাশ, এ যে বজ্রনারায়ণ রায়। বজরায় চলুন জাঁহাপনা। আজ আর কারও রক্ষা নেই। চতুর্মুখ ঢালী মরেছে, আজ পৃথিবীর মহাপ্রলয়।

বজ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বজ্র। কোথায় কেশরী রায়? কোথায় নাজির আহম্মদ? রক্ত চাই, রক্ত চাই। চতুর্মুখ ঢালীর মৃত্যুর প্রতিশোধ, কীর্তিনারায়ণের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ, শাহজাদার উপর অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিশোধ চাই।

মুর্শিদ। তুমি! তুমিই রাজা বজ্রনারায়ণ!

বজ্র। পথ ছেড়ে দাও; কে তুমি আগন্তুক? শয়তানের দল এইদিকে এসেছে। আমি তাদের রক্তে স্নান করব।

বান্দা। যুদ্ধ বন্ধ করুন রাজা। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর আপনার সম্মুখে।

বজ্র। বংগেশ্বর মুর্শিদকুলি খাঁ! স্বয়ং আপনি এসেছেন তুচ্ছ এই বজ্রনারায়ণকে ধ্বংস করতে! রক্তের এত তৃষ্ণা আপনার নবাব? যে কেউ আপনাকে জানাবে মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারের কল্পিত কাহিনী, তাকেই চূর্ণ করতে আপনি সসৈন্যে অভিযান করবেন? একবারও ভেবে দেখবেন না যে, কথাটা সত্যি কি মিথ্যা? বাংলার নবাবের এই যদি পরিচয় হয়, তাহলে নেমে এস তুমি মসনদ থেকে,—কোটি কোটি বাঙালীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে এমনি করে ছেলেখেলা করতে তোমাকে আমরা দেব না।

মুর্শিদ। উত্তেজিত হয়ো না যুবক। মনে রেখো, তুমি তোমার নবাবের সংগে কথা বলছ।

বজ্র। নবাবের সংগে নয়, একটা রক্তপায়ী রাক্ষসের সংগে কথা বলছি। নবাব খেতাবধারী একটা নির্বোধ উন্মাদের সংগে কথা বলছি।

মুর্শিদ। এখনও সংযত হও বজ্রনারায়ণ। এত ঔদ্ধত্য মুর্শিদকুলি খাঁ আর কখনও সহ্য করেনি। জানি না কি আছে তোমার মুখে। আমি নিজের ধৈর্য দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধ বন্ধ কর, বল কি আছে তোমার অভিযোগ? আমি শুনব; নিক্তি ধরে বিচার করব।

বজ্র। বিশ হাজার নিরপরাধ সৈনিকের শ্মশানে দাঁড়িয়ে আজ এসেছ তুমি বিচার করতে নবাব? তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য নিষ্কলংক মহাপুরুষ ফরিদ খাঁ মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন, হাজার সৈনিকের রক্তে পদ্মাতীরের শ্যামল মাটি রঞ্জিত হয়েছে। আজ আর অভিযোগ করবে কে? কার কাছে করবে? তুমি নবাব নও, তুমি বাংলার সিংহাসনে অনধিকার প্রবেশকারী জল্লাদ।

মুর্শিদ। তবে জল্লাদের কর্তব্যটাই আমি শেষ করে যাই।

মরতেই যে ছুটে এসেছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

বান্দা। জাঁহাপনা,—

মুর্শিদ। চুপ। [বজ্রনারায়ণকে আক্রমণ]

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মরালীর প্রবেশ।

মরালী। ফরিদ, বজ্রনারায়ণ,—কোথায় গেল ছেলে দুটো? ওরে, যুদ্ধ বন্ধ কর। ফিরে আয়, ফিরে আয়। বজ্রনারায়ণ, ফরিদ,—

ফকিরের প্রবেশ।

ফকির। কে ওটা? বজ্রনারায়ণের মা নয়? বুকের পাটা ত খুব; আবার এখানে মুখ দেখতে এসেছ? তোর ছেলেটা ত নবাবের হাতেই মরবে। তোকে আমি নিকেশ করি আয়। একটা হেঁদু মারলে দশটা মসজিদ বানানোর ফল হয়। [ছুরিকা উত্তোলন]

বান্দা। [বজ্রমুষ্টিতে ফকিরের হাত ধরিল] একটা গুণ্ডাকে ধরিয়ে দিলে কি ফল হয় হজরত?

ফকির। হাত ধরলি যে ব্যাটা? মরার পালক গজিয়েছে, না? ফকিরকে অপমান করে শাহজাদা রেহাই পেলে না, আর তুই ত একটা ছারপোকা।

বান্দা। আমি ত ছারপোকা, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ত ছারপোকা নন। আর যদি অভয় দেন হজরত, তাহলে এও বলি,—আপনিও ফকির নন।

ফকির। কি বললি?

মরালী। ফকির নয়? এ তবে কে?

বান্দা। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, পিঠের কাপড় তুলে দেখতে হবে। খুব সম্ভব ইনি সেই মহাপুরুষ, যিনি রাজা বজ্রনারায়ণের চেষ্টায় ধরা পড়েছিলেন, প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলেন।

ফকির। ব্যাটা বলে কি? তোকে আমি—

বান্দা। চলুন হজরত, যা বলতে হয় জাঁহাপনাকে বলবেন।

মরালী। তুমি কে বাবা?

বান্দা। আমি তোমার সন্তান। যাও মা, শীঘ্র যাও, ফরিদ খাঁকে বোধহয় আর পাবে না। যদি পার, রাজা বজ্রনারায়ণকে রক্ষা কর। নবাবের সংগে তাঁর তুমুল যুদ্ধ বেধেছে। তুমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে নবাবের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও। তর্ক করো না, চোখ রাঙিও না, শুধু অনুরোধ জানিও। নবাব সব জানেন, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না। আসুন হজরত।

ফকির। আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছ নির্বোধ।

বান্দা। আগুনের সাধ্য থাকে আমায় দগ্ধ করুক।

[ফকির সহ বান্দা ও মরালীর প্রস্থান।

নাজির আহম্মদ ও কেশরীর প্রবেশ।

নাজির। পালাও কেশরী রায়, পালাও; আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না।

কেশরী। পালাব কেন?

নাজির। নইলে মরবে মূর্খ। নবাব এসেছেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। শাহজাদা মৃতপ্রায়।

কেশরী। তাতে আমাদের ভয়টা কি? আমরা তাঁর আদেশ পালন করছি। তাঁর উচিত আমাদের পুরস্কার দেওয়া।

নাজির। তবে নবাবের কাছে এগিয়ে যাও, তিনি পুরস্কার হাতে নিয়ে বসে আছেন! মূর্খ! আমরা বহু মিথ্যাকথা বলে তাঁকে দিয়ে শাহজাদার মৃত্যুর পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়েছি। সেকথা কি তোমার মনে নেই?

কেশরী। থাকবে না কেন? কিন্তু আসল কথাটা ত সত্যি। ফকিরের অপমান করে—

নাজির। ফকির! কে ফকির? ওর সাতপুরুষে কেউ ফকির ছিল না।

কেশরী। তাহলে ত সবই কেঁচে গেল হে। বজ্রনারায়ণ তাহলে বেঁচে যাবে?

নাজির। আল্লাতালার কাছে আমি সেই প্রার্থনাই কচ্ছি।

কেশরী। এ তুমি বলছ কি নাজির আহম্মদ?

নাজির। রাজার কোন দোষ নেই। সব দোষ আমাদের। বিনা কারণে একটা সোনার সংসার যেভাবে ছারখার করেছি আমরা, তাতে জাহান্নমে ত যেতেই হবে, দুনিয়ার এমন কোন শাস্তি নেই যা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। নবাব সবই জেনেছেন। যদি বাঁচতে চাও, বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যাও।

কেশরী। তুমি যাবে না?

নাজির। না। আমি জাঁহাপনার কাছে মাথা পেতে দণ্ড নেব। বাঁচতে আর আমার ইচ্ছা নেই। আমার একটা উপদেশ মনে রেখো কেশরী! মানুষ যে অস্ত্র দিয়ে অপরকে আঘাত করে, সে অস্ত্র তার নিজেরও বক্ষ ভেদ করে। যাও, দেরী করো না।

কেশরী। যাব? কিন্তু বজ্রনারায়ণের মৃত্যুটা ত দেখা হলো না। তার বউটাকে যে আমি দাসী করবো ভেবেছিলুম।

নাজির। বটে! এতদূর এগিয়েছ তুমি শয়তান! তুমি জান না বজ্রনারায়ণের স্ত্রী আমার কন্যা। [হস্ত ধারণ] বুঝতে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমারই কন্যার উপর নির্যাতন করবে। সে সুযোগ আমি তোমায় দেব না। মরার আগে তোমাকেও আমি শেষ করে যাব।

কেশরী। তোমার কন্যা! ও নাজির, ও নাজির—

নাজির। চলে এস; যে কথা এইমাত্র তোমার মুখে শুনলুম, তারপরে আর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা চলে না। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তোমার আর আমার উভয়েরই মৃত্যু চাই। টাকার জন্য তুমি না করতে পার, এমন মহাপাপ নেই। আমি তোমার গলায় মোহরের কলসী বেঁধে পদ্মার জলে ডুবিয়ে মারব, এস।

[কেশরী সহ প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

মুর্শিদকুলি খাঁ ও বান্দার প্রবেশ।

মুর্শিদ। ফিরে চল বান্দা, ফিরে চল। বজ্রনারায়ণ বিদায় নিচ্ছে; নারায়ণগড়ে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। দেখ, দেখ, আকাশের পাখী-গুলোও বুঝি আর্তনাদ করছে। পদ্মার কলধ্বনিতে এত কান্না মিশিয়ে দিল কে? একটা মানুষের জন্য সমস্ত প্রকৃতি কাঁদে! এ দৃশ্য ত আর দেখিনি। চল, পালিয়ে চল।

বান্দা। মন্দির ভাঙবেন না? মসজিদ গড়বেন না? নারায়ণ-গড়ের মাটিসুদ্ধ তুলে এনে পদ্মার জলে ফেলে দেবেন না?

মুর্শিদ। না বান্দা, না। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। চল, চল।

বান্দা। আর একটু অপেক্ষা করতে হবে বংগেশ্বর! বজ্রনারায়ণের মা আসছেন। বহু দুষমনকে আপনি চোখ রাঙিয়ে শাসন করেছেন, শুভ্রবসনা নিরাভরণা এই হিন্দু বিধবার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এ হত্যালীলার কি জবাব দেবেন আপনি, আমি তাই শুনতে চাই।

ফরিদ। [নেপথ্যে] পিতা! পিতা!

মুর্শিদ। কে আসছে? ফরিদ নয়?

আহত রক্তাপ্লুত ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। পিতা!

মুর্শিদ। ফরিদ!

বান্দা। ওঃ—কে আপনাকে এত আঘাত করেছে শাহজাদা ?

ফরিদ। নাজির আহম্মদ। পিতা, আমি দেখেছি আপনার ফর্মান। নাজির আহম্মদকে আপনি হুকুম দিয়েছেন আমাকে কবর দিয়ে যেতে। অনেক কথা বলবার ছিল, বলবার শক্তি নেই, সময়ও নেই। পিতা, আমার অন্তিম অনুরোধ, আমার মৃতদেহ শয়তান নাজির আহম্মদ যেন স্পর্শ না করে। আমার কবরে মাটি দেবেন স্বয়ং নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, আর—আর—আমার কুড়িয়ে পাওয়া মা—রাজা বজ্রনারায়ণের জননী।

মুর্শিদ। কুলাংগার পুত্র, বজ্রনারায়ণের জননী তোমার মা ? তোমাকে পাঠিয়েছিলুম সেই উদ্ধত যুবককে বেঁধে নিয়ে যেতে, আর তুমি তার সংগে দোস্তি করে বসে আছ ? তার মাকে মা বলে পদধূলি নিয়েছ, তার ঠাকুরের প্রসাদ ভক্তিভরে হয়ত গ্রহণ করেছ, আর যারা তোমার আপনার জন—তোমার স্বজাতি স্বধর্মী—তাদের উপর চালিয়েছ অমানুষিক নির্যাতন ? নির্বোধ বান্দা, এবার তুমি কি বলতে চাও ?

বান্দা। বলতে চাই এই যে, আপনি শুধু অবিচারক নন, আপনি জল্লাদের চেয়ে নিষ্ঠুর এবং বাঘের চেয়ে হিংস্র। [প্রস্থান।

মুর্শিদ। ফরিদ খাঁ!

ফরিদ। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

মুর্শিদ। আমার কাছে কি বলতে এসেছ তুমি ?

ফরিদ। আপনার কাছে নয়—আপনার কাছে নয়। আমি ছুটে এসেছিলুম আমার পিতার কাছে। ভুলে গিয়েছিলুম যে, মায়ের সংগে পিতার মৃত্যু হয়েছে। যার কাছে আমি এসেছি, তিনি কুখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষী মুর্শিদকুলি খাঁ।

মুর্শিদ। হিন্দুর সংগে দোস্তি করে কতকগুলো হিন্দুয়ানি শিখে এসেছ। আমি তোমার সেই কলিজার দোস্ত বজ্রনারায়ণকে মৃত্যুর পথ দেখিয়ে এসেছি।

ফরিদ। রাজা বজ্রনারায়ণ নেই!

মুর্শিদ। এবার তোমার সেই কুড়িয়ে পাওয়া ভাইনী মাকে চুলের মুঠি ধরে—

ফরিদ। খবরদার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, আমার মার সম্বন্ধে যে কটূক্তি করবে, পীর হলেও তাকে আমি ক্ষমা করব না।

মুর্শিদ। বটে! এই মায়ের মুখ চেয়েই বুঝি ফকিরকে তুমি অপমান করেছিলে? জাতিদ্রোহী, কুলাংগার, পাষণ্ড—[পদাঘাত]

দৌলতের প্রবেশ।

দৌলত। কি করলে গর্বিত নবাব? কাকে তুমি পদাঘাত করলে? তোমার চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্য যে, এমন একটা মহা-পুরুষ তোমার বংশে জন্মেছিল। ওঃ—মরতেই যে চলেছে, তাকে আরও আঘাত করতে প্রবৃত্তি হলো তোমার? বাংলাদেশে তোমার মত নিষ্ঠুর নবাব আর কি কেউ কখনও হয়েছিল?

মুর্শিদ। তুমি কোথা থেকে আসছ দৌলত উন্নিসা?

দৌলত। আপনার মহামান্য ফকিরের জন্মভূমি থেকে আসছি জনাব। যার অপমান হয়েছে বলে হিন্দু জাতটাকে আপনি জবাই করতে চলেছেন, নিজের একমাত্র পুত্রকে পর্যন্ত মৃত্যুর মুখে টেনে এনছেন,—সে ফকির কে জানেন? কুখ্যাত গুণ্ডা আবদুল জব্বর। মুর্শিদাবাদের পথে নৌকা থেকে পালিয়ে এসেছে। তার পিঠে এখনও কাজীর বেত্রাঘাতের চিহ্ন জলজল করছে।

মুর্শিদ। কি? কি? একি সত্য? ফকির আবদুল জব্বর? ওঃ, এ খবর যদি আর দুদিন আগে নিয়ে আসতে মা, তাহলে দুটো অমূল্য জীবন এমনি করে নিঃশেষ হতো না। ফরিদ, পুত্র,—

ফরিদ। দৌলত এসেছ? দৌলত! আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আমায় ধর। আমায় মাকে খবর দিতে পার? আমি তাঁর কোলে ঘুমুবো।

দৌলত। শাহজাদা, কাফের বলে অপদার্থ বলে কত তোমায় ঘৃণা করেছি। আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি, শুনে যাও,—তুমিই যথার্থ মুসলমান, আমরা সব কাফের। সবার চেয়ে সেরা কাফের মানব-শত্রু এই মহামানব মুর্শিদকুলি খাঁ।

মুর্শিদ। ফরিদ, আমায় ক্ষমা কর ফরিদ! আমি নির্বোধ, আমি বাংলার অযোগ্য নবাব। চল, রাজধানীতে চল, আমি তোমায় মরতে দেব না। তোমাকে বাংলার মসনদে বসিয়ে আমি মক্কায় চলে যাব।

ফরিদ। সহস্র মসনদের চেয়ে যা মূল্যবান, তাই আমি পেয়েছি জনাব। আমি কাফের, নিয়মিত নমাজ পড়িনি, তবু আজ সর্বদেহে অনুভব কচ্ছি সেই এক অদ্বিতীয় আল্লাতালার আশীর্বাদ। নমাজের সেরা নমাজ মানুষকে ভালবাসা। মা, মা,—

মুর্শিদ। দু'হাত ভরে তুমি দিয়েছিলে খোদা, সব হারিয়ে গেল। প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহময় পিতা, নয়নানন্দ পুত্র—সবই ছিল; সব হারিয়েও আবার পেয়েছিলুম এই কৌস্তভমণি। তাও রইল না। সবার সেরা কাফের মানবজাতির শত্রু এই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। কিন্তু আমার কি অপরাধ? আমি ত তামাম বাংলাকে পবিত্র ইসলামের পতাকাতলে এনে মানবজাতির কল্যাণ করতেই চেয়েছিলুম। তবে?

গীতকণ্ঠে বংগলক্ষ্মীর প্রবেশ।

বংগলক্ষ্মী।— **গীত**

যত শেলাঘাত করেছ আমায় সকলি যে ছিল জমা,
নিখুঁত বিচারী খোদা রহমান কিছুই করেনি ক্ষমা।
আমার এ বুকে অশ্রুজলের বহালে যে মহা সিন্ধু,
গ্রাসিবে যে তব হে ধর্মবীর, জীবনের সুখ-ইন্দু;
এই শেষ নয়, আরও আছে যা,
পিছন ফিরিয়া সম্মুখে চা,
আসিছে ছুটিয়া ভৈরবে ওই নিবিড় তামসী অমা।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কামান গর্জন]

মরালীর প্রবেশ।

মরালী। ফরিদ, বজ্রনারায়ণ, ওরে আমি এসেছি। কোথায় তোরা?

ফরিদ। মা, মা, এসেছ? আমি ঘুমুব, তোমার কোলে ঘুমুব। মা, মা,—[মরালীর কোলে শয়ন]

বজ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বজ্র। পদধূলি দে মা, পদধূলি। [মরালীর কোলের উপর পতন]

মরালী। নিষ্ঠুর নিয়তি তোদের বাঁচতে দিলে না! ফরিদ, যাও বাবা, আদর্শ মুসলমানেরা মরে যেখানে যায়, তুমি সেইখানে যাও। ওরে, তোরা দেখ, হিন্দুর রক্তের সঙ্গে মুসলমানের রক্ত মিশেছে। বর্ণে কোন প্রভেদ নেই। কেউ কাউকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা কচ্ছে না।

কিন্তু একি আশ্চর্য ! বজ্রনারায়ণের অকালমৃত্যু হতে পারে একমাত্র তার পিতার হাতে। তুমি দস্যু তাকে—এঁ্যা, একি ? কে তুমি ?

মুর্শিদ। তুমি কে ? তুমি কি দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্রবধূ, সুদর্শন রায়ের স্ত্রী মরালী ?

মরালী। হতভাগ্য বজ্রনারায়ণ, নিয়তি তোকে বাঁচতে দিলে না। যার ভয়ে তোকে নিয়ে এতদূর পালিয়ে এসেছিলুম, সেই পুত্রঘাতী জল্লাদ এখানেও তোর পিছু পিছু ছুটে এসেছে। হায়রে অভাগা, জীবনে তোর সবচেয়ে বড় শত্রু যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ,—তিনিই তোর পিতা।

বজ্র ও ফরিদ। পিতা !

ফরিদ। তুমি সত্যি আমার মা ? রাজা আমার ভাই ! আঃ, মরণেও এত শান্তি !

দৌলত। তোমার সন্তানকে দোয়া কর মা। [মরালীকে প্রণাম]

বজ্র। বজ্রাঘাতে কত বেদনা জানি না। কিন্তু যে বজ্র তুমি আমার বুকে হানলে মা, পরম শত্রুর জন্য আমিও তা কামনা করি না।

মরালী। আরও জেনে যাও বাবা, তোমার স্ত্রী বারুণী তোমার পরম শত্রু নাজির আহম্মদের কন্যা।

বজ্র। মা !

মুর্শিদ। কোথায় নাজির আহম্মদ ? কোথায় সেই শয়তান ?

মরালী। তার কন্যা তাকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে।

বজ্র। সব গেল, সব গেল। মহামান্য নবাব, জনশূন্য নারায়ণগড় পড়ে রইল, পরম সুখে রাজত্ব কর।

মুর্শিদ। খোকা, আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে আমায় মার্জনা কর। আজ আমার চেয়ে হতভাগ্য দুনিয়ায় বোধহয় কেউ নেই।

মরালি, কেঁদো না মরালি! তুমি ফরিদের মা, বজ্রনারায়ণেরও মা। তোমার ধর্মরাজ্যের যেখানে ইচ্ছা এই দুটি সন্তানকে পাশাপাশি ঘুম পাড়িয়ে রাখ। চিতা আর কবরের উপর মন্দির আর মসজিদ মাথা তুলে উঠুক। একই সময়ে মসজিদে হবে নমাজ, আর মন্দিরে হবে পূজো। শংখ-ঘণ্টার সংগে নমাজের ধ্বনি মিলিত হয়ে বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেবে এই বার্তা যে, হিন্দু-মুসলমান ভাই—ভাই। বান্দা!

বান্দার প্রবেশ।

মুর্শিদ। ফকির কোথায়? ফকির?

বান্দা। আমি তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে রেখেছি জনাব।

মুর্শিদ। তার আর একটা চোখ উপড়ে নিয়ে হাত দুটো কেটে ছেড়ে দাও। তাকে দেখে দুনিয়ার লোক শিক্ষা করুক যে, ধর্মের ভান করে অধর্ম আচরণ করার শাস্তি এই।

বান্দা। বংগেশ্বরের জয় হোক!

মুর্শিদ। পুত্র, আমি তোমাদের মারিনি। আমাকে যে মেরেছে, তোমাদের বুকে সেই মৃত্যুবাণ হেনেছে। দিল্লীর মসনদ থেকে ধর্মরক্ষার যে ফতোয়া সুবে বাংলার মাটিতে মৌলভী মোল্লার মারফত প্রচারিত হয়েছে, তোমরা দুটি ভাই সেই **ধর্মের বলি।**

———

॥ যবনিকা ॥